সধবার সংযম

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

সধবার সংযম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

নবম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২০
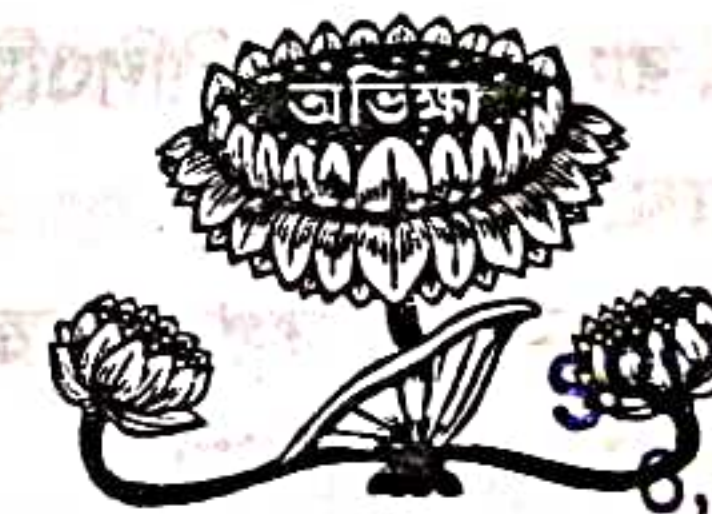
অভিক্ষা

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী - ২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ একশত টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-12-6

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-(০৩২৬)২৩১০৭১০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

ঋষি-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য-পালনের নিয়ম-নিষ্ঠার কঠোরতার একটা দিক্ আছে এবং তাহার সার্থকতাও একটা আছে। এই কঠোরতার মধ্য দিয়া যাঁহারা ব্রতোপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া জীবন গঠন করিয়া থাকেন, ব্রত-পালনের একটা সময়ে তেমন পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ রহিয়াছে। বলা প্রয়োজন, "সধবার-সংযম"-প্রণেতা অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব নিজ জীবনের একটা সময় এইরূপ কঠোরতা পালন করিয়াছিলেন। ভ্রান্ত লোকে তখন তাঁহাকে "স্ত্রীভীত কাপুরুষ" এবং "নারী-বিদ্বেষী হিংসক" বলিয়া আখ্যা দিত। "সধবার-সংযম" গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রগুলি তাঁহারই লেখা।

প্রথম সময়ে শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ অবিবাহিত যুবক-সমাজেরই আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার পদপ্রান্তে উপদেশ লইয়া যাঁহারা আত্মগঠন-পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দারপরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ এবং আত্মগঠনে প্রেরণা প্রদান আবশ্যক হইয়া পড়িল। সধবা নারীদিগকে কোন্ কল্পলোকের আলেখ্য দর্শন করাইয়া ইহমুখ-স্থূললগ্ন চিত্তকে সত্য বস্তুর প্রতি, নিত্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট তিনি করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহার আভাস মিলিবে। তাঁহার

প্রিয়তমা ধর্ম্মকন্যাদের নিকটে তিনি সধবা-জীবনের প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে ইঙ্গিত ও উপদেশ দিয়া বৎসরের পর বৎসর যে অজস্র প্রাণময়ী পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সকল পত্রগুলির অনুলিপি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। যে পত্রগুলি সরম-বিনম্রা পল্লী-কুলবধূর অপ্রকাশ্য জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য লিখিত, তাহা কখনও প্রকাশের আবশ্যকতা পড়িবে বলিয়া মনে করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সধবা মহিলারা যেরূপ অত্যধিক সংখ্যায় শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস-দেবের শ্রীপদাশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য কর্ম্মময় জীবনের সামান্য অবসরে প্রত্যেক উপদেশ-প্রার্থিনীর নিকটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপি প্রেরণ করিয়া আদর্শ-বাণী প্রচার বাহ্যতঃ সম্ভব নহে। এই জন্যেই জনৈকা ধর্ম্মকন্যার অনুরোধে এই পত্রগুলি প্রকাশের সঙ্কল্প জাগরিত হয়। অল্প সময় মধ্যে সংগৃহীত মাত্র কয়েকখানা পত্র নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া এখানে প্রকাশিত হইল। আশা করা অনুচিত নহে যে, এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বঙ্গ-মহিলাদের আভ্যন্তর জীবন-গঠনের বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না যে, এই জাতীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইহাই প্রথম।

এতদ্দেশে একটা চলিত সংস্কার আছে যে, পিতার ধন যেমন পুত্রে পায়, গুরুর তপস্যা তেমন শিষ্যে পায়। শ্রীশ্রীস্বরূপনন্দের মহিলা শিষ্যাদের সম্পর্কে এই কথাটা সত্য

বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে যে কুমারী তাঁহার নিকট জীবন-গঠনোপদেশ পাইয়াছেন, বিবাহিতা হইবার পর স্বামীর উদ্দামগতি উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে সুকৌশলে সংযমের দিকে টানিয়া আনিতে নিপুণতা তিনি দেখাইয়াছেন। বিবাহমাত্রই যে সধবা নারী তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুদীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য-জীবনেও তিনি স্বামীর সানন্দ সমর্থনের মধ্য দিয়া পূর্ণ সংযম রক্ষার কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য-জীবনের পশুলীলা অনুষ্ঠানের পর যাঁহারা তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, নিমেষমধ্যে লালসার দুর্ব্বার তরঙ্গাক্রোশ নিঃস্তব্ধ করিয়া দিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদ যে সময়ে নারীনৃত্যের বিভীষিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবাধে আবির্ভূত হইতে কুণ্ঠিত নহে, ঠিক সেই সময়ে সংযমের এই অভিনব আন্দোলন অনেকের চিত্ততোষকর না হইতে পারে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। রাজকবি হইতে আরম্ভ করিয়া মেছুয়াবাজারের সান্‌কীভোগের গ্রাহকেরা পর্য্যন্ত বেণু-বীণা, মুরজ-মন্দিরা সহযোগে পাশ্চাত্য বিলাসিতার আবরণহীন যৌন-মধুরতার গুণগান করিয়া কচি মাথা চর্ব্বণের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, কিন্তু ভারতের জাতীয় প্রতিভা আপন সত্তা হারাইবে না। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। গ্রন্থ যদি সমাদৃত হয়, উত্তম;

যদি অনাদৃত হয়, তবে তার জন্যও আমরা প্রস্তুত রহিলাম। কবীর সাহেব বলিয়াছেন—

"সতীকো না মেলে ধোতি
গহ্‌স্তান পরে খাসা"—

অর্থাৎ, "হায়রে। সতী রমণীর পরিধানেরই বস্ত্র মিলে না, অথচ অসতী রমণী মূল্যবান্ ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করে!"
ইতি—পৌষ, ১৩৪১

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যেই সকল পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু এতকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহস্ত-লিখিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"-র ন্যায় "সধবার-সংযম"ও অপ্রত্যাশিত সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছে। গোড়ায় আমরা খুব সন্দিগ্ধ ছিলাম যে, এই গ্রন্থের সমাদর হইবে কিনা। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের সমাদর পুরুষগণের মধ্যে খুবই হইয়াছে এবং উহার চারিটী সংস্করণও হইয়াছে। কিন্তু বিবাহিত পুরুষের সংযম অনেকেরই আকাঙ্ক্ষিত হইলেও বিবাহিতা নারীর সংযম অনেকেই পছন্দ করেন না। ইহাই

আমাদের সন্দিগ্ধতার কারণ ছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের পরে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সন্দিগ্ধতা নিতান্তই অমূলক। এই গ্রন্থ শুধু লোকপ্রিয় হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভুল হইবে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বাঙ্গলার নারীসমাজের নবজাগরণের একটী উল্লেখযোগ্য উন্মেষ লক্ষ্য করা গিয়াছে। বর্ত্তমানে সেই জাগরণ অস্পষ্ট ও নীরব রহিলেও ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাসে ইহা যে সগৌরবে উল্লেখযোগ্য অঙ্কপাত করিবে, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পরে হইলেও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পরিয়া আমরা প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিতেছি।
(ভাদ্র, ১৩৫৩)

প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্কণের
নিবেদন

১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে অন্যান্য পুস্তকের সহিত এই গ্রন্থেরও দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য কোনও প্রেসে দেওয়া হইয়াছিল। কাজ দ্রুত হইবার জন্য সেই প্রেস-বিশেষকে কয়েক সহস্র টাকা আগামও দেওয়া হইয়াছিল। লাভের মধ্যে এই হইল যে, এই গ্রন্থে প্রকাশের জন্য যে একশত চুয়ান্নখানা পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ছিষট্টিখানা পত্রই ছাপা সম্ভব হইল, বাকী পাণ্ডুলিপিগুলি অদৃশ্য হইল। কাহার দোষে এই ক্ষতি হইল, অবধারণ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ক্ষতিটা

অপূরণীয়। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীবাবামণির মাত্র ৬৩খানা এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ৬৬খানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণে পত্র-সংখ্যা আর বাড়িল না। যদি কখনো হারাণো পাণ্ডুলিপি ফিরিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-মধ্যে হয়ত সংযোজিত হইবে। * * * হারাণো পাণ্ডুলিপিগুলি কোথাও সত্য সত্যই পাওয়া গেলে এই পুস্তকেরই নূতন সংস্করণে সংযোজনের ইচ্ছা রহিল। অবশ্য ফিরিয়া পাইবার আশা আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি।

এই সকল পত্রের সহিতই এক একটী দিব্যজীবনের অনুশীলনকারী সাধিকার জীবনের পবিত্র এক একটী ইতিহাস রহিয়াছে। আচার্য্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের পবিত্র আবির্ভাব কেবল কিশোর ও কিশোরীদের জীবনে সংযম ও পবিত্রতার অনুশীলনকেই প্রতিষ্ঠিত করে নাই, পরন্তু গৃহে সুসংযত দাম্পত্য-জীবনের অনুশীলনকে বহুব্যাপক ও গভীর-মূল করিয়াছে। নিত্য-ভোগ-লোলুপ বহু স্বামীকে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সধবা শিষ্যরা নিজ নিজ জীবনের অকৃত্রিম সেবা-বুদ্ধি ও সাধনের অনুরাগ দিয়া সংযম-সমর্থ বীর্য্যবান্ স্বামীতে পরিণত করিয়াছেন। অত্যধিক ভোগের ক্লান্তি বা অপূর্ণ ভোগের অতৃপ্ততা যে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের সাধিকা সধবা শিষ্যারা নিজ নিজ জীবনের পবিত্রতা-মুখী স্বচ্ছ গতিচ্ছন্দে সেই অশান্তিকে দুর্ব্বার

জগদ্ধিতে পরিণত করিয়া দাম্পত্য-জীবনে এক একটী অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মনোরম অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। মাসের মধ্যে দুই চারি দিনও সংযত নিশা-যাপন যাহাদের পক্ষে অসাধ্য বা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল তেমন দম্পতী অনায়াসে ছয় মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর পূর্ণ সংযমের ব্রত-পালন করিয়া সুখী হইয়াছেন এবং সংযম-পালনের ফলে পরবর্ত্তীকালে শক্তিমান সন্তান-সন্ততির জনক-জননী হইয়াছেন। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য-শিষ্যাগণ-মধ্যে এমন দম্পতী পর্য্যন্ত রহিয়াছেন, যাঁহারা একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর অসিধারা ব্রত-পালন করিয়া সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা পৃথিবীর যে-কোনও দেশে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-সন্তানগণের অনেকের জীবনে তাহা অতি স্বাভাবিক পরিণতির রূপ পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

কিঞ্চিন্ন্যূন আড়াই বৎসর কাল শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রত-পালন করিয়া জগদ্ধিত-কামনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছোট-বড় সকল গৃহস্থ পুত্রকন্যারা নিজ নিজ নিগূঢ় জীবনে সংযম পালনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও ব্রতকাল ছয় মাস, কাহারও বা এক বৎসর, কিন্তু কালের স্বল্পতা দিয়া শুভফলের বিচার চলিবে না। সংখ্যায় ইহারা কয়েক সহস্র ছিলেন। দুই দশ জন সম্পূর্ণ আড়াই বৎসর কাল দাম্পত্য সংযম পালন করিয়াছিলেন।

আচার্য্য স্বরূপানন্দের গুরুরূপে অবতরণ এইভাবে ভারতীয় জীবন-ধারায় আমূল সংস্কার আনয়ন করিতেছে। সেই বিরাট ও নিঃশব্দ সংস্কার-আন্দোলনেরই একটী নিষ্কলুষ পতাকা এই "সধবার সংযম" নামধেয় পবিত্র গ্রন্থখানা। এই জন্যই ইহা সমাদর পাইয়াছে। (দোল-পূর্ণিমা, ১৩৬১)

অযাচক আশ্রম — নিবেদিকা
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, — **ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী**
বারাণসী-১ — **স্নেহময় ব্রহ্মচারী**

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের
নিবেদন

"সধবার সংযম" পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আমরা হতাশ হইয়াছিলাম। কারণ প্রায় আট বৎসর যাবৎ এই পাণ্ডুলিপিগুলির কোনও খোঁজ ছিল না। অপ্রত্যাশিত অবস্থায় সম্প্রতি অতি অনাদরে পতিত, কীটদষ্ট ও জীর্ণ অবস্থায় ক্ষুণ্ণ-মূর্ত্তিতে পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দুই এক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে ক্লেশ হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল "সধবার সংযম প্রথম খণ্ডের"র সহিতই ইহা মুদ্রিত করিয়া দেই। কিন্তু প্রথম খণ্ড ছাপা শেষ হইয়া দপ্তরী-বাড়ী রওনা হইবার প্রাক্কালে পাণ্ডুলিপিগুলি পাওয়া যায়। মূল পত্র লিখিবার

সঙ্গে সঙ্গে যে অনুলিপি রাখা হইয়াছিল, তাহাই 'সধবার সংযম' দ্বিতীয় খণ্ডে পরিণত হইল।

রাজা, সম্রাট, দিগ্বিজয়ীদের ইতিহাস লিখিত হয়। পৃথিবীর কোন্ দেশে সাধারণ গৃহস্থদের জীবনের ইতিহাস লিখিত হইতে দেখা যায়? পাশ্চাত্য দেশে আত্মজীবনী লিখনের একটা রীতি থাকাতে দুই দশ জন বড় লোকের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারি জন সাধারণ লোকেরও জীবনের কাহিনীর সহিত লোকে পরিচিত হইয়াছে। এই সকল সাধারণ লোকের জীবনেতিহাসই দেশের প্রকৃত ইতিহাস। ড্যাণ্টো, মিরাবো কি কি ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও অখ্যাত অজ্ঞাত লোকেরা গৃহে বসিয়া কি বলিয়াছে, কি ভাবিয়াছে, তাহাই যে ফরাসী বিপ্লবের আসল ইতিহাসের দিগ্দর্শন-যন্ত্র, একথা আজ মনীষী-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই।

এমনি এক অলিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কৃপা-কটাক্ষের ইঙ্গিতে একটার পর একটা করিয়া রচিত হইয়া যাইতেছে। বহু বিবাহিত দম্পতীর জীবনে সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বজনের দৃষ্টির অগোচরে এবং একদা এক সর্ব্বজনীন পৌরুষের বিকাশের মধ্য দিয়াই তাহার বিবর্ত্তন করিবে আত্মপ্রকাশ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ডক্টর আনউইন একখানা বিরাট গবেষণামূলক নৃতত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সমাজে যৌন সংযমের দিকে যত প্রখর দৃষ্টি, সেই সমাজে দুই তিন পুরুষ পরে পৌরুষ, বীর্য্য ও কর্ম্ম-তৎপরতার তত বড় একটা বান ডাকে। তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার চেষ্টায় তিনি হিন্দু জাতি বাদে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির আদিম ইতিবৃত্ত মন্থন করিয়াছেন। তথ্যের অস্পষ্টতার দরুণ তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু প্রমাণের অতি সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার যাহা সিদ্ধান্ত, ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কার ও বিশ্বাসের সহিত তাহার বড় মিল আছে। ভারতের পূরাণ-সমূহে দেখিতে পাইতেছি যে, ত্রিলোক-দুঃখহর মহাশক্তিধর পুরুষেরা তাঁহাদের মাতা ও পিতার সুদীর্ঘ তপস্যার পরে আবির্ভূত হইয়াছেন।

যে পত্রগুলি দিয়া "সধবার সংযম" গ্রন্থের সৃষ্টি, সেই পত্রগুলি আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বিভিন্ন সময়ে তাঁহার বিভিন্ন বিবাহিত ধর্ম্মকন্যার নিকটে লিখিয়াছিলেন। ভক্তিমতী শিষ্যা গুরু-বাক্যে একান্ত ভাবে শ্রদ্ধাশীলা থাকার দরুণ প্রতিটি বাক্যকে নিজ জীবনে অনুশীলনের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র

হইয়াছিলেন। ইহার ফলে অনেক গৃহে গার্হস্থ্য জীবন তাহার পূতিগন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাই, এই সদগ্রন্থ আনন্দ সহকারে পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়া হইল।

ইতি—১লা আষাঢ়, ১৩৬২।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। এই জন্যই দাম্পত্য জীবনে সংযমের ব্যাপক প্রয়োজনের বিষয়ে যে যুগে একটী চিন্তাশীল ব্যক্তিও বোধ হয় প্রকাশ্যে একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন নাই, সেই যুগ হইতে ইনি বলিয়া আসিতেছেন,—চাই বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য, চাই সধবার সংযম, নবজাগ্রত শক্তি-সমৃদ্ধ বীর্য্যবরীয়ান্ মহাজাতির সৃষ্টি করিতে হইলে ইহারই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

কথাগুলি অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে উচ্চারিত হইলেও আজ এই কথার মূল্য বুঝিবার লোক দুই চারি জন জুটিতেছে। "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থখানার ত' ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষ

হইয়া গেল। তদুপরি "সধবার সংযম" গ্রন্থের যে চতুর্থ সংস্করণ ছাপাইবার প্রয়োজন পড়িল, ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু নিজ উপদেশবাণীকে কতকগুলি সুললিত সুভাষে পড়িয়া থাকিতে না দিয়া এই ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষ কাদামাটি দিয়া কুম্ভকারের খেলনা তৈরী করার মতন অবহেলে নিজের হাতে এমন সব আদর্শ দম্পতীর সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবনে সংযম হইয়াছে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহারা পাশবস্পৃহাকে নিজ নিজ ইচ্ছার অধীন করিয়া শৃঙ্খলিত গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় বশে রাখিয়াছেন। এইরূপ সংসারেই ভাবীকালের কুলপাবন মহাপুরুষদের আবির্ভাব সহজে সম্ভব এবং আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তেমন পুণ্যময় এক বিচিত্র ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়াই সর্ব্বশক্তি জনকল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যে দেশ নিখিল বিশ্বকে শিক্ষা দিবে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে।

বিশেষ কারণ বশতঃ যাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রূপে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছিল, তাহা একত্র হইয়া এই সংস্করণে একটি মাত্র গ্রন্থে পরিণত হইল। ইতি—আশ্বিন, ১৩৭৪

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

আনন্দ-সহকারে "সধবার সংযম" বহিখানার অষ্টম সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছি। "সধবার সংযম" ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, সপ্তম সংস্করণ ১৩৯০ সনের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের নিবেদনে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশব্যাপী চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সাড়া পড়ায় বিবাহিত দম্পতীদের মধ্যে "সধবার সংযম" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থদ্বয়ের সমাদর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতি—আষাঢ়, ১৩৯৬

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

নবম সংস্করণের নিবেদন

এই নবম সংস্করণ 'সধবার সংযম' অষ্টম সংস্করণের হুবহু পুণর্মুদ্রণ। ইতি—ভাদ্র, ১৪১৯

প্রকাশক

উপহার

প্রেম বিনা জীবনের
সব অন্ধকার,
চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রেম
ধরে মিথ্যাচার,
সাধনবিহীন শুদ্ধি
বৃথা পণ্ডশ্রম,
না হয় সাধন
বিনা ইন্দ্রিয়-সংযম।

—স্বরূপানন্দ—

শ্রী...

....

....

....

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ
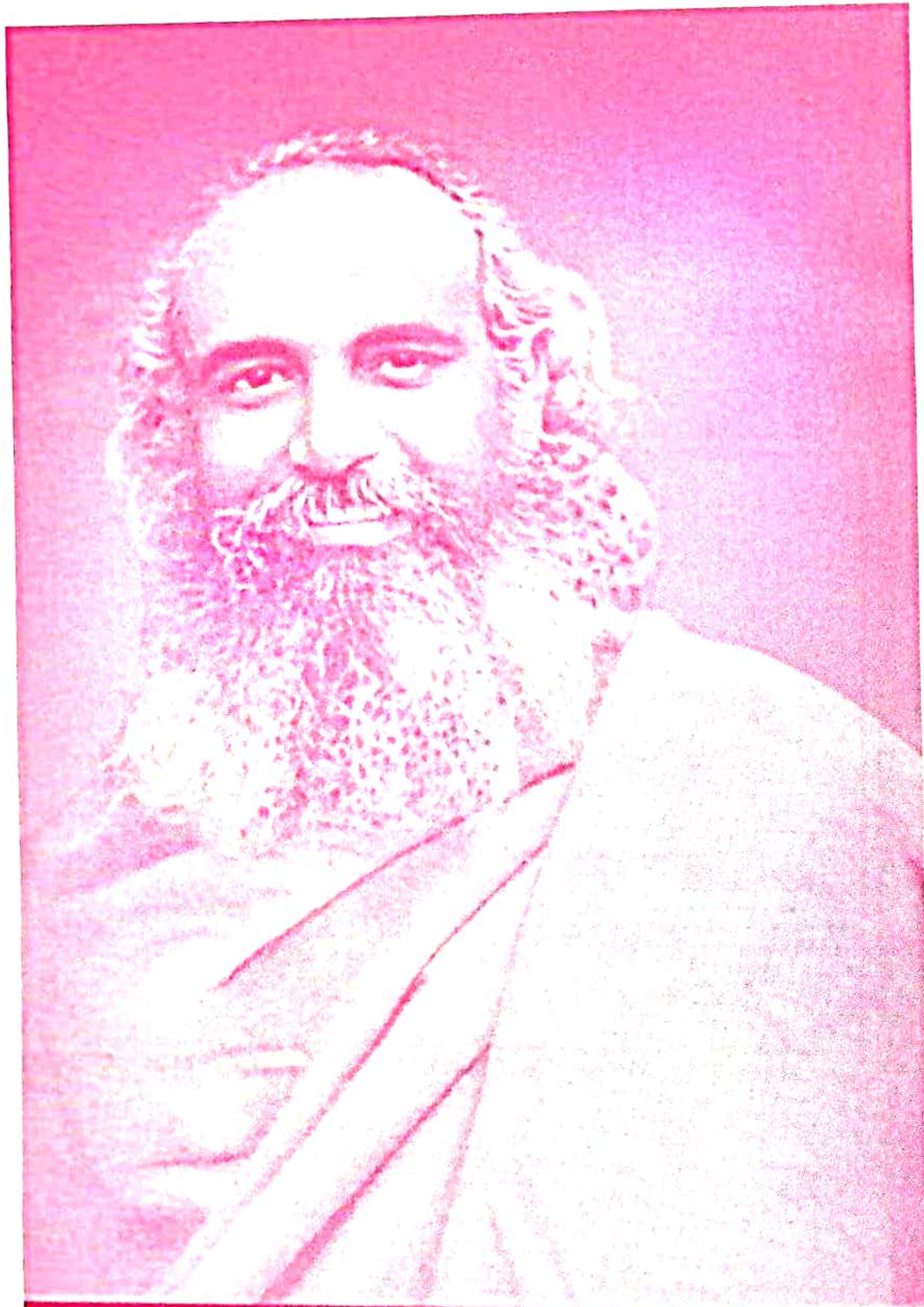
সধবার সংযম

—ঃ * ঃ—

(১)

জয়গুরু শ্রীগুরু

পাথরঘাটা আশ্রম,
চট্টগ্রাম
১৯।৪।৩৯ বাং

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, তুমি তোমার স্বামীকে সংযমের ব্রতপালনে সহায়তা করিও। সংযমের শক্তি স্বামীকেও মঙ্গল দেয়, পত্নীকেও মঙ্গল দেয়। সংযম দেহকে দৃঢ়, পটু, কর্ম্মঠ করে, মনকে ধীর, অচঞ্চল ও তেজস্বী করে। সংযম হইতেই জীবনের যাবতীয় স্বর্গসুখের উদয় হয়।

শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভর ছাড়া সংযমকে একমাত্র পুরুষ-কারের বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অর্থাৎ, পূর্ব্বসংস্কার ও পূর্ব্বাভ্যাসের মোহ পরিহার করিতে হইলে যে প্রবল ও অবিরল পুরুষকারের আবশ্যক, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাহা জাগে না। সুতরাং তুমি নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাঁর উপর বিকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হও। শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে নিজ

দেহ, নিজ মন, নিজ চিন্তা-প্রবাহ ও নিজ সুখদুঃখ সব সঁপিয়া দিয়া সেই অসামান্য কুশলতা লাভ কর, যার প্রভাবে নিরন্তর তুমি অন্তরের ভোগমূলক কামনা-বাসনার সহিত অপরাজিত সংগ্রাম চালাইবে এবং তাহাদিগকে ভুজবলে পরাহত ও পদানত করিবে।

সংসারের সুখকে সম্ভোগ করিবার শক্তি তোমাকে নষ্ট করিয়া দিতে বলিতেছি না, এই শক্তিকে নিজের ইচ্ছার একান্ত বশীভূত, গৃহীত সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের নিতান্ত অনুগত ও যাহাতে দেহ-মনের পূর্ণ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং ইহ-পরকালের সুকৃতি বাড়িবে, তাহার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিতে বলিতেছি। নারীজাতি সন্তান-ধারণের ও সন্তান-প্রসবের শক্তি হইতে যদি বঞ্চিত হয়, তবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদই চলিয়া গেল বলিতে হইবে। তাই, এই শক্তির ধ্বংস আমি কোনও নারীর মধ্যেই চাহি না, বরং সেই শক্তি চাহি, যে শক্তি থাকিলে সামান্যা নারী অসামান্য বীরপুরুষকে গর্ভে লইতে পারে, যে শক্তির উৎকর্ষ ঘটিলে সামান্যা রমণী অসামান্যা রমণী-রত্নে পরিণত হইতে পারে। তোমাকে বীরপ্রসবিনী হইতে হইবে, শক্তিধর বীর্য্যবান্, অমিতবিক্রম সন্তান-সন্ততির জননী হইতে হইবে, তারই জন্য তোমার ব্রহ্মচর্য্য, তারই জন্য তোমার স্বামী-সম্ভোগ-সুখ পরিবর্জ্জন। বৃহত্তর গৌরব, বৃহত্তর সুখ ও বৃহত্তর আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য তোমাকে ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষণিক

সুখ, হীন সুখ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগ নহে, বৃহত্তর ভোগকে আয়ত্ত করিবারই জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের আয়োজন।

আর, নিতান্ত সংসারী দৃষ্টি দিয়া, নিতান্ত ভোগমুখী চিত্ত লইয়া দেখিতে গেলেও ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, সংযমে ভোগশক্তি বৃদ্ধি পায়, সংযম-সাধনার ফলে দৈনন্দিন অতি অল্পক্ষণস্থায়ী ভোগ-সামর্থ্য দীর্ঘকালব্যাপিতা লাভ করে। সুতরাং যদি নিতান্ত অবোধ বালিকার মত নিজের জীবনলক্ষ্যকে স্বামীর শয্যাসঙ্গিত্বের অতিরিক্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে সমর্থ নাও হও, তবু মা, তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্রত একান্তই গ্রহণীয় এবং নিতান্তই অপরিহার্য্য। প্রত্যহ যে ব্যয় করে, বড় রকমের একটা প্রয়োজন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সেদিন সে কৃপণ হয়। কিন্তু প্রত্যহ যে সঞ্চয় করে, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে ব্যয়ের মহৎ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তার অফুরন্ত ভাণ্ডারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং সঞ্চয় নিঃশেষ না করিয়াই প্রয়োজনের দাবী সুদীর্ঘ-প্রযত্নে সে মিটাইতে পারে।

স্বামিমুখে সংযমের মহিমা শুনিয়া এবং স্বামীর প্রতি গুরূপদেশের বিষয় অবগত হইয়া যখন তুমি সংযমের ব্রত-গ্রহণে সম্মত হইবে, তখন কিন্তু মা এজন্য স্বামীর প্রতি নারীসুলভ সকল অভিমান বর্জ্জন করিতে হইবে। নির্ব্বোধ মেয়েগুলি মৈথুনের অভাবকে ভালবাসার অভাব বলিয়া ভ্রম

করে। বরং বুদ্ধিমতী মেয়েরা জানে যে, ভালবাসার গভীরতা মৈথুনকে সুদূর-পরাহত করে। কারণ, স্বামী যতক্ষণ স্ত্রীর দেহটাকে ভালবাসে, ততক্ষণই স্ত্রী সম্পর্কে তার ইন্দ্রিয়-চেষ্টা। স্বামী যখন স্ত্রীর আত্মাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীকে সারারাত্রি বক্ষে ধারণ করিয়াও তার অন্তরে নিমেষের তরে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের কলুষিত কামনা জাগ্রত হয় না। তোমার দেহটাই তোমার অস্তিত্ব নয়। দেহটা তোমার প্রকৃত-মূর্ত্তি হইতে পৃথক্। তোমার দেহটা যেন একখানা শাড়ীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু শাড়ী আর দেহ এক নয়, ঠিক তেমনি তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেহটার আবরণে আবৃত রহিয়াছে, তোমার দেহ আর তুমি এক নও। দেহের যত্ন না করিয়া শাড়ীখানার যত্ন-আদর করিলে যেমন দেহ রাগ করিতে পারে, তেমন তোমার প্রকৃত স্বরূপের আদর না করিয়া তোমার স্বরূপাবরক দেহটীর আদর করিলেও রাগ হওয়া উচিত। নিমেষের জন্যও ভাবিও না যে, এই দেহটা আর তুমি এক। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করিও না যে, দেহের সহিত তুমি অভিন্ন।

অনেক নির্ব্বোধ নারী স্বামীকে সংযমের ব্রত-পালনের উদ্যোগী দেখিলে অত্যন্ত কোপপরায়ণা হয় এবং প্রতি কথায় ও প্রতি আচরণে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করে। নিশ্চয় বলিব, ইহা অত্যধিক কমুকতার লক্ষণ মাত্র। যে নারী সত্যসত্যই মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে চাহে, শূকরীর ন্যায় কদর্য্যবস্তুতে

ডুবিয়া না থাকিয়া দেবভোগ্য অমৃতের অধিকারিণী হইতে চাহে, তাহাকে রিরংসা কমাইতেই হইবে, ক্রোধ দমন করিতেই হইবে, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া নিজের বুকের অফুরন্ত আক্রোশ ও ঝটিকা প্রশমিত করিতে যত্ন পাইতেই হইবে। স্বামী আজ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সংযমের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যদি তোমার অন্তরে ক্রোধ জাগ্রত হয়, তাহা হইলে ত' বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার স্বামীর দেহটাকেই মাত্র ভালবাস, ঐ দেহের অভ্যন্তরে চৈতন্যময় যিনি আছেন বলিয়া এই দেহ শবদেহে পরিণত হয় নাই, তাঁহাকে ভালবাস না। দেহাভ্যন্তরস্থ ঐ চৈতন্যময় পুরুষকে বাদ দিলে দেহমধ্যে ভালবাসার বস্তু আর কি থাকে? গলিত শবের প্রতি কেহ কি প্রাণের উদ্দাম তাণ্ডব অনুভব করে? মৃতদেহ কাক, শকুনি, শৃগালাদিরই লোভনীয়, মানুষের উপজীব্য নহে। দেহমধ্যে বিরাজিত চৈতন্যময় প্রেমময় ভাবময় পুরুষই তোমার ভালবাসার পাত্র, দেহ নহে।

দৈহিক সম্ভোগ লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় যদি ব্যাকুল হয়, অসহনীয়রূপে উত্তেজিত হয় এবং সেই উত্তেজনার যন্ত্রণা তোমাকে অধীর ও সঙ্কল্পচ্যুত করিতে চাহে, তুমি যোনিমুদ্রার * অভ্যাস করিতে থাকিও এবং জননেন্দ্রিয়ে পরমেশ্বরের (বা সদ্‌গুরুর) পবিত্র মূর্ত্তি চিন্তা করিও। ভাবিতে থাকিও ইন্দ্রিয়

* সংযম-সাধনা গ্রন্থের (পঞ্চাদশ সংস্করণ) ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোমার নহে, পরমেশ্বরের, তোমার কাছে কয়েকদিনের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছেন মাত্র। ইহার অপব্যবহার করিবার অধিকার তোমার নাই। ভাবিতে থাকিবে, এই ইন্দ্রিয় তাঁর, যিনি পরম-পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কামনা-বাসনার অতীত, মোহমাদকতার অতীত, ভোগ-লালসার অতীত। ভাবিতে থাকিবে, তাঁর ইন্দ্রিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ পবিত্রতা লইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন, তাঁর মোহজয়ী, পাপজয়ী, কামজয়ী করুণা বর্ষণ করিতেছেন, ভাবিতে থাকিবে, মহাদেবের জটাজাল ছিন্ন করিয়া সুশীতল বরফ গলিয়া পড়িতেছে এবং পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী প্রবাহিনীর স্নিগ্ধ বারিধারা তোমার জননেন্দ্রিয়কে শান্ত, স্থির, স্নিগ্ধ, সুশীতল ও পাপেচ্ছা-মুক্ত করিয়া দিয়া যাইতেছে।

স্নেহের মা, শ্লীল, অশ্লীল, কোনও কথাই বলিতে বাকী রাখিলাম না। কারণ, আমি সেকেলে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিভীষিকাক্লিষ্ট পিতা নহি। তোমার যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা তোমাকে নিঃসঙ্কোচেই বলিতে হইবে, এখন তাহা শ্লীলই হউক, আর অশ্লীলই হউক। এই হিতকথা তোমাকে বলিবার কেহ নাই বলিয়াই আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। যে সতর্কতা-বাণী আরও বহুপূর্ব্বেই তোমার শুনিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, সেই বাণী উচ্চারণ করিবার আর কেহ নাই বলিয়াই ধর্ম্ম-সাধনের উপদেষ্টা আচার্য্যকে দীক্ষাদানের পরমুহূর্ত্তেই নিজ সন্তান-সন্ততিকে জনন-তত্ত্ব ও কামদমনের গুহ্যাতিগুহ্য উপদেশ দিতে হইতেছে।

আশাকরি তুমি নিজে লেখাপড়া না জানিলেও, শ্রীমান্ নরোত্তমের মুখে এই পত্রের যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া কায়-মনোবাক্যে ইহার শুভ অভিপ্রায়কে পালন করিবে।

আশীর্ব্বাদক
তোমার পাগলা ছেলে
স্বরূপানন্দ

(২)

জয় মা — চট্টগ্রাম
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯

মাতৃপ্রতীকাসু ঃ

স্নেহের মা, তুমি তোমার স্বামীকে সংযমের ব্রতে সাহায্য করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহধর্ম্মিণীরা ইহাই করিয়া বরণীয়া হইয়াছেন। ইতিহাস তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের এই গোপন কঠোরতার বিষয় কীর্ত্তন করে না সত্য, কিন্তু যেসব নারী পুরুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অঙ্গভঙ্গীটুকু কীর্ত্তন করিয়া ইতিহাস পবিত্রতা ও অমরত্ব লাভ করে, তেমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা এইরূপ দম্পতীর ঘরেই অবতীর্ণ হইয়া জগদুদ্ধার করেন। চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রবল ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হইয়া মধ্যে মধ্যে যখন তোমার স্বামীকে তার পূর্ব্বসত্য ভুলাইয়া দেয়, তখন

তুমি তাহাকে সংযম রক্ষা করিতে, সত্য রক্ষা করিতে, ব্রত রক্ষা করিতে ও বীর্য্য রক্ষা করিতে যে সজাগ সচেতন করিয়া দিতে পারিতেছ, বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তুমি যে এই আবর্জ্জনার স্রোতের প্রবল আবেগকে থামাইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেছ, ইহা জানিয়া আনন্দে তোমাকে কোলে করিয়া নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি জানি, এরূপ সংযমের শক্তি, আত্মদমনের শক্তি, প্রলোভন-জয়ের শক্তি প্রত্যেক রমণীর আছে; কারণ স্ত্রীজাতি মহাশক্তিরই অংশ-সম্ভূতা। আত্মবিস্মৃত নারীজাতি আজ নিজের মহীয়সী শক্তির বিশালতা ও স্বকীয় মহিমার সমুন্নতি সম্বন্ধে অচেতন রহিয়া স্বামীর শ্রেয়ঃ সম্পাদনে এই শক্তির প্রয়োগ করিতেছে না, তাই শতকণ্ঠে "নরকের দ্বার" বলিয়া নিন্দিতা হইতেছে। তুমি তোমার আচরণের দ্বারা, দৃঢ়তার দ্বারা, তেজস্বিতার দ্বারা, নিষ্কামতার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছ যে, নারী নরকের পথ নহে, স্বর্গেরই সিংহদুয়ার। এক বৎসরের মধ্যে একবারও তুমি তোমার স্বামীকে ভোগের কোনও সুযোগ প্রদান করিবে না, একবারও তোমার দেহটাকে অপবিত্র লালসার পরিতৃপ্তি সাধনের সহায়করূপে ব্যবহৃত হইতে দিবে না বলিয়া তোমার স্বামীর সঙ্কল্পকে অহরহ দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছ জানিয়া আমার চিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাশক্তি স্বয়ং তুমি র—র জীর্ণ-কুটীরে গৃহিণী সাজিয়া খেলা

করিতে আসিয়াছ, তোমার আবার অসাধ্য কোন্ কাজ? র— তোমার এই সব দৃঢ়তার বিষয় লিখিয়া আমার নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে যে, "সেদিনও যে ব্যক্তি সামান্যা রমণীর ন্যায় নিকৃষ্ট সুখ-ভোগের জন্য নিতান্ত বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছে, আজ সে এই অসামান্য সামর্থ্য কোথায় লাভ করিল?" র—আশ্চর্য্যন্বিত হইয়াছে যে, সে দিন যে রমণী অনিচ্ছুক স্বামীকে নানা কৌশলে উত্তেজিত করিয়া জোর করিয়া রতিসুখ আদায় করিয়া লইয়াছে, সংযমেচ্ছুক স্বামীকে পর-নারীতে অনুরক্ত বলিয়া অনুযোগ দিয়া যে রমণী চোখের জলে বান ডাকাইয়া হতবুদ্ধি স্বামীকে রমণমোহে রত হইতে বাধ্য করিয়াছে, তার এই অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? আমি কিন্তু মা বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই। সংসারকে বাঁধিবার জন্য মায়াময়ী তোমরা, ইচ্ছা করিলেই আবার সকল বাঁধন খুলিয়া দিতে পার। সেই শক্তি তোমাদের আছে, সেই কৌশল তোমরা জান। কারণ, তোমরা জগন্মাতারই অংশ-স্বরূপিণী। আশীর্ব্বাদ করি মা, স্বামী-সোহাগিনী হইয়া সম্বৎসরব্যাপী সংযমব্রত অবহেলে উদ্‌যাপন করিয়া আমার আরও আনন্দ বর্দ্ধন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার পাগলা ছেলে

স্বরূপানন্দ

(৩)

জয় মা

কালীঘাট
১০ই বৈশাখ ১৩৪০

স্নেহভাজিনীসু ঃ—

"মা" বলিয়া তোমাদিগকে অনেকেই ডাকিয়াছেন। কিন্তু "মা" কিসে তোমরা হইতে পার, এই বিষয়ে তোমাদিগকে সচেতন কেহ করেন নাই। কেন করেন নাই? দৃষ্টি-দৈন্য বশতঃ নহে,—স্ত্রীজাতিতে যাঁহারা মাতৃভাবের তপস্যা করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে পুরুষ-জাতির চরিত্র সংস্কারেই ব্রতী থাকিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিতে অবসর পান নাই।

আমিও অবসর পাইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। আমি জোর করিয়া অবসর করিয়া লইয়াছি এবং লইতেছি। কারণ, তোমাদের মধ্যে যথার্থ "মা" জাগিয়া না উঠিলে, আমাদের পুত্র-জন্মলাভ বৃথা হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়।

"মা"য়ের লক্ষণ কি? পবিত্রতাই তাঁর লক্ষণ; সকলের মুখ-পানে তাকাইয়া আমি চিত্তে অপবিত্রতার আবেগ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু মায়ের মুখ-পানে তাকাইয়া তাহা পারি না। সমুদ্রের উদ্বত তরঙ্গ যেমন বারিধি-বক্ষেই আস্ফালন করিতে করিতে ছোটে এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িয়া আপনি স্তব্ধ ও বিলীন হইয়া যায়, চিত্তের উদ্দাম বাসনা-

নিচয় তেমনি সর্ব্বত্র নিজ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াও মায়ের কাছে আসিতেই থমকিয়া দাঁড়ায়, লজ্জায় মাথা নত করে, মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকৃত ভুজঙ্গের ন্যায় উদ্যত ফণা গুটাইয়া নেয় এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

শুধু মুখে 'মা' ডাকিয়া আমি তৃপ্ত হইব না, তোমাদিগকে এইরূপ মাতৃময়ী আমি দেখিতে চাহি। লম্পট পশু ঐ মুখের পানে তাকাইতেই যেন সন্তান-ভাবের আবেশে বিহ্বল হইয়া যাইতে বাধ্য হয়, এমন পবিত্রতার প্রতিভা তোমাদের চোখের কোণে ঝলসিতে দেখিতে চাই। 'মা'-নাম তোমাদের সার্থক হউক, ইহাই আমার কাম্য।

এই জন্যই আমি সংযমের আন্দোলনকে তোমাদের মধ্যেও বিসর্পিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। মায়েদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এই আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া না পড়া পর্য্যন্ত অযোগ্য হইয়াও আমাকেই পুরোবর্ত্তী থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমার কাজ আমি করিয়া যাইব, ফলাফল পরমাত্মার দায়িত্বে।

তোমাদিগকে যে সংযত হইতে বলি, ইন্দ্রিয়-সুখের লালসা পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য ব্যাকুল হইতে বলি, তার মধ্যে আমার একটা প্রসুপ্ত স্বার্থও আছে। এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ লইয়া আসিব। তখন আমি যার তার গর্ভে জন্মিতে চাহি না। কত মহাত্মা শুধু বিশুদ্ধ জঠর পাইলেন না বলিয়া পুনরায় তনুধারণ করিলেন না, তাহা

তোমরা জান না। জানিলে কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুরগুলিকে, মন্দবুদ্ধি, দুর্ম্মেধা, কুরুচিসম্পন্ন পশুগুলিকে গর্ভে ধারণ করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া সংযমের দ্বারা নিজেদিগকে পুণ্যময়ী করিয়া লইতে। পুণ্যময় জঠরেই পুণ্যাত্মারা আবির্ভূত হইতে ভালবাসেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগাও, সত্য সঙ্কল্পকে চেতনা দাও, সংযমের মধু আহরণে উদ্বুদ্ধা হও। একাকী নহে, স্বামী-সহকারেই এই ব্রত তোমাদিগকে উদ্‌যাপিত করিতে হইবে। মীরাবাঈ-এর দৃষ্টান্ত বিরল। পতি-গৃহে সংযমের আদর্শ সতী শিরোমণি সীতা। বহু সন্তান তোমার প্রকৃত মাতৃত্বের পরিচায়ক নহে। যোগ্য সন্তান একটী হইলেই তোমারও উদ্ধার হইবে। আশিস জানিও। ইতি—

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(৪)

জয় মা ধানবাদ

১৪ই বৈশাখ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * অধমা নারী স্বামীকে মনে করে ভোগের সাথী। উত্তমা নারী স্বামীকে মনে করে তপস্যার

সঙ্গী। মধ্যামা নারী কখনও ভোগ-পথে, কখনও সাধন-পথে স্বামীর সহকারিণী। জগতে অধমা নারীর সংখ্যা অধিক, মধ্যমা নারী অত্যল্প, উত্তমা নারী প্রায় বিরল। এই জন্যই অনেক শাস্ত্রকার নারী-নিন্দা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

শাস্ত্রকারদের সেই নিন্দা-বাণীর প্রত্যুত্তর দিবার জন্য নারীদের পক্ষ হইতে যাঁহারা কোমর কাছিতেছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা অধমা নারীকে উত্তমা নারীতে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন নাই, জঘন্য গালির বিনিময়ে জঘন্যতর গালিই বর্ষণ করিতেছেন। বলা আবশ্যক, ইহার দ্বারা লাভ কিছু হইবে না।

নারী মাত্রকেই আজ উত্তমা নারী হইবার সাধনায় নামিতে হইবে। ইতর ভোগ-সুখের প্রতি একান্ত লোলুপ-দৃষ্টিকে সংযত করিয়া পরমসুখ লাভের জন্য ব্যাকুলা ও অধ্যবসায়পরায়ণা হইতে হইবে। ইহাই হইবে নারী-নিন্দক শাস্ত্রকারগণের প্রতি উপযুক্ত উত্তর।

জাগাও তোমার অন্তর্নিহিতা মঙ্গলমুখিনী শক্তিকে। তোমার ভিতরে রিপু-জয়ের সামর্থ্য আছে, লালসা-দমনের ক্ষমতা আছে,—অনুশীলনের দ্বারা তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর, অকল্যাণ-বিনাশে তাহাকে নিপুণ কর। মহাশক্তির অংশজাতা তোমরা, প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে শক্তির পরিচয় দাও। বিলোল-কটাক্ষে পুরুষের মন মদিরালস না করিয়া পবিত্রতার দীপ্ত দৃষ্টি দিয়া

তার অশুদ্ধ মনকে শুদ্ধ কর, সুন্দর কর, উজ্জ্বল কর। আশিস জানিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(৫)

জয় মা,
পুপুন্‌কী আশ্রম
১৬ই বৈশাখ, ১৩৪০

স্নেহের মা,

সংযম তোমাদের প্রকৃতিগত সম্পদ। সংযমের স্বাভাবিক সামর্থ্য লইয়াই তোমরা জন্মিয়াছ। তোমাদিগকে যে লজ্জাশীলতা বিধাতা প্রকৃতিগত-ভাবে দিয়াছেন, তাহা তোমাদের সংযম-সামর্থ্যেরই একটা লাক্ষণিক রূপ। লজ্জা কুসংস্কার, যদি তাহা সমাজের কৃত্রিম ব্যবস্থার ফলে জাত হয়। লজ্জা স্বাভাবিকী সম্পদ, যদি তাহা চরিত্রের অঙ্গীভুত ভাবে আপনিই ফুটিয়া উঠে। সভ্য-সমাজের প্রভাবের বাহিরে অবস্থিত বন-পর্ব্বত-বিহারিণী অরণ্য-গুহাচারিণী সাঁওতাল রমণীর মধ্যেও যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লাজের বান ডাকে মা কার ইঙ্গিতে? বাল্যের চপলতা সহসা গাম্ভীর্য্যের প্রশান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করে কেন? পুরুষের মধ্যে ত' এভাবে করে না।

তোমার চরিত্রের সম্পদ কি, বিশেষত্ব কোথায়, স্বাভাবিকী

গতি কোন্ দিকে, সেই দিকে নারী-পুরুষ কেহই চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখে নাই। পুরুষ নারীকে নিজ প্রয়োজনে, নিজ খোশ-খেয়ালে নির্ব্বিচারে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, আর নারীরা বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে নিজেদিগকে যে কোনও সময়ে যে-কোনও ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিয়াছে এবং ইহাই তাহার স্বামী-সেবার বা সতীত্ব-সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই, একবারও কাহারও লক্ষ্যে পড়ে নাই, নারীর সংযমের প্রয়োজন কতখানি।

আজ মা তোমাদিগকে নিজ চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে হইবে, সত্যই তোমরা জন্মমাত্রই রাক্ষসী কি না, সত্যই তোমরা নর-শোণিত তৃষ্ণার্ত্তা ক্ষুধা-খিন্না ব্যাঘ্রিণী কি না, সত্যই তোমরা পুরুষ-প্রাণ-নাশিনী কাল-ভুজঙ্গিনী কি না।

একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইবে, এ সকল আশঙ্কা অমূলক। সত্যই তোমরা বাঘিনী নহ, সত্যই তোমরা সাপিনী নহ, সত্যই তোমরা নর-শোণিত-পিপাসু রাক্ষসী নহ, ক্লেদ-দুর্গন্ধ-প্রিয়া পিশাচী-মূরতি তোমাদের নিজস্ব মূর্ত্তি নহে। অবস্থার তাড়নায় এই মূর্ত্তি তোমরা ধরিয়াছ। সাধনার বলে, এই মূর্ত্তি এখনি তোমরা পরিহার করিতে পার। সংসর্গের দোষে তোমাদের এ রূপান্তর ঘটিয়াছে, তপস্যার গুণে ইহার পরিবর্ত্তন তোমরা সাধিতে পার। যাহা সত্য, তাহাই তোমাদের জীবনে

জয়জয়কার প্রাপ্ত হইবে,—যদি একটুখানি বিচারপূর্ব্বক নিজ যথার্থ প্রকৃতিটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা পাও।

জাগো মা কালভয়বারিণি, জাগ, ওঠ, করুণ-নয়ন-পাতে জগতের ত্রিতাপরাশি দূর কর, ধ্বংস কর। আশিস জানিও।

ইতি—

শুভাশীঃ
স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৬)

জয় মা পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে বৈশাখ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * জানো, সংযমই পবিত্রতার উৎস, তথাপি নিজ স্বামীকে সংযত থাকিতে উৎসাহিত কর না—ইহা তোমার দুর্ব্বলতা মাত্র। হিতবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া স্বামী যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে কামের পঙ্কিলতায় ডুবাইয়া দিতে উদ্যত, তখন তাহাকে বাধা না দেওয়া তোমার দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। লজ্জা রমণীর ভূষণ, কিন্তু এই সময়ে লজ্জা করিয়া সত্য পথে, মঙ্গলের পথে, স্বামীকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা না করাই মা সব চেয়ে বড় নির্লজ্জতা।

দাম্পত্য-জীবনে স্বামী ও পত্নীর দৈহিক মিলনের একটা সম্মানযোগ্য স্থান আছে। দম্পতীর মৈথুন-মিলনের প্রয়োজন ও অধিকারকে অস্বীকার কেহ করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া হিতাহিত-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিবার অধিকার তাহাদের এক-জনেরও নাই। হিতবুদ্ধি লইয়া, মঙ্গলমুলক উদ্দেশ্য লইয়া যে দাম্পত্যমিলন, তাহাই প্রশস্য এবং আচরণীয়, অপর মিলন নিন্দ্য এবং কদাচার বলিয়া গণনীয়। যে স্ত্রী স্বামীকে কদাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না, চক্ষু বুজিয়া যে স্ত্রী স্বামীর কদাচার নিজের উপরে সহিয়া যায়, তাহাকে লাজুকা বলিলে লজ্জা কথাটার অপমান করা হইবে। তাহাকে লজ্জাহীনা বলাই সঙ্গত। অসৎ কাজে সঙ্কোচের নামই লজ্জা, সৎপ্রয়াসে সঙ্কোচের নাম কখনো লজ্জা হইতে পারে না। যে লজ্জা পরে অনুশোচনার সৃষ্টি করে, তাহাকে লজ্জা বলা চলে না। লজ্জা বর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মকে রক্ষা করে, এই জন্যই লজ্জার এত প্রশংসা। যে লজ্জা ধর্ম্মকে বিপন্ন করে, চিত্তকে কলুষিত করে, দেহকে অবাধে অত্যাচারিত হইতে দেয়, তাহা লজ্জা নহে, তাহা পাপ।

স্বামীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধের দ্বারা স্ত্রীর দেহ অপবিত্র হয়, এরূপ মনে করা অনুচিত। কিন্তু মঙ্গলোদ্দেশ্যবিহীন, কল্যাণ কামনাবিহীন, নিষ্প্রয়োজনীয় মৈথুনের পরেও দেহ পবিত্র থাকে এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। সধবার জীবনে স্বামী-সহবাসের পুণ্যজনক একটা অধিকার আছে। কিন্তু যদ্রূপ সহবাসে, যৎ-

কালীন সহবাসে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হয়, অন্তরের অমৃতকুম্ভ লালসার তাপে শুকাইয়া যায়, আত্মপরায়ণতা বৃদ্ধি পায়, পঙ্কিল বাসনা দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ বা তৎকালীন সহবাসে এককণা পুণ্যও নাই বা থাকিতে পারে না। পুণ্যজনক যে সহবাস, তাহাই সধবার সতীত্ব-সাধনার অঙ্গীভূত, পাপজনক সহবাস তাহার সতীত্ব-গৌরবকে বর্দ্ধিত করে না, খর্ব্বিতই করে।

বিবাহিত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভোগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই, অথচ বিবস্ত্রা পত্নীকে দর্শনে প্রায়চিত্তের বিধান আছে। কেন জানো মা? মঙ্গলোদ্দেশ্যযুক্ত মৈথুন-মিলনের দ্বারা জগতের কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ কখনো সম্ভবে না এবং মঙ্গলোদ্দেশ্য যেখানে প্রবল, সেখানে কামবুদ্ধি দুর্ব্বল, লালসার বহ্নি নিষ্প্রভ, ভোগলোলুপতা ক্ষীণস্রোতা। সম্ভোগ পাপ নহে, কাম-বুদ্ধিই পাপ। নিজ নারীরও উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শনে কামবুদ্ধি জাগরিতা হইতে পারে, এই জন্যই বিবসনা স্ত্রীর মূর্ত্তি দর্শন নিষিদ্ধ।

তোমার সংস্পর্শ যদি তোমার স্বামীর কামবুদ্ধিকে উত্তেজিত করে, তবে তুমি তার পক্ষে কল্যাণঘাতিনী রাক্ষসী ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার সংস্পর্শে যদি তোমার স্বামীর স্বতোজাগ্রত কামবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিতে না পার, তাহা হইলেও তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্টা হইলে। তোমার সংস্পর্শ যদি তাহার অন্তরে দিব্যভাবের একটা

প্রেরণা যোগায়, পবিত্রতার বান ডাকায়, তবেই তুমি যথার্থ সহধর্ম্মিণী, তবেই তুমি পতিতোদ্ধারিণী, সর্ব্বপাপহারিণী, নরকদুঃখবারিণী জাহ্নবী-প্রবাহিনী।

স্বামীর ক্রোধ এবং বিরক্তিকে কৌশলে জয় কর। বৃথা লজ্জা পরিহার কর। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদনের জন্য বজ্রসম দৃঢ় হও। প্রেমের দ্বারা স্বামীর হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা কর, কামের দ্বারা নয়। কাম-সম্ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়-পথে প্রেমশক্তির অপচয় করিয়া কেহ স্বামীকে সুখীও করিতে পারে না, বশীভূতও করিতে পারে না। দেহের আকর্ষণে দেহকেই আটক করা যায়, আত্মাকে বাঁধা যায় না। বাহু-বেষ্টনে বাহুকেই বাঁধিয়া রাখা যায়, আত্মাকে বন্দী করা চলে না। আত্মায় আত্মায় রমণই যথার্থ রমণ, দেহের রমণ রমণ নহে, উহা মরণেরই বর্ণান্তর মাত্র। আত্মায় আত্মায় প্রেমের বেষ্টনী রচিত হউক, দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত সুখ আস্বাদিত হউক। দেহের ক্ষুধা মরিয়া যাক্, আত্মার প্রীতি জন্মগ্রহণ করুক। বিবাহের প্রকৃত যাহা উদ্দেশ্য, তাহা আত্মার সহিত আত্মার মিলনের দ্বারাই সার্থক হউক, সত্য হউক।

লক্ষ্য কর, দেহের অভ্যন্তরে কাহাকে ভালবাসিবার জন্য স্বামী তোমার দেহটাকে অত আদর করিয়া বুকে টানিয়া নেন। সন্ধান নাও, কার প্রতি প্রবল আকর্ষণ-হেতু স্বামী-বক্ষে মাথা গুঁজিয়া আরও ভিতরে আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ব্যকুলতা

তুমি অনুভব কর। সে কি দেহটাই, না দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছু সত্য বস্তু? এই অনুসন্ধিৎসাই তোমার নারী-জন্মের সার্থকতাকে, বিবাহিত জীবনের সত্য উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। আশিস জানিও। ইতি—

তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৭)

জয় মা　　　　পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে বৈশাখ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা,— * * * * সাধারণ মেয়েদের নিকটে আমি যেরূপ দাম্পত্য-জীবন আশা করিতে পারি, যে-সব মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে আমার কাছে আসিয়াছিল, আমাকে সন্তান বলিয়া জানিয়াছিল, তাদের কাছে আমি তার চেয়ে একটু আলাদা রকমের দাম্পত্য-জীবন আশা করি। যাহারা নিজেরা আসে নাই, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের স্বামীরা আসিয়াছিল, তাহাদের কাছেও আমার আশা করিবার আছে। কারণ, যে ভাবের আমি প্রচারক, সে ভাব আমি মুখেই শুধু প্রচার করি নাই, অন্তর দিয়া আমি আবাল্য তাহার সাধনা করিয়াছি এবং তাহার ভিতরের সত্যকে নিজের জীবনে আস্বাদন করিয়া বিগতভী হইয়াছি।

তুমি মা অবশ্য বিবাহের পূর্ব্বে আমাকে দেখ নাই এবং তোমার স্বামীও পূর্ব্বে আমাকে জানিতেন না। প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া তোমরা বিবাহ-মাত্রই রসের সন্ধানে নামিয়াছ এবং অপক্ক আম্রে দাঁত বসাইয়া দিলে যে রস মিলে, শুধু তাহারই আস্বাদন পাইয়াছ। ইহা জীবনের ভুল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু এই ভূলেরও সংশোধন চলে। ভুলিয়া যাও যে, দেহের ভোগের মধ্য দিয়াই স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ সত্য হইয়া ওঠে। ভুলিয়া যাও যে, শয্যা-সঙ্গিনী হইবার জন্য স্বামীর সাথে বিবাহের সম্বন্ধ রচিত হইয়াছে। ভুলিয়া যাও যে, তোমাদের সম্পর্ক শুধু ভোগের আর ভোক্তার। অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে, তার জন্য অনুতাপ করিয়া কালক্ষয়ের প্রয়োজন নাই; কিন্তু নূতন জীবনটাকে দেবভাবের সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতে আজ দৃঢ়ব্রত হও।

ছাগ-ছাগীর জীবনে আর মানব-জীবনে পার্থক্য অনুধাবন কর। ক্ষণিক সুখের অকিঞ্চিৎকরতা চিন্তা কর। প্রকৃত সুখ কোন্ পথে আসে, কেমন করিয়া আসে, তাহা অনুক্ষণ অনুসন্ধান কর। তোমার দেহ ভগবদুপাসনার পবিত্র মন্দির। ইহাকে মন্দিরের মত সুন্দর, স্বচ্ছ, আবর্জ্জনামুক্ত, জঞ্জালরহিত রাখিতে হইবে।

বল দেখি তুমি কে, যে আমার চোখের সুমুখে আমার মায়ের মূরতি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছ? কেন তোমাকে মা বলিয়া চিনিলাম, কিসের জন্য তুমি আমার মা, কি ভাবে তুমি আমার মা হইলে? বল দেখি, কোন্‌টা তোমার নিত্য-রূপ? রমণীর, না জননীর? এই একটা প্রশ্নের জবাব যে দিন খুঁজিয়া পাইবে, সে দিন সমগ্র জগতের মহাপাতকীরা তোমার চরণ-নখরের একটা কোণায় ঠেকিয়া উদ্ধার লাভ করিবে।

আশিস জানিও। ইতি—

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(৮)

জয় মা

ময়মনসিংহ
১২ই শ্রাবণ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসুঃ

স্নেহের মা, প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমার তেজ, তোমার সংযম, তোমার দৃঢ়তা, তোমার গুরুভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ব্রত সফল হউক, তোমার জীবন ধন্য হউক।

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ দ্বারাই স্বামীকে ভালবাসা যায় না, সম্ভোগ

বর্জ্জন দ্বারাই পরস্পরের প্রেম গভীরতা প্রাপ্ত হয়। পরস্পর পরস্পরকে সহস্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। জীবনে ইন্দ্রিয়ের সুখ বহুবার আস্বাদন করিয়াছ। কিন্তু মা, সেই সুখ কতক্ষণ স্থায়ী? সেই সুখের মধুরতা কতক্ষণ থাকে? তার চেয়ে সহস্রগুণ বড় সুখের তুমি অধিকারিণী হইবে,—সংযমের পথে, ব্রহ্মচর্য্যের পথে।

তুমি আমার আদরিণী মা, তোমাকে আমার প্রাণের আনন্দ জানাইবার ভাষা নাই। অটল নিষ্ঠায় নিজ পবিত্রতার ব্রত ধরিয়া থাক, সহস্র বাধা, বিঘ্ন বিপত্তিকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া জগতের শ্রেষ্ঠা সাধ্বী সতীরূপে প্রপূজিতা হও, এই আমার অকপট আশীর্ব্বাদ। ইতি—

শুভার্থী
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৯)

জয় মা

শিবপুর, ত্রিপুরা
১৪ই ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, এই সঙ্গে তোমার এক গুরুভ্রাতার লিখিত একখানা পত্র পাঠাইলাম। তোমার এক ভাগ্যবতী গুরুভগ্নী কি ভাবে অত্যদ্ভুত ধৈর্য্য ও নিপুণতা সহকারে তাহার স্বামীর

সংযম-রক্ষার সাহায্য করিতেছে, তাহা সঙ্গীয় পত্রখানা পাঠে বুঝিবে। তোমার গুরুভ্রাতা আমাকে লিখিয়াছে—"বাবা, আপনার স্নেহের মা সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর ন্যায় আমার ব্রত রক্ষা করিতেছে। আমার মন টলিয়া গেলে সে অটল নিষ্ঠায় তাহার গতি ফিরাইয়া দিতেছে। সম্ভোগের জিনিষ অতি নিকটে রাখিয়াও এক নিমেষের জন্য সে তাহা চাহে না, ইহা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। তাহার অফুরন্ত লোলুপতা পূর্ব্বে আমার শোণিত শোষণ করিয়া খাইয়াছে। দিন্‌কা মোহিনী যে রাত্‌কা বাঘিনী সত্য সত্যই বটে, তাহারই প্রমাণ সে পূর্ব্বে প্রতিদিন দিয়াছে! অনুনয় করিয়া, বিনয় করিয়া, কাতর আবেদন জানাইয়া তাহার আক্রমণ হইতে কখনো নিজেকে রক্ষা করিতে পারি নাই, নিজের সহস্র সঙ্কল্প তার আবেগের কাছে হঠ মানিয়া গিয়াছে। আজ ঠিক তারই এই অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন একমাত্র আপনারই অব্যর্থ কৃপা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। একটী সামান্যা রমণীর ভিতরে আত্ম-সংযমের এই প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়া নিজের বুদ্ধির গৌরব বোকা বনিয়া গিয়াছে। তাহার সেই দুর্জ্জয় অভিযান এখন কোথায়? তাহার সেই রিপুর উদ্দাম তাড়না এখন কোথায়? এক দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম,—তোমার এই সংযমের প্রয়োজন কি? সে উত্তর দিয়াছিল,—আমার কোনও প্রয়োজন নাই, স্বামীর মঙ্গলের জন্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আর একদিন তাহাকে বলিয়াছিলাম,—এস

আমরা ভোগ-সুখে কাল কাটাই। তখন উত্তর করিয়াছিল,—আরও তিন বৎসরের মধ্যে আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, সদ্‌গুরুর আদেশ আগে পালিয়া লই। বাবা, আমি তাহার কোনও অযথা প্রশংসা করিতে যাইতেছি না। যাহা সত্য, তাহা বলিতে ভয় করিব না। পাপিষ্ঠ আমি, তাহাকে আমি এইসব কথা নিতান্তই ভোগ-কাতরতায় পীড়িত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধির বশে বলিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার তেজস্বিনী কন্যা আমার সকল লুব্ধতাকে তার ভ্রূ-ভঙ্গীতে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে। * * * আপনার নিকট পত্র লিখিবে বলিয়া আমাকে একদিন লেখাপড়া শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সমগ্র দিন এবং সন্ধ্যারও কতক পর পর্য্যন্ত হাটে-বাজারে দোকানদারী করিতে হয়, সুতরাং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে ছাড়া আর অবসর করিতে পারি না। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আপনি যে একদিন বলিয়াছিলেন, আগ্রহ থাকিলে বয়স্কা হইয়াও বিদ্যার্জ্জন কঠিন নহে, দেখিতেছি সে কথা সত্য।"

এই মেয়েটি অশিক্ষিতা, বর্ণ-পরিচয় মাত্র সম্প্রতি হইয়াছে, বিবাহ হইয়াছে আজ দশ বৎসরের উপরে। স্বামী বাড়ীতেই থাকে। বিদেশে যাইবার প্রয়োজন পড়ে না বলিয়া এতকাল স্বামীর সঙ্গেই কাটাইয়াছে। সংসারী জীবনের সুখলোলুপতার

ক্রীতদাসীরূপে এতদিন কালহরণ করিয়াছে এবং স্বামীর জীবনে রূপান্তর আসিবার পরেও সামান্য শ্রমে এই রমণীর মনে সংযমের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় নাই। প্রায় দুইটী বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিতে করিতে তবে এই রমণী সংযমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে মূহূর্ত্তে সে বুঝিল ইহা প্রয়োজন, যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল ইহা গুরুপদেশ, আর সে কাল-বিলম্ব করিল না। দীর্ঘকাল সঞ্চিত কামনার রাশি বস্তায় বাঁধিয়া সুর্ম্মা নদীতে ফেলিয়া দিল, কঠোর হইল, দৃঢ় হইল, স্বামীকে অসংযম হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপাতের সঙ্কল্প করিল। তুমি কি এইরূপ হইতে পার না মা?

এই মেয়েটির তুলনায় তুমি বহুগুণে সুশিক্ষিতা। এই মেয়েটি এখনও সদ্‌গুরু দর্শন পায় নাই, তুমি পাইয়াছ। শক্তিমানের কণ্ঠে উচ্চারিত মহামন্ত্র এখনো ইহার কর্ণে মন্দ্রিত হয় নাই, তোমার হইয়াছে। তোমার কাছে আমি কি প্রত্যাশা করি, তাহা তোমাকেও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই উহার স্বামীর লিখিত পত্রখানা তোমাকে প্রেরণ করিলাম। কুশলে আছি। আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

জয় মা চট্টগ্রাম

২১শে আশ্বিন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, বহুকাল তোমার নিকটে পত্র লিখি নাই, লিখিবার অবসর পাই নাই। আজ লেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করিতেছি।

তোমার স্বামী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশ ও দশের সেবা করিতেছেন। দিগ্‌দিগন্তে তাঁর-সেবা-পরায়ণ বাহুযুগল বিপুল বিক্রমে প্রসারিত হইতেছে। তুমি মা দূরে সরিয়া থাকিয়া এই মহৎ ভাগ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিতা রাখিতেছ কেন? আমি চাহি না, তোমার স্বামী তোমাকে চিরতরে পরিত্যাগ করুন। আমি চাহি, স্বামী-সোহাগিনী হইয়া, স্বামী-গৌরবে গরবিনী হইয়া আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সতী সাধ্বী পত্নীর ন্যায় সমগ্র জগতের সেবা কর। একদিন তোমার অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান ডাকিয়াছিল। আজ তাহা কোথায় গেল মা? তোমার হারানো মহিমা কি তুমি পুনরায় খুঁজিয়া বাহির করিবে না?

তোমার স্বামী ত্যাগী, তপস্বী, সাধক, জীব-হিতার্থে তিনি জীবন বিকাইয়াছেন। তাঁহাকে তুমি তার সংসারের দিকে, ভোগ-সুখের দিকে, ক্ষণিক তৃপ্তির দিকে মোড় ফিরাইয়া আনিতে চাহিও না। চাহিলেও পারিবে না। এখন তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ

কর্ত্তব্য, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-লুব্ধতা, নিজের ক্ষুদ্রতা সব বিসর্জ্জন দিয়া গঙ্গা যেমন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে, তেমনভাবে আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হওয়া। ভুলিয়া যাও মা অতীত, ভুলিয়া যাও মা বর্ত্তমান। ভবিষ্যৎ গৌরবের মোহন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া ক্ষণপরিত্যক্ত মহদ্ব্রতের পথে পাদচারণা আরম্ভ কর মা। ভারত-রমণীর আদর্শ হইতেছেন সীতা, যিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর কাল ফলমূল খাইয়া পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। ভারতরমণীর আদর্শ হইতেছে পার্ব্বতী, যিনি পিতৃগৃহের অতুল সম্পদ তুচ্ছ করিয়া শ্মশানচারী ভিক্ষা-করঙ্কধারী ভস্মলিপ্তবপু শিবের সেবায় জীবন দিয়াছিলেন। ভুলিও না মা, রাজকন্যা লোপামুদ্রা দরিদ্র ব্রাহ্মণ অগস্ত্য ঋষির সহিত জটাবল্কল ধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, রাজকন্যা সাবিত্রী স্বামী সত্যবানের সহিত বনে বনে কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছিলেন। নিজের মহিমা, নিজের গৌরব বিস্মৃতা হইয়া নিজেকে নিজে অপমানিতা করিও না। জীবনকে রূপান্তরিত করিবার জন্য আজ মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথাই নষ্ট করিয়া দিও না মা, বিফল যাইতে দিও না।

তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

জয় মা

চাঁদপুর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, দুঃখের বিষয় আমার পত্রখানা অপরের সাহায্য ছাড়া পড়িবার মত লেখাপড়াটুকুও জান না। তথাপি, আমি তোমাকে অশিক্ষিতা বলিয়া মনে করিব না, যদি জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে তুমি সতর্ক দৃষ্টি না হারাও।

আর একদিন আমি মৌখিকই তোমাকে বলিয়া আসিয়াছি, জীবনের লক্ষ্য বা কি, জীবনের কর্ত্তব্যই বা কি। ইন্দ্রিয়ের সেবাই জীবনের লক্ষ্য নহে, ক্ষণিক সুখ-ভোগে ডুবিয়া যাওয়াও জীবনের কর্ত্তব্য নহে। লালসার দাস দাসী হইয়া জীবন কাটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তোমরা দুর্ল্লভ মানব-তনু ধারণ কর নাই। এই দেহ দিয়া, এই মন দিয়া ভগবানের কাজ করিতে হইবে, ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, ভগবানকে লাভ করিতে হইবে। এই দেহের পবিত্রতা, এই মনের পবিত্রতা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য-লাভের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

লক্ষ্য রাখিও স্থির, সঙ্কল্প রাখিও অটল, নিষ্ঠা রাখিও কঠোর। জীবন তোমার মঙ্গলময় হউক, আনন্দময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

জয় মা

বরিশাল
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, আমার পূর্ব্ব পত্রগুলি যথাসময়ে পাইয়াও সময় মত উত্তর দিতে পার নাই বলিয়া আমি বিন্দুমাত্রও রুষ্ট হই নাই। কারণ পত্রের উত্তর আমি পত্র দ্বারা পাইতে চাহি না, পাইতে চাহি জীবনের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা। কল্পনার আলোকে তোমাদের মধ্যে আমি যে দিব্য মূর্ত্তির ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতেছি, জীবন্ত তপস্যার বলে তাহাকে পার্থিব রূপ তোমরা প্রদান কর, ইহাই আমি চাহি। সতীর দেশে সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করুক, সীতার দেশে সীতা পুনরায় আর্বিভূতা হউক। তাহাদের দেহবিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পুনরায় একান্ন সিদ্ধপীঠের উদ্ভব হউক, রাক্ষস পরিবেষ্ঠিত ভারতবর্ষের গহন কণ্টকময় দণ্ডাকারণ্য পতিব্রতা ব্রহ্মচারিণীদের পাদস্পর্শে পুনরায় পুণ্যীকৃত হউক, রাক্ষস নিধনের পন্থা হউক। তোমাদের জীবনে মহাশক্তির বিচিত্র লীলার যুগোপযোগী অভিনব অভিব্যক্তি যে আজ দেখিতে চাহি মা।

তোমরা রমণী নহ, কামিনী নহ, সচল রতিমন্দির নহ। তোমরা মা, তোমরা জগদ্ধাত্রী, তোমরা নিখিল জগতের জননী,

তোমরা অকল্যাণ-বিনাশিনী কল্যাণময়ী কালিকা। কাম তোমাদের পদতলে পড়িয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া মরুক, জগতে পুনরায় ভারত-জননীর সিংহ-বাহিনী-মূর্ত্তির পূজা হউক। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

জয় মা

বাগেরহাট, খুলনা
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, শুভাশিস জানিও।

স্বামী-পত্নীতে সংযমের ব্রতে আবদ্ধ হইবার পরে বারংবার তোমরা স্খলিতব্রত হইয়াছ, ইহা সত্য, কিন্তু শত পতন সত্ত্বেও পুনরায় উত্থান লাভের প্রাণান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াই জীব পূর্ণ অভ্যুদয়কে লাভ করে। আমি জানিয়া খুবই প্রীত হইয়াছি যে, এবার তোমাদের সংযম দীর্ঘকাল ধরিয়া অটুট রহিয়াছে। সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর কর, প্রতিজ্ঞাকে কঠোরতর কর, পরমাত্মারূপী সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে দেহ, মন, প্রাণ আরও আবেগের সহিত নিবেদন কর, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই অতুলনীয় নিষ্কামতা আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না মা, হতাশ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইও না, প্রাণে আশা জাগাও, হৃদয়ে উৎসাহ জাগাও, বুকে সাহস জাগাও,—তপস্যায় পূর্ণ সিদ্ধি নিশ্চিত তোমার করতলগত হইবে। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

জয় মা

মাগুরা, যশোহর,
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা,— * * * নামে মন লাগাইয়া পথ চল। বাহিরের কোলাহল বাহিরে পড়িয়া থাকুক। অন্তর দিয়া তুমি অন্তর-দেবতার পূজা করিতে থাক। যিনি নিজে পবিত্রতা-স্বরূপ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার অর্চ্চনা তোমাকে পবিত্রতার দেশে আপনি টানিয়া লইয়া যাইবে। বাহিরের সহস্র ঘৃণাজনক অবস্থাকে তুচ্ছ কর, অন্তরের প্রশান্তিতে ডুব দাও মা, স্থির লক্ষ্য ভিতরে রাখ। * * * ইতি—

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(১৫)

জয় মা

ফেণী, নোয়াখালী,
৮ই পৌষ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা * * * সংসারী জীবনকে সুখময় করিবার এক পন্থা ভগবানের নাম, অপর পন্থা সংযম। নাম সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করে, সংযম নামকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটীর পূর্ণতা অপরটীর পূর্ণতা সঞ্চারিত করে। একটীতে গভীরতা আসিলে অপরটীতে আপনিই গভীরতা আসে। নাম-সেবার দ্বারা সংযমকে লাভ কর, সংযম লাভের দ্বারা নামের মধুরস পূর্ণরূপে আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জ্জনে সমর্থ হও। নাম রিপুভয়বারণ পরমবস্তু, সংযম নাম-রুচিবর্দ্ধক পরমমঙ্গল। সাধন কর এবং সিদ্ধকাম হও। ইহাই আমার একান্ত আশীর্ব্বাদ। ইতি—

শুভাশীঃ

স্বরূপানন্দ

(১৬)

জয় মা

কুমিল্লা
১০ই পৌষ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত

হইলাম। ভিতরে সত্যিকার প্রেম জগিয়া উঠিলে অন্তরের লুব্ধ কামনা আপনি স্তব্ধ হইয়া যায়। দাম্পত্য জীবনে সত্য প্রেম-সঞ্চারের ইহা এক পরমোৎকৃষ্ট পরিচয়। নিজের অন্তরকে প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন কর। যদি দেখ, তোমার জীবনপথের সঙ্গী স্বামীটীকে নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষটীর মতই পাইবার জন্য তোমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে, তবে জানিবে, প্রেম এখানে মায়া-মরীচিকা, অতি দূরে, দূরান্তরে। প্রেমে স্বার্থ মরে, আত্মসুখ পলায়ন করে। আশীর্ব্বাদ করি, প্রকৃত প্রেমিকা হও, ভালবাসার সত্য সম্পদে সমৃদ্ধা হও। বাজে, মেকি, মিথ্যা প্রেমের বেসাতী লইয়া কয়দিন চলিবে? ফাঁকিবাজিতে শান্তি মিলিবে না। স্বামীর সঙ্গ তোমাকে শান্তির পথে লইয়া যাইবে, এইজন্যই তোমার সধবা-জীবন, নতুবা ত' কুমারী হইয়া থাকাই পরমমঙ্গল ছিল * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

জয় মা নগরপাড়া, ত্রিপুরা

১৩ই পৌষ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, * * * সংযম-সুখের আস্বাদন যে একবার

পাইয়াছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সুখে প্রলুব্ধ হওয়া। এক অসম্ভব ব্যাপার। ইন্দ্রিয়সুখেও একটা তৃপ্তি আছে কিন্তু তাহা অস্থির তৃপ্তি, ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি। সংযমের তৃপ্তি স্নিগ্ধ ও চিরস্থির। দেহের সহিত দেহের মিলনে ইন্দ্রিয়সুখের আস্বাদন, আত্মার সহিত আত্মার মিলনে সংযম-সুখের আস্বাদন। স্বামী-পত্নী যখন আত্মায় আত্মায় মিলিত হয়, তখন ভগবানের সহিতই জীবের মিলন হয়। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হও, মনকে তাঁরই ধ্যানে ডুবাইয়া রাখ, অহর্নিশ তাঁর পরম পবিত্র নাম স্মরণ কর, প্রেমের মধু লুণ্ঠন কর। জগতের ঘৃণ্য আবর্জ্জনার পানে আর ফিরিয়া চাহিও না।

মনে জানিও তুমি বিদেহী। দেহটা তোমার কিন্তু তুমি দেহ নহ। দেহ তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র, প্রয়োজন-মত এ যন্ত্রের তুমি ব্যবহার করিতে পার। নিষ্প্রয়োজনে ইহাকে ফেলিয়া রাখিতে পার। দেহের সহিত নিজেকে এক বলিয়া কখনো ভ্রম করিও না। দেহের ক্ষুধা আর তোমার ক্ষুধা এক নহে। দেহের উত্তেজনা যেন তোমাকে উত্তেজিত না করিতে পারে। * * * সর্ব্বমঙ্গলদাতা তোমাকে মঙ্গলান্বিত করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার আদরের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(১৮)

জয় মা ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা
১৪ই পৌষ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, অনেক দিন পত্র দিই নাই। অবসর ছিল না। তাই বলিয়া মনে করিও না, ছেলে তার মাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

আজ দুই দিন হয়, বাপ-ধনের পত্র পাইয়াছি। তোমার আচরণে সন্তোষ জানাইয়া সে পত্র দিয়াছে। ইহাতে আমিও সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বাপ-ধনের ভয় ছিল, বিবাহ করিয়া নরকে ডুবিবে। কিন্তু মা, তুমি যদি হও নরকের প্রতিমূর্ত্তি, তোমার দেহ-মন যদি হয় নরকের মত অপবিত্র, অশুদ্ধ, তোমার চিত্তবৃত্তি যদি হয় নরকের মত কদর্য্য, নরকের মত পাপ-পঙ্কিল, তবে ত' তোমার স্বামী তোমাকে পাইয়া নরকে ডুবিবে। আর তুমি যদি হও দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র, স্বর্গের পারিজাতের মত সুন্দর, যজ্ঞোপবীতের মত শুভ্র, তবে তোমার সঙ্গ আর স্বর্গসুখ ত' একই কথা হইবে মা! বাপ-ধনকে তুমি পাপেও ডুবাইতে পার, পুণ্যের পথেও পরিচালিত করিতে পার। তুমি যে পুণ্যময়ী হইয়া তাহাকে প্রতিপদে সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে সহায়তা করিতেছ, ইহাই আমার ঐকান্তিকী তৃপ্তির কারণ জানিও। আশিস লইও, স্নেহ দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার আদরের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(১৯)

জয় মা সিরাজগঞ্জ, পাবনা
১লা ফাল্গুন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, দিন কয়েক হয় আমি সিরাজগঞ্জ আসিয়াছি। একটী মা বলিলেন,—কিছু উপদেশ দিন। আমি বলিলাম,— "এতকাল পুরুষেরা তোমাদিগকে রাসক্ষী-জ্ঞানে, সর্পিণী-জ্ঞানে, ব্যাঘ্রিণী-জ্ঞানে দূরে পরিহার করিতে চাহিয়াছে। তার কারণ, এতকাল তোমরা পুরুষ-জাতির রক্তশোষণে, পুরুষের সংযমের বিনাশ-সাধনে, পুরুষের দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির ব্যাপারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেবল সহায়তা করিয়াছ। আজ হইতে তাহা করিতে বিরত হও। আজ হইতে তোমরা নিজেদের সংসর্গের দ্বারা স্বামীদের ভিতরে পবিত্রতা জাগাইতে, সংযম জাগাইতে প্রয়াসিনী হও। ইহাই আমার একান্ত উপদেশ। পবিত্রতার হইবে যখন আকর, তখনই তোমরা তোমাদের প্রকৃত মহিমাতে প্রতিষ্ঠিতা হইবে।"

গত পরশ্বর পূর্ব্ব দিন এখানে মায়েরা প্রায় দুই তিন শত জন কিছু সদুপদেশ শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহাদিগকেও আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। বলিয়াছি—"তোমরা কি মায়েরা পিশাচীর মত নিকৃষ্ট বস্তুতে মজিয়া থাকিতে চাও, না দেবতার

শ্রীমূর্ত্তি ধরিয়া পূজার আস্পদ হইতে চাও? নিকৃষ্ট সুখে অনুরাগিণী হইয়া ইতর সুখের আস্বাদনে ডুবিয়া তোমরা যদি নারকীয় ঘৃণিত জীবনই যাপন করিতে চাহ, চিরকাল পুরুষেরা তোমাদিগকে বিভীষিকার ন্যায় বর্জ্জন করিবে, চিরকাল পুরুষেরা তোমাদের নরকের দ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিবে, চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে দিনের মোহিনী রাতের বাঘিনী বলিয়া নিন্দা করিবে। আর তোমরা যদি সংসারীর সহস্র আবিলতার মধ্যে রহিয়াও শ্রেষ্ঠ সুখকে পাইতে চেষ্টাশীল হও, জঘন্য ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ব্যতীতও জীবনের কুম্ভে যে অপর মধু আছে, তাহার সন্ধান নিজেরা লও এবং স্বামীকে দাও, তাহা হইলে চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে পরমেশ্বরের মহিমার আরতির বাতি বালিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে।"

মনে হইল, এখানকার মায়েরা আমার কথাগুলি বুঝিয়াছেন। অনেকের মুখশ্রীতে একটা সজীবতার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম। বুঝাইতে জানিলে মেয়েরা সবই বুঝে, এতদিন কেহ বুঝায় নাই। তুমি যে মা আসামের সূদুর পল্লীতে বসিয়া নির্ব্বিকার সংযমে স্বামীর জীবনে পরমায়ু ও প্রেমানন্দ বর্ষণের কাজ করিতেছ, তোমার এই অপূর্ব্ব সামর্থ্য কি আমনি আসিত? মায়ের জাতিকে তার প্রকৃত মর্য্যাদার কথা বুঝাইবার জন্য আজ তোমাদিগকে নিজ হাতে কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য মনে মনে প্রস্তুত হও।

শুভাশিস জানিও। কুশল জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(২০)

জয় মা

চন্দনবাইসা, বগুড়া
৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, তোমার উৎসর্গে উন্মুখ চিত্তকে আমি অভিনন্দন দিতেছি। কিন্তু তুমি যাঁর সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছ, তাঁকে সঙ্গে করিয়া ত্যাগের পথে নামিয়া যাওয়া চাই। ইহাই জীবনের পূর্ণতার লক্ষণ। তোমার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুর—তোমার স্বামীটী কি মা তাঁর পর? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

জয় মা

চন্দনবাইসা, বগুড়া
৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, মৌখিক ইঙ্গিতে আমি তোমাকে বলিয়া

আসিয়াছিলাম যে, স্বামী ও পত্নীর সম্বন্ধটাকে কেবলই দেহের সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলে চলিবে না, তাহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ দেহের অতীত জগতে বিরাজিত। ভালবাসা হইবে প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায়। দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ ভালবাসা নামেরই যোগ্য নয়, ইহা অত্যন্তই ক্ষণভঙ্গুর ও অলীক। তোমার প্রিয়তম স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া অন্বেষণ করিয়া লও, তিনি আছেন কি তাঁর দেহে, না অন্যত্র। স্বামীর যথার্থ স্বরূপ চিনিয়া লও,—জীবন অমৃতময় হইবে, আনন্দময় হইবে। পরস্পর পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ কর এবং পরিচয়-প্রসঙ্গে দেহের চঞ্চলতা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া সংযমব্রত অবলম্বনেও যত্নবতী হও।

চিত্তের স্নিগ্ধতা সংযম-পালনের সহায়ক। চিত্তের রুক্ষতা সংযম-পালনের বিঘ্ন। ক্রোধ ও আলস্য এই দুইটীই সংযমের পরমশত্রু। এইসব অরাতি-নিচয়কে ধ্বংস করিয়া সিংহিনীবিক্রমে কর্ত্তব্যের পথে ধাবিতা হও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

জয় মা

চন্দনবাইসা, বগুড়া
৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, সংসারের প্রতি আসক্ত চিত্তকে নামের বলে অনাসক্ত কর। যে বস্তুর প্রতি চিত্ত যখন লোলুপ হইবে, সেই বস্তুই তৎক্ষণাৎ তোমার পরমোপাস্যের শ্রীচরণে অর্পণ কর। ভোগ-বুদ্ধি জাগ্রত হইলে ভোগ্যবস্তু তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দাও। লালসার পীড়নে চিত্ত অধীর হইলে অহর্নিশ দেহ-মন-প্রাণ তাঁরই শ্রীপাদপ্রান্তে উপঢৌকন দিতে নিরতা হও। তোমার বলিতে কিছু রাখিও না, সব তুমি তাঁরই শ্রীহস্তে তুলিয়া ধর, যন্ত্রী হইয়া যন্ত্রবৎ তিনি তোমাকে একমাত্র নিত্য শুভের পানেই পরিচালিত করিবেন। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার অহংবোধ তোমার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সব তাঁর কাছে বিকাইয়া দাও। এককণা সুখলিপ্সাও যদি অন্তরে জাগে, তবে তাও তাঁকেই দিয়া দাও। ইহাই পরমমঙ্গল লাভের পথ, অমৃত আস্বাদনের অভ্রান্ত উপায়,—সংযম লাভের শ্রেষ্ঠ কৌশল।

জীবন তোমার দাম্পত্য,—এ জন্যেই যে সংযম-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, ইহা নিমেষের জন্যও বিশ্বাস করিও না। অসম্ভব হইলেও পূর্ণ সংযম-প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তোমাকে উপদেশ দিলাম। কিন্তু অসম্ভব ইহা আদৌ নহে,—এমন কি ইহা খুব

কঠিনও নহে। ইচ্ছা করিলেই তুমি পূর্ণ সংযমকে তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, এই জন্য অনেক কিছু অসাধ্যসাধন করিতে হয় না। তোমার জীবনের যিনি পরমোপাস্য, তাঁকে একটুখানি ভালবাস, একটুখানি প্রেম দাও,—প্রেমই তোমাকে নিত্যানন্দধামের দিকে টানিয়া নিয়া যাইবে, সংযম আপনিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

তোমার সংসারী জীবনটাকেই একটা আশ্রমীয় জীবন বলিয়া মনে করিবে। শ্রীপ্রভু তোমার এই আশ্রমের অধিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তাঁর পুণ্যময় প্রভাব এই আশ্রমের সর্ব্বত্র প্রকটিত। তাঁর অশিসময়ী অবস্থিতি এই আশ্রমের প্রতি অণুতে প্রতি রেণুতে। তাঁর প্রেমময় স্বভাব এই আশ্রমের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত। চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখ, ধ্যানের নেত্রেও লক্ষ্য কর এবং উপলব্ধি করিয়া ধন্য হও। তোমার উপরে এই আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করার ভার তিনি দিয়াছেন, কারণ তুমি যোগ্যা অধিকারিণী। অহংবুদ্ধির দিক দিয়া বিচার করিতে যাইও না, তিনিই তাঁর অপার কৃপার বলে তোমাকে এই আশ্রমের সেবাধিকারিণী করিয়াছেন, এখানেও তাঁরই মহিমা প্রস্ফুটিত। তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। বড় আদরে যে কর্ম্মভার, যে দায়িত্ব তোমার স্কন্ধে তিনি অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্মান প্রাণান্ত শ্রমসহকারে তোমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসিনী হইতে হইবে। নিজের জীবনের

অলঙ্ঘনীয় মর্য্যাদা দ্বারা স্বামীকে রাখিতে হইবে ধর্ম্মপথে, পুত্রকন্যাদিগকে চালাইতে হইবে ধর্ম্মপথে।

যখন যাহা জানাইতে হয়, অকপটে জানাইও। কুশলে আছি। আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

জয় মা,

চন্দনবাইসা, বগুড়া

৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, * * * নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছ মহাপুণ্যের ফলে, পাপের ফলে নহে। এইরূপ বিশ্বাস সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ করিও। মায়ের জাতি হইয়াছ, সন্তানের জাতির পূজার স্থানীয় হইয়াছ, নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে। বিশ্বাস করিও, বিশ্বজগতের মা তুমি, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডেরই তুমি জননী, তুমি জীবধাত্রী, পালয়িত্রী, মঙ্গলময়ী জগন্মাতৃকা। আমরা সন্তানেরা তোমাদিগকে পূজা করিব, মহামন্ত্র "মা" উচ্চারণে কামজয়ী হইব, রিপুকুল ধ্বংস করিব, তোমাদের স্নেহকটাক্ষের অব্যর্থ শক্তিতে জগতে দিগ্বিজয় করিব, কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিব।

তোমার যে মহিমা কোথায়, তোমার যে গৌরব কোথায়,

তোমার যে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহা তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে মা। তবেই তুমি তোমার উপযুক্তা হইতে পারিবে। পুরুষজাতির নিকটে লালসার উগ্র মদিরা পরিবেশনই তোমার জীবনের চরম সার্থকতা নহে, উদ্বেল-তরঙ্গাকুল বাসনা-বিপুল উন্মত্ত সমুদ্র-গর্জ্জনকে ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই তোমার জীবনের মহনীয় ব্রত।

পবিত্র পরিণয়-সূত্রে গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি একজনের ঘর আলো করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছ কেন জান মা? পুরুষের বহির্ম্মুখী মনকে স্নেহের বলে, প্রেমের বলে, অন্তরের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য, তাকে নরকে ডুবাইবার জন্য নহে। সাহায্য কর তাকে, বল দাও তাকে, উৎসাহ যোগাও তাকে। নিজের শক্তি নিজের মধ্যে রাখিয়া সে যেন তার জীবনের পরমারাধ্য দেবতাকে সত্য করিয়া লাভ করিতে পারে, তেমন প্রেরণা দাও তাহাকে। তবে ত' তোমার গৃহলক্ষ্মীরূপে শান্ত গৃহে অনন্ত সুষমায় পরিমণ্ডিত হইয়া অবস্থান করার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

স্ত্রী স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হউক, অনিত্য সুখ হইতে তাহাকে বিরত করুক, অনিত্যের সেবা হইতে তাহাকে পরাঙ্মুখ করুক, ক্ষণিক তৃপ্তি মোহে আজীবন দুঃখ-দুর্দ্দৈন্য সঞ্চয়ের মন্দবুদ্ধি হইতে তাহাকে রক্ষা করুক। তবে ত' স্ত্রী যথার্থই সহধর্ম্মিণী পদবাচ্যা হইবে। ভোগের পথ হইতে মা নিজে প্রাণপণ যত্নে

নিজের মনকে আগে ফিরাও, তারপরে তোমার অসামান্য প্রভাবের দ্বারা স্বামীর মনকে নিত্যের প্রতি প্রধাবিত কর। সংসার সুখময় হউক, ধরণী স্বর্গত্ব প্রাপ্ত হউক, বিবাহিত জীবনের বন্ধন-ক্লেশ-মোচন ঘটুক, দাম্পত্যজীবন নিত্য-মুক্তির সুখাস্বাদনে মধুর হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(২৪)

জয় মা

সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা—* * * এইসঙ্গে দুইখানি পত্র পাঠাইলাম। প্রথম পত্রখানা যে লিখিয়াছে, সে তোমারই মত একটী অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, বাড়ী কাছাড়। দ্বিতীয় পত্রের লেখক, তোমারই মত এক স্বল্পবুদ্ধি মেয়ের স্বামী, বাড়ী ত্রিপুরা। প্রথম পত্রের লেখিকা লিখিয়াছেন,—"বাবা, পতিমুখে আপনার আদেশ পাইয়া এক বৎসর কাল সংযমব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমার স্বামী যখন বিচলিত হইয়া যাইতেন, তখন বাবাকেই স্মরণ করিয়া সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে

পরিয়াছি শুধু শ্রীশ্রীবাবামণিরই কৃপাতে। কত সময় স্বামী অনুনয়-বিনয়, কখনো বা ভয় প্রদর্শনের দ্বারা আমাকে সংযমচ্যুতা করিতে চাহিয়াছেন, বাবারই আশিসে তাঁর মনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এবং আমি ব্রত-বিরোধী কথা রাখি নাই বলিয়া পরিশেষে তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়াছেন।” প্রথম পত্রের লেখিকার স্বামী আমাকে লিখিয়াছেন,—“এতদিন মনে করিয়াছিলাম, নি—আমারই একটা জিনিষ। কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, শ্রীগুরু-পূজারই সে একটী পবিত্র কুসুম।”

দ্বিতীয় পত্রের লেখক লিখয়াছেন,—“আপনার স্নেহের মা আমাকে ব্রত-রক্ষায় সর্ব্বদা সহায়তা করিতেছে। তাহার সাহায্যেই আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি। পূর্ব্ব-সংস্কার যখন আমাকে বিপথে টানিয়া নিতে চাহিয়াছে, আপনার আশীর্ব্বাদের শক্তিতে বলীয়সী এই অবোধা বালিকা আমাকে ফিরাইয়া আনিতে সামর্থ্যের অভাব প্রদর্শন করে নাই। ধন্য তিনি, যাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে একটী মজ্জমানা ক্ষুদ্র তরণী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিশেষে প্রবল ঝড়ের মুখে কাণ্ডারীহীন মাস্তুলহীন মজ্জনোন্মুখ বিশাল অর্ণবপোতকে রক্ষা করিয়া যায়।”

পত্রলেখক ও লেখিকারা অবশ্য তাঁহাদের সাফল্যজনিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে সকল প্রশংসা নিয়া আমার ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। এই প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে, প্রথমতঃ প্রাপ্য শ্রীভগবানের এবং গৌণভাবে প্রাপ্য তাঁদের পুরুষকারের। কিন্তু

সে কথা আমার আলোচ্য নহে। এই পত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, সধবার জীবনে সংযম অসম্ভব নহে এবং সংযমের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে বি-এ, এম-এ, পাশ করিতেও হয় না, ডন-কুস্তিও করিতে হয় না। সামান্য একটু সঙ্কল্পের বল লইয়া, সমান্য একটু ভগবৎ-বিশ্বাস লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই সিদ্ধি অনিবার্য্য।

একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল, এক বৎসর দাম্পত্য-সংযমে সেই ফল। * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

জয় মা

নবীননগর, কুমিল্লা

২২শে ফাল্গুন, ১৩৪০

স্নেহের মা,

তোমার পত্রখানা পড়িয়া আনন্দ পাইলাম।

ভোগের বুদ্ধি দ্বারা যখন নরনারী পরিচালিত হয়, তখন সংসার তাদের নিজের। সেবার বুদ্ধির দ্বারা যখন পরিচালিত

* এই পত্রখানা লিখিতে লিখিতে সহসা গুরুতর কার্য্যানুরোধে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব লেখনী পরিত্যাগ করেন এবং এই অসমাপ্ত অবস্থাতেই পত্রখানা ডাকে দেওয়া হয়।

হয়, তখন সংসার শ্রীভগবানের। তোমরাও তখন আর তোমাদের নও, তোমরাও তখন শ্রীগুরুর, তোমাদের দেহও তাঁর, তোমাদের মনও তাঁর, তোমাদের বিলাসও তাঁহারই জন্য, তোমাদের লালসাও তাঁহারই প্রতি। নিজসুখার্থে কোনও কাজ তোমাদের আর এ সংসারে থাকিতে পারে না।

নিবেদন কর নিজের সব কিছু, তাঁরই অভয়-চরণে। দেব-পূজার নৈবেদ্যের ন্যায় পবিত্রতার মাধুর্য্যে দেহ তোমার সাজুক, মন তোমার নাচুক, আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া আজ অমর জীবন জাগাইয়া তোল। দুইজনে মিলিয়া মহোৎসাহে নিজেদের শেষ আমিত্বটুকুও তাঁর পায়ে ঢালিয়া দিবে, ইহারই নাম বিবাহ। ললসা-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া পঙ্কিল সংসারে কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া মাতামাতি করার নামই বিবাহিত জীবন নহে। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

জয় মা — হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট

২১শে বৈশাখ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * সংসার বর্জ্জন করিয়া তোমাদিগকে

ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য চেষ্টা পাইতে হইবে না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারকে জয় করিতে হইবে,—বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণপাত সংগ্রাম চালাইয়া। প্রলোভনময় সংসারে থাকিয়াই সকল প্রলোভনের মুখে পদাঘাত করিয়া চলিতে হইবে। ক্ষণিক সুখ হইতে মনকে তুলিয়া নিয়া নিত্যসুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অপর দশজন নরনারীর ন্যায় না চলিয়া জীবনকে সংযমের বলে, ভোগবর্জ্জনের বলে, ত্যাগবুদ্ধির বলে একটা বিশিষ্টতা দান করিতে হইবে। তোমার জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সহস্র সহস্র নরনারী কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এই সঙ্কল্প লইয়া পথ চলিও। অন্তরে ভরসা রাখ যে, তোমার জীবন-কুসুমে একটা অপূর্ব্ব সৌরভ থাকিবেই। কত অভাগিনী নারী জগতে জন্মগ্রহণ করিল, দুই দিনের খেলা সাঙ্গ করিয়া অনিচ্ছায় সংসারের মায়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু ভগবৎ-প্রীতির রসাস্বাদন পাইল না, প্রকৃত সুখ চিনিল না, সংসার-সুখে মজিয়া, বিলাসিতায় ডুবিয়া ভগবানকে ভুলিয়া, শুধু দুঃখ আর দাবানল, ব্যর্থতা আর অশান্তিই বহন করিয়া লইয়া গেল। এইরূপ জীবন যেন মা তোমাকে যাপিতে না হয়। তুমি যেই দিন নশ্বর তনু ত্যাগ করিবে, সেই দিন যেন ভগবানের পায়ের কোণায় তোমার একটা আসন থাকে, চিরশান্তিময় পরম বিধাতার স্নেহময় ক্রোড়ে যেন তোমার অধিকার থাকে। বিলাসিতার পাপময় পঙ্কে জগৎ ডুবিয়া

রহিয়াছে, ভোগের লালসায় সকলের প্রজ্ঞানেত্র অন্ধত্ব পাইয়াছে,—তোমার জীবনের ত্যাগ ও পবিত্রতার দ্বারা, সংযম ও শুদ্ধতার দ্বারা জগৎকে পরিত্রাণ কর। প্রমাণিত কর যে, দাম্পত্য-জীবন ধর্ম্ম-সাধনারই জীবন, কামুকতার কদর্য্য অনুষ্ঠানসমূহ বাধ্যকর নহে। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(২৭)

ওঁ মা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমাকে দর্শনমাত্র যেন পুরুষ মাত্রেরই মনে "মা" কথাটী জাগিয়া উঠে, এমন ভাবে নিজের মহিমাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোল। "মা" কথাটী যেন জাগে দৈববাণীর মত, অনাগত ধ্বনির মত স্বতঃ-প্রেরণায়, "মা" কথাটি যেন জাগে বজ্রগর্জ্জনের মত অভ্রান্ত আরাবে। তোমার মুখের বাণী, তোমার পায়ের স্পর্শ, তোমার চোখের দৃষ্টি, তোমার রূপের বিভা যেন পুরুষ-জাতির ভিতরে অনাড়ম্বর মাতৃভাবকে সহজাত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সাজিয়া গুজিয়া যেন কেহ

তোমাকে "মা" ডাকিতে না আসে, "মা" বলিয়া ডাকিবার আগে যেন কাহাকেও থিয়েটারের পাঠ মুখস্থ করিতে না হয়। মাতৃজাতীয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার যে মহনীয় সার্থকতা, তাহা ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু মা, সকল জগতের যিনি মা হইবেন, নিজ স্বামীর নিকটেও তাঁর একটা পবিত্রতার মর্য্যাদা, একটা পরিশুদ্ধতার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। বিশ্বের যিনি জননী, তিনি স্বামী-সোহাগের মধ্যেও একটা সম্ভ্রম নিশ্চিতই রক্ষা করিয়া চলিবেন। স্বামীর নিকটে স্ত্রীর লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, একের সর্ব্বস্ব অপরের, একের নিকট অপরে সর্ব্বতোভাবে অকুণ্ঠিত—ইহা দাম্পত্য ধর্ম্মেরই একটা বিশেষত্ব। কিন্তু সামান্যা রমণীতে আর মাতৃময়ী রমণীতে পার্থক্য আছে। সামান্যা রমণী তার ছাগবুদ্ধি স্বামীর সন্নিকটে ছাগীবৎ, শূকরবুদ্ধি স্বামীর নিকটে শূকরীবৎ, কুক্কুরবুদ্ধি স্বামীর নিকটে কুক্কুরীবৎ নির্ল্লজ্জা ও কামপরায়ণা হইয়া থাকে। মাতৃময়ী রমণী তাহা হইতে পারেন না। মাতৃময়ী রমণী সন্তান-লাভার্থে ধর্ম্মবুদ্ধিতে স্বামী-সহবাস করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিবর্জ্জিত বা সন্তান-লাভোদ্দেশ্য-বঞ্চিত বৃথা-সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত-প্রায় লালসাব্যকুল স্বামীকে তিনি স্নেহের প্রভাবে, প্রেমের প্রভাবে সাদর সম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়াই কামবিরত ও সংযমী করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। শুধু সন্তানদের নিকট দাঁড়াইয়াই

মা তোমাকে মাতৃময়ী প্রতিভার প্রকটন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। তোমার প্রাণময় যে প্রিয় স্বামী-দেবতা, তাঁরও চিত্তের প্রবল কামক্ষুব্ধ প্রবল উন্মত্ততাকে স্নেহ-কর-পরশে, স্নেহ-মধু-সুভাষে, স্নেহ-সুধা-দরশে প্রশান্ত করিয়া তাঁর কাম লুব্ধতা দূর করিতে হইবে, তাঁর ভিতরের শিবকে তাঁর অন্তরের প্রেম স্বভাব স্নিগ্ধচেতা মহামানবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

বুঝিলে মা, ইহাই তোমার সতীত্ব-সাধনার পরম গৌরব। ইহাই তোমার সধবা-জীবনের পরম সৌষ্ঠব। ইহাই তোমার দাম্পত্য সাধনার পরম সৌরভ। তোমার জীবন ফুলের মত সহাস্য আননে ফুটিয়া উঠুক, শারদীয়া জ্যোৎস্নার ন্যায় পবিত্রতার দিব্য জ্যোতি তোমার প্রতি অঙ্গ দিয়া, প্রতি প্রত্যঙ্গ দিয়া বিকশিত হউক। সম্বৃতা বা অসম্বৃতা, আবৃতা বা অনাবৃতা, যে কোনও অবস্থাতে তোমাকে দর্শন করিয়াও যেন তোমার স্বামীর চিত্তে কখনো লালসার খাণ্ডবানল জ্বলিয়া না উঠিতে পারে, তাঁর মনে বা প্রাণে লালসার কৃমিকীটগুলি কিলিবিলি করিয়া না উঠিতে পারে, তোমার সমগ্র শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তেমন ভাবে গঠিত হইয়া উঠুক। তোমার নিশ্চিতই মনে আছে, সেদিন আমি মৌখিক উপদেশ কালীন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সচ্চিন্তা অবিরাম করিতে থাকিলে চিন্তার অচিন্ত্য শক্তিতে দেহের অসাত্ত্বিক পরমাণু সমূহ ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অণুপরমাণুতে পরিণত হয়। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানে সৎস্বরূপ নামের সহায়ে নিয়ত তোমার যাবতীয় চিন্তা-প্রবাহকে যুক্ত

করিয়া রাখ,—তোমার জীবনের পরমা পবিত্রতা ইহা দ্বারাই আপনি সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া যাইবে।

শুভাশিস জানিও। বাপধনকে এই পত্র দেখাইও। তোমার উন্নতিমুখিনী প্রেরণা তোমার স্বামীকে সংযমের পথে, আত্মশাসনের পথে টানিয়া আনিতে সমর্থ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার আদরের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(২৮)

জয় মা — গোবিন্দপুর, ময়মনসিংহ

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্রগুলি একে একে সবই আমার নিকটে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু একান্ত অবসরের অভাবেই উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। অদ্য একটা সুসংবাদ দিবার জন্য জোর করিয়া সময় করিয়া লইয়া এই পত্র লিখিতে বসিলাম। অদ্য বিকালে সন্নিকটস্থ গাঙ্গাটিয়ার জমিদার-বাড়ীতে গিয়াছিলাম। যৌগিক আসন-মুদ্রাদি শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে একটি সভা হইল। তাহাতে জমিদার-বাড়ীর কয়েকটি অল্পবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা আমার প্রদর্শিত আসন ও মুদ্রাগুলি সর্ব্বসমক্ষে অভ্যাস করিয়া দেখাইল। নিশ্চয়ই সংবাদটী শুনিয়া আনন্দিত হইবে।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

ভারতবর্ষে কখনো কখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যায় চিরকৌমার-ব্রতধারী সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার ফলাফল দর্শনে ইহাই মনে হয় যে, প্রকৃত সন্ন্যাস সহজলভ্য বস্তু নহে এবং যুগাচার্য্য সন্ন্যাসী জগতে চিরকালই সংখ্যায় অল্প থাকিবেন। সম্প্রতি নারী-জাতির ভিতরে চিরকৌমার-ব্রত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস-সঙ্কল্প লইয়া আত্মমোক্ষ বা জগদ্ধিত সাধনের প্রেরণা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর জুটাইতে পারি নাই বলিয়া যাঁহারা কন্যাদিগকে চিরকুমারী রাখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চিরকৌমার্য্যকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতেছেন, এরূপ মনে করিতে পারি না। যে ক্ষেত্রে কন্যার মনে কোন প্রকারেই বিবাহিত জীবনের জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে না, শত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া কন্যা তার সহজাত সংস্কারের বলে নির্লালস জগতে বাস করিবার দুর্ব্বার দুর্জ্জয় সৎসঙ্কল্প সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, সদ্‌গুরুর কৃপায় একমাত্র সেই স্থানেই নারীর চিরকৌমার্য্য বা সন্ন্যাসিনী-জীবন তার যথার্থ মর্য্যাদায় মণ্ডিত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসিনীদের পদরজ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিব।

কিন্তু মা, অধিকাংশ নারীকেই ঠিক্ অধিকাংশ পুরুষের ন্যায় দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে হইবে এবং বিবাহিত

জীবনের মধ্য দিয়াই মানব-তনু ধারণের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। এই জন্য অনূঢ়া অবস্থাতেই প্রতি বালিকার মনের মধ্যে সংযমের ভিত্তিভূমি রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

তোমরা তোমাদের বিবাহিত জীবনের ইন্দ্রিয়-বিমুখতা দ্বারা অনূঢ়া কিশোরীদের মনে একটা পবিত্রতার মোহন-মধুর আলেখ্য সৃষ্টি কর। মুখ ফুটিয়া মা উপদেশ দিতে হইবে না,—পবিত্র জীবন যদি যাপন কর, তাহা হইলে তোমাদের অন্তরের অদৃশ্য আলোক ইহাদের অন্ধকারচ্ছন্ন মানস-কন্দরে কিরণ সম্পাত করিবে। তোমরা তোমাদের ভোগবুদ্ধি-হীনতা বা সংযত ভোগের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনূঢ়া কিশোরীদিগের মধ্যে ভোগবুদ্ধিহীনতার রুচি ও ভোগ-সংযমের সামর্থ্য সৃষ্টি কর মা। বিবাহিত রমণীরা আজ ভোগবুদ্ধিতে আচক্ষু ডুবিয়া রহিয়াছে, তাই না আজ তাহাদের গর্ভজাতা কুমারীরা পিশাচ-প্রকৃতি লম্পটের গুপ্ত প্রলোভনে এত সহজে টলিতেছে! প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া অসংখ্য পুত্রকন্যার জননী হইয়া এক শ্রেণীর সধবারা অনূঢ়া কিশোরীদের মনে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যে কদর্য্য ও বিভীষিকা-সঙ্কুল ঘৃণিত চিত্র নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আঁকিয়া যাইতেছে, তোমরা তোমাদের সংযমের দ্বারা সে চিত্ররেখাকে স্তম্ভিত ও ব্যর্থ কর। স্বরূপানন্দের যদি

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

স্নেহের ধন হইয়া থাক, তাহা হইলে এই একটি কর্ত্তব্য-ভার তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্কন্ধোপরি বহন করিতে হইবে। প্রত্যেক সধবা অপর একটী সধবাকে সধবা-জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ কর। নিজ অন্তরে সংযমের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপরের অন্তরে জাগরণ আনয়নের গুরুভার-কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

পারিবে না,—একথা বলিও না। পারিবে না,—এরূপ কথা বিশ্বাস করিও না। তোমার কোনও ধর্ম্মসখীকে, তোমার কোনও কর্ম্মসখীকে এইরূপ প্রাণঘাতিনী মিথ্যাকথা বিশ্বাস করিতে দিও না। সংযম-ব্রত পালন করিবার তোমাদের শক্তি আছে। স্বামী যেখানে সংযম-ব্রতের আংশিকও অনুকূল, সেখানে সংযম-ব্রত পালনের শক্তি তোমাদের পূর্ণতঃ রহিয়াছে। স্বামী যেখানে সংযম-ব্রতের প্রতিকূল, সেখানেও তোমরা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক কল্যাণবুদ্ধিহীন স্বামীকে আস্তে আস্তে কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত করিতে পার—সে শক্তি শ্রীভগবান্ জন্মমাত্রই তোমাদিগকে দিয়া রাখিয়াছেন। এক-দিকে তোমাদিগকে তিনি যেমন অবলা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি মহাবলাও করিয়া রাখিয়াছেন। একথা বিশ্বাস করিও মা, বিশ্বাস করিও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

জয় মা

কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইলাম। ছেলে-মেয়েদের সবাইকে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে পাঠাইয়া দিতে চাহিয়াছ। কিন্তু মা তোমার সংসারটীকেই ত' তুমি ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে পরিণত করিতে পার। গৃহীর গৃহই সকল আশ্রমের মূল। তবে কেন বাহিরের পানে তাকাইতেছ?

অবশ্য, সকল গৃহীর গৃহকেই "আশ্রম" বলা চলে না। কোনও গৃহীর গৃহ কারাগার মাত্র, কোনও গৃহীর গৃহ মাতালের আড্ডা, কোনও গৃহীর গৃহ বা সাক্ষাৎ নরককুণ্ড। সেই সকল গৃহীর গৃহের কথা আমি বলিতেছি না। যে গৃহে স্বামী ও পত্নী উভয়েরই ভগবানে ভক্তিমান্, নিত্যপূজা, নিত্য উপাসনা নিয়মিতভাবে করেন, সাধ্যানুযায়ী কাম-ক্রোধাদিকে দমন রাখিতে প্রয়াস পান, যথাশক্তি সর্ব্বজীবের হিত-সম্পাদনে চেষ্টা করেন, সেই গৃহই আশ্রম-পদবাচ্য। তেমন গৃহীর ঘরেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

তোমার গৃহটীকে সেইরূপ আশ্রমে পরিণত কর। যেদিন হইতে তোমরা স্বামিপত্নী উভয়ে সংযমের ব্রত গ্রহণ করিয়া

তাহা পালনে চেষ্টাশীল হইবে, সেইদিন হইতেই দেখিবে, বিনা উপদেশে তোমাদের পুত্রকন্যারা সংযমানুমোদিত জীবন-যাপনে নিজেদিগকে আকৃষ্ট বোধ করিতেছে। সন্তানকে সংযমী করা কঠিন কথা নয় মা। তুমি ও তোমার স্বামী একযোগে সংযম পালনে কৃতসঙ্কল্প হওয়া মাত্র পরিবারের শ্রী ফিরিয়া যাইবে, সংসার নন্দন-কাননে পরিণত হইবে। বিবাহের পর হইতে প্রথম যৌবনটুকু যদি হিতাহিত-বুদ্ধি-বর্জ্জিত উদ্দাম সুখভোগে কাটিয়াই থাকে, তবে তাহার জন্য আফশোষ করিয়া সময় কাটাইবার আর প্রয়োজন নাই। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিস্মৃত হইয়া যাও। যাহা এখনও ঘটে নাই, তাহার উপরে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত কর। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৩০)

জয় মা শিলমান্দি, ঢাকা
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

মা, * * * কেন তুমি নিজ সন্তানকে সংযমোপদেশ দিবার জন্য গুরু, পুরোহিত বা শিক্ষকের অপেক্ষা রাখিবে? এমন একটা গুরুতর বিষয়ে তুমিই যে সব চেয়ে অধিক যোগ্যা উপদেষ্ট্রী। বুকে করিয়া যাহাকে পালন করিয়াছ, স্তন্য দিয়া যাহাকে বাঁচাইয়াছ, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ যে মা তাকে তুমিই দিবে! সন্তানকে সাদরে কোলে বসাইয়া সংযমের অমৃতমাখা উপদেশ প্রদান কর। আত্ম-অপচয় হইতে, কদভ্যাসের দাসত্ব হইতে, অকাল-মৃত্যু হইতে, তাহাকে রক্ষা কর। নিজে যখন ঔষধ জান, তখন ডাক্তার-কবিরাজের উপরে নির্ভর করা ভুল।

তোমার উপদেশ নিশ্চিত ফলপ্রসু হইবে। কারণ, তুমি তার মা। এই উপদেশ আরও অধিক ফলপ্রসূ হইবার কারণ তোমার নিজের সংযমের সাধনা। তুমি ত' জান, তুমি তোমার স্বামীর সান্নিধ্যকে পশুভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিতে সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছ। তুমি জান, তুমি কার সন্তান। তুমি জান, কার তপস্যার ব্রহ্মবীর্য্যে তোমার আধ্যাত্মিক নবজন্ম। তুমি কেন তোমার নিজ সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় সেধায় সন্দিগ্ধতাকে প্রশ্রয় প্রদান করিবে মা?

অজ্ঞান জীব অসত্যে রমণ করিতেছে। অসাধক জীব ক্ষণিক সুখেই ডুবিতেছে। তুমি তোমার সন্তানকে জ্ঞান দান কর সাধক কর। আনন্দে আছি। আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

জয় মা ঢাকা

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, এখানে আসিয়া একসঙ্গে এক তাড়া চিঠি পাইলাম, যাহার জবাব লিখিতে চারি পাঁচ দিন লাগিবে। এই জন্য তোমার পত্রের উত্তর অতি সংক্ষেপে দিব। ছোট করিয়া পত্র লিখিলে তুমি দুঃখ প্রকাশ কর, মনে ব্যথা পাও কিন্তু মা সংক্ষিপ্ত পত্রটুকুর সাথে সাথে প্রতিবার আমি নিজেই কি ছুটিয়া যাই না, তোমাকে মধুর মাতৃ-সম্ভাষণ করিয়া চিত্ত তৃপ্ত করিতে?

দেহের দিক্ হইতে বিচার করিলে পুরুষ-দেহ এবং রমণী দেহ উভয়ই সমান রমণীয় বা সমান বীভৎস। যৌবনে উভয়ের দেহই ফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নের আনন্দ-দায়ক, বার্দ্ধক্যে উভয়ের দেহই দর্শনে অরুচিপ্রদ। জীবন্তে উভয়ের দেহই স্পর্শে অল্পাধিক কোমল ও সুখপ্রদ, মৃত্যুতে উভয়ের দেহই অসুখস্পর্শ ও

বিভীষিকা-বিস্তারক। সুতরাং রমণী-দেহ ধারিণী বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিও না। এই জন্মে একটা "মেয়েলি খোলস" পরিয়া আসিয়াছ বলিয়াই নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিও না। শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী ঘৃণণীয়া মাংস পুত্তলী বলিয়া নিজেকে নিকৃষ্টা ভাবিও না। তোমার দেহের প্রত্যেকটী শিরায়, প্রত্যেকটী কঙ্কাল-খণ্ডে, প্রত্যেকটী গ্রন্থিতে সংযমের মধুময় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মাংসের পুতুলকে রক্ত-মাংসের অতীত জগতে টানিয়া লও মা, জগৎপূজ্যা হও। অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, মল, মূত্র, রক্ত ও পুযের আধার ভাবিয়া হতাশায় দেহকে নরকে ডুবাইয়া দিও না, প্রতি খণ্ড অস্থিতে, প্রত্যেকটী মাংসপেশীতে, প্রতি বিন্দু মেদে, প্রতি কণা, মজ্জায়, শরীরস্থ সপ্তধাতুতে এবং তাহাদের প্রত্যেকটী বিকারে সংযমের সুরভি মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেহ-মনকে অপবিত্রতার ঊর্দ্ধে-দেশে স্থাপিত কর। কে বলে তোমরা নরকের কীট? এই সকল মূর্খ-জনোচিত প্রলাপ-ভাষণে অবিশ্বাস কর, অবজ্ঞা কর। দাঁড়াও মা, আজ সন্তানের জাতির সমক্ষে মাতৃময়ী মহামূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী তমসাচ্ছন্ন নয়নে আশার জ্যোতি ফুটাইয়া, ভারতের সহস্রবর্ষব্যাপী দুর্ভাগ্য আজ অপনোদিত হউক, প্রাক্তনের নিদারুণ গঞ্জনা, অদৃষ্টের অসহনীয় পরিহাস আজ উপদ্রুত হইয়া মহাপ্রস্থান করুক।

কুশলে আছি। কুশল দিও। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

জয় মা, নবীপুর, কুমিল্লা

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তপস্যার দ্বারা ভিতরের প্রবৃত্তিকে দমন কর। ভগবানের নাম এ'কার্য্যে তোমার পরম বান্ধব। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত-সাধনে তুমি তোমার স্বামীর সহিত সমরুচি হইতে পারিয়াছ জানিয়া আমার আনন্দ ধরে না। প্রলোভন কখনও সংযম-ভ্রষ্ট করিতে চাহিলে ভগবানের নামের শরণাপন্ন হইও। তাঁর নামই দুর্ব্বলের বল, তাঁর নামই নির্ব্বান্ধবের পরম বান্ধব। অবিশ্বাস করিয়া যে তাঁর নাম স্মরণ করে, পবিত্র নাম তারও কল্যাণ বিধান করে। বিশ্বাস পূর্ব্বক যে নাম করে, সে শতগুণ ফল পায়। নবযৌবনের এই পরাজয়-সঙ্কুল দুঃখকর সংগ্রামে তুমি নামের বলে বলীয়সী হইয়া অগ্রসর হও, নামের হুঙ্কারে রিপুকুলকে বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত কর। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

নিত্যশুভাভিলাষী

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

জয় মা কলিকাতা

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, শ্রীমান ন—র পত্র পাইয়াছি। শ্রীমান্ দুঃখপ্রদ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। তোমাদের উভয়ের ব্রত বন্ধনে শিথিলতার কাহিনী সে বর্ণনা করিয়াছে। তোমার স্বামী এই আকস্মিক ব্রত-চ্যুতিতে হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। সে মনে করিয়াছে যে, বিবাহিতের ভোগবর্জ্জিত জীবন-যাপন অসম্ভব। কিন্তু মা অসম্ভব ত' নহেই, এমন কি দাম্পত্য-জীবনে সংযম-সাধনাকে খুব কঠিন বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না, যদি অবশ্য নামে মন থাকে। তোমরা যে ক্ষণিকের মোহে আত্মহারা হইয়া, নিমেষের দুর্ব্বলতায় বিচার শক্তি হারাইয়া ব্রতভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ, ইহাতে দুঃখিত হইলেও হতাশ হই নাই। আরও প্রবল সঙ্কল্প কর যে, কঠোরতার সহিত দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে এবং সর্ব্বসঙ্কল্পের যিনি প্রকৃত সিদ্ধিদাতা, সেই ভগবানের পবিত্র ইচ্ছার সহিত নিজ সৎসঙ্কল্পকে অভিন্ন বলিয়া অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইবে।

শ্রীমান্ ন—লিখিয়াছে, "শ্রীমতী ক'—র কোনও দোষ ছিল না, আমিই তাহাকে নানা প্ররোচনায় বশীভূত করিয়া ব্রতবিরোধী কার্য্যে রতা করিয়াছিলাম।" আমি ত বলি,—

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

"দোষ ছিল।" তোমরা যখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্রতে আবদ্ধ, তখন এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে স্বামীর সকল সম্ভোগ-চেষ্টাকে তুমি বাধা দিতে বাধ্য। কিন্তু বাধা তুমি দাও নাই। ইহা ত' আমি মনে করি তোমার মস্ত বড় দোষ। আমার যে মা হইবে, তার মধ্যে এত বড় একটা দোষ থাকা বড়ই পরিতাপের কথা।

বলিয়াছিলাম, একজনের সংযম যখন টুটিতে চাহিবে, অপর জন তখন তাহাকে সংযম-রক্ষায় সাহায্য করিবে। এই কথা আমি পুনরায় বলিতেছি। এই কথা আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছি। এই কথা উভয়ে প্রাণমন দিয়া শ্রবণ কর।* * *

তোমাদের কুশল দিও। আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

জয় মা করকেন্দ, মানভূম

৯ই আষাঢ়, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, শুভাশিস জানিও।

স্বামী-পত্নীতে সংযমের ব্রতে আবদ্ধ হইবার পরে বারংবার তোমরা স্খলিত-ব্রত হইয়াছ, এই কথা সত্য বটে। কিন্তু শত পতনের মধ্যেও পুনরায় উত্থান লাভের প্রাণান্ত চেষ্টার মধ্য

দিয়াই তোমরা পূর্ণ অভ্যুদয় লাভ করিবে। হাল ছাড়িও না।

জানিয়া খুবই প্রীত হইয়াছি যে, তোমাদের সংযম দীর্ঘকাল ধরিয়া অটুট রহিয়াছে। সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর কর, প্রতিজ্ঞাকে কঠোরতর কর, দেহ-মন-প্রাণ তোমাদের পরমারাধ্যের পদপ্রান্তে আরও আবেগের সহিত নিবেদন কর। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই অতুলনীয় জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না মা, হতাশ হইও না। প্রাণে আশা জাগাও, হৃদয়ে উৎসাহ জাগাও, বুকে সাহস জাগাও। তপস্যার পূর্ণ সিদ্ধি নিশ্চিত তোমাদের করতলগতা হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

জয় মা পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে আষাঢ়, ১৩৪১

স্নেহের মা,

তোমার লিখিত ভক্তিমাখা পত্রখানা আমি অত্যন্ত বিলম্বে পাইয়াছি। কারণ, পত্রখানা আশ্রম হইতে ঠিকানা কাটিয়া আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু আমি অনির্দ্ধারিত ভাবে সেই স্থান ত্যাগ করায় নানা স্থান ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তবে আমার হস্তগত হইয়াছে। এই জন্যই উত্তর দিতে দেরী হইল। এই জন্য মা দুঃখিতা হইও না।

শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মিবার সুযোগে মানসিক দুর্ব্বলতা সহস্র দিকে বাহু প্রসারিত করে, ইহা একটা মস্ত বড় সত্য। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে শারীরিক স্বাস্থ্য ও পটুত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিতা থাকিতে এত করিয়া লিখি। * * * দেহের দুর্ব্বলতাই তোমার সঙ্কল্পের শক্তিকে ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। তোমার এই পরাজয় শোচনীয়, কিন্তু অনুশোচনীয় নহে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দিবারাত্রি মন খারাপ করিয়া বিষণ্ণ বদনে গৃহের অন্ধকার কোণে মুখ লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই,—একবার ভাল করিয়া অন্তরকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সত্যই অনুতপ্ত হইয়াছ কিনা। প্রকৃত অনুতাপ চিত্তবল বৃদ্ধি করে এবং সৎ-সঙ্কল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে। প্রকৃত অনুতাপের ধর্ম্ম ইহা নহে যে, তোমাকে বর্ষের পর বর্ষ নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম করিয়া আলস্য-মোহ-পাশে বাঁধিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বে বহুবার আমি বলিয়াছি যে, দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মিলনের একটা সম্মানযোগ্য স্থানও আছে। সেই মিলনের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি নহে, লালসার দুর্নিবার তাড়নার নিকটে আত্মহত্যা নহে, সেই মিলনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মার্থে জগৎকল্যাণার্থে তেজোবীর্য্যশক্তিধর সন্তান লাভ। এমন দৈহিক মিলনকে পূর্ণ সংযমের সমান সম্মান আমি দিব, এমন দৈহিক মিলনকে পবিত্র

বলিয়া আমি গ্রহণ করিব। অপর দৈহিক মিলনেই অপবিত্রতার অপবাদ পড়িয়াছে।

পুনরায় সঙ্কল্প কর যে, দেহটাকে ইতর সুখের ভোগোপ-করণে পরিণত হইতে দিবে না। পুনরায় প্রতিজ্ঞা কর, পশুভাবকে তোমার দিব্য চেতনার উপরে কিছুতেই জয়যুক্ত হইতে দিবে না। তোমার দেহ যে ভগবৎ পাদপদ্মে উৎসর্গের জন্যই প্রস্তুত হইতেছে, এই বিশ্বাসকে কায়মনোবাক্যে প্রবর্দ্ধিত কর। মনকে একমুখী কর, দৃঢ় কর।

অভ্যাসের বলে, সঙ্কল্পের বলে দেহকে মনের অধীন করা যায়, দেহের দুর্ব্বলতার দোষকে মনের সবলতার দ্বারা জয় করা যায়, শারীরিক ক্ষয়িষ্ণুতাজনিত পাপবাসনার উদ্যত ফণাকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদস্পর্শে দমন করা যায়। এই জন্যই মা দেহের সবলতা ও শুদ্ধতা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মনের সাধনার দিকেও প্রখরতর দৃষ্টি দিতে হইবে। এই পথেই আসিবে পরমমঙ্গল।

পবিত্রতা-স্বরূপ শ্রীভগবানে মন-প্রাণ লগ্ন কর, নাম-রস-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া ইহজগতের সকল কালিমা মুছিয়া ফেল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে পুরুলিয়া

২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ

স্নেহের মা, * * * লোহার জাল কাটিয়া যাহারা অনায়াসে বাহির হইয়া যায়, তাহাদিগকেও অনেক সময়ে ঊর্ণনাভের তন্তুতে আটক পড়িতে হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে। কিন্তু এরূপ ব্যাপার ঘটিবার কারণ কি, তাহা কি জান মা? ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাওয়াই ইহার কারণ।

নিমেষের জন্যও ভগবানকে ভুলিও না। তোমার প্রাণের প্রত্যেকটি কামনার সহিত, প্রত্যেকটি বাসনার সহিত শ্রীভগবানের অমৃতময়ী অবস্থিতি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিও।

তোমার প্রত্যেকটি প্রাণস্পন্দনের সহিত ভগবান্ নিয়ত বিরাজ করুন। তাঁর স্মৃতি যেন ক্ষণিকের তরেও তোমার অন্তরে মলিন না হয়। যতক্ষণ তাঁর স্মৃতি দীপ্যমান, কাম-মোহের সাধ্য কি যে ততক্ষণ তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে?

কামকে তোমার অধীন কর, কামের অধীন হইও না। যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না, সংগ্রাম দিতে অলস হইও না। শ্রীভগবানের পবিত্র নামের অব্যর্থ প্রহরণ লইয়া দশভুজা শ্রীদুর্গার ন্যায় অসুর-নিবহ-নিধনে অগ্রসর হও। রণচণ্ডিকার বংশবাহিনী মা আমার, দৈত্যদানবের ক্ষণস্থায়ী হুঙ্কারে

আত্মবিস্মৃতা হইও না। জাগো মা কালভয়বারিণি করালি কালিকে, নিজে জাগিয়া জগৎকে জাগরিত কর।

কুশলে আছি। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

ওঁ মা বাঁকুড়া

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমার সংযম-ব্রত-পালনেচ্ছু স্বামীর পত্রের প্রত্যেকটি কথা আমাকে আনন্দিত করিয়াছে। কিন্তু বাপধন যে তার আকস্মিক ব্রতচ্যুতির ব্যাপারটিতে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দিয়াছে, তাহাতে আমি সায় দিতে পারিলাম না।

শ্রীমানের পত্রখানা হয়ত তুমি দেখিয়াছ। ডাকে দিবার পূর্ব্বে হয়ত এই পত্র তোমাকে দেখান হইয়া থাকিতে পারে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে তুমিও যে নিজেকে ব্রতচ্যুতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ-নির্দ্দোষ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ, তাহাই মনে

করিতে হইবে। আর যদি পত্রখানা তুমি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার অংশ-বিশেষ তোমার দেখা প্রয়োজন।

শ্রীমান লিখিয়াছে,—"বাবা, আজ ছয়মাস কাল ধরিয়া বিঘ্নহীন পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আজ নিজেরই বুদ্ধিদোষে পতিত হইয়াছি। অর্দ্ধবৎসরব্যাপী সুস্নিগ্ধ শান্তির সকল মধুরতা একটা দিনের ভ্রান্তিতে যেন দূর হইয়া গিয়াছে। কি যে অশান্তিতে দিন কাটিতেছে, বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। হায়, সদ্‌গুরু-কৃপায় বিনাযুদ্ধেই যে রিপুকে বশীকৃত করিয়া রাখিয়া-ছিলাম, আজ একেবারে বিনাযুদ্ধেই তাহার নিকট পরাজিত হইলাম। বুদ্ধিদোষে অনলে ঝাঁপ দিলাম, রতি-সুখের লোভে পড়িয়া দহনের যন্ত্রণাই অর্জ্জন করিলাম, প্রতপ্ত দেহমনে আর বহ্নিজালা সহিতে পারি না বাবা। * * * এই ছয় মাস ম—র সহিত এমনভাবে কাটাইয়াছি, যেমন মায়ের বুকে সন্তান থাকে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে। আপনার কৃপায় বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া সমগ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছি, অন্তরে কণামাত্র লালসা ঠাঁই পায় নাই। কিন্তু আজ কি হইল? * * * বাবা, এই বিষয়ে আপনার স্নেহের কন্যা ম'—র কোনও দোষ নাই; এককণাও দোষ তার ছিল না,—আমারই দোষে সেও আজ অন্তরে অত্যন্ত অনুতপ্ত।"

আচ্ছা মা, সত্যিই কি তুমি একেবারে নির্দ্দোষ? নির্দ্দোষ

হইলে এই অনুতাপ কিসের? নিরপরাধের চিত্ত ত' মা সমুদ্রতুল্য প্রশান্ত থাকে! নিরপরাধের অন্তরে ত' অনুশোচনার বা হাহাকারের স্থান নাই! নিরপরাধের বক্ষ হইতে ত' দুঃখসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস কখনও বহির্গত হয় না!

এই ব্যাপারে তোমারও ত্রুটী আছে, কিন্তু সেই ত্রুটী তোমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

ইংল্যাণ্ডে এক সময়ে নারী-ধর্ষণ সম্পর্কে রাণী এলিজাবেথের দরবারে একটী আইন প্রচলনের নাকি আলোচনা হইতেছিল। সার ওয়াল্টার র‍্যালে নামক একজন মনীষী পুরুষ বলিলেন,—রমণীর নিজের ইচ্ছা না থাকিলে কোনও পুরুষ তার সাথে সম্ভোগ-ক্রিয়া সমাপন করিতে পারে না; বল-পূর্ব্বক ধর্ষণের চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু সঙ্গিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্যক্ ধর্ষণ সম্ভব নহে। এই বলিয়াই তিনি নিজের কোষবদ্ধ তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া একজনকে দিয়া বলিলেন,—"আমি আমার কোষটিকে হাত দিয়া নাড়িতে থাকিব, কিছুতেই স্থির হইতে দিব না, এস দেখি কোন্ কৌশলী ব্যক্তি তরবারিখানাকে কোষমধ্যে প্রবিষ্ট করিতে পার?"

এই ঘটনাটি হইতে নিশ্চয় তুমি তোমার স্বামীর আকস্মিক ইন্দ্রিয়োত্তেজনার পরিতৃপ্তিমূলক ব্রতচ্যুতির ব্যাপারে নিজ দায়িত্বটুকু স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বলিতে কি মা, তোমার যেখানে সঙ্কল্প দৃঢ় এবং হৃদয়মন পবিত্রতা-লিপ্সু,

সেখানে আপনা আপনিই তোমার মধ্যে অপকার্য্যে বাধা ও সৎকার্য্যে উৎসাহ দানের শক্তি জাগরিত হইবে।

স্বামীভক্তি স্বামীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বশ্যতার দাবী করে, কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্য স্থলবিশেষে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নিজেকে দৃঢ়রূপে পরিচালিত করিতে হয়। স্বামীর জ্বর হইলে কোনও সাধ্বী পত্নীই তাঁহাকে তেঁতুল-গোলা খাইতে দিতে পারেন না। স্বামীর কলেরা হইলে কোনও পত্নীই তাঁহার রোগ-বিকার প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর একান্ত প্রার্থিত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করেন না। তুমিও সাধ্বী সতী, তোমাকেও স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল কিসে, তাহা বুঝিতে হইবে। স্বামীর মঙ্গলের প্রতি তার নিজের চেয়ে তোমার অধিক তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সবচেয়ে বড় কথা।

লালসাতুর স্বামীকে কি ভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আমি দুই তিনদিন পর স্থানান্তরে গিয়া লিখিব। এখানে শহরের লোকের ভীড়ে আমি একেবারেই সময় পাইয়া উঠি না। কুশলে আছি। তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতির মঙ্গল সহ তোমাদের কুশল দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

ওঙ্কার-হরি

সোণামুখী, বাঁকুড়া

৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, গতকল্য সোণামুখী আসিয়াছি। যাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছি, তাঁহাদের বাড়ী হইতেই দেশপ্রচলিত "কথকতা"-প্রথার উৎপত্তি। এই বাড়ীটাকে একটী তীর্থস্থান বলিয়া মনে হইতেছে। আসিবামাত্রই দ্বারপ্রান্তের মালতী লতিকা গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্প আন্দোলিত করিয়া দিব্য সৌরভে দশদিশি আমোদিত করিয়া এক অপূর্ব্ব অভিনন্দন প্রদান করিল।

ঠিক তখনি মনে পড়িল তোমার কথা, তোমার পবিত্রতা-দীপ্ত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলের কথা, তোমার অদোষদর্শী মাতৃময়ী স্নেহদৃষ্টির কথা। এই মালতী-লতিকাটীর সহিত অনেক বিষয়ে তোমার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এই সাদৃশ্যকে আরও স্ফুটতর দেখিতে যে চাহি মা।

তোমার পবিত্রতার সৌরভ বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু মা, এখনো যে তাহা দিগন্ত-প্রসারী হয় নাই! তোমার দেহমনে গুচ্ছে গুচ্ছে ভক্তি-কুসুম ফুটিতেছে কিন্তু মা এখনো ত' দুই একটা কীট তোমার অর্দ্ধমুকুলিত ভাব-কুসুমকে দংশন করিতে পারিতেছে! পূর্ণ-সংযম যে মা তোমাতে আমি চাহি!

স্বামী যদি ভোগেচ্ছুক হন, তবে তাহাকে দমন করিয়া

রাখা পত্নীর পক্ষে অসাধ্য হয় কিন্তু আবার চেষ্টার মত চেষ্টা করিতে জানিলে সুসাধ্য হইতেও অধিক ক্ষণ লাগে না! তোমার একটী তরুণী ভগ্নী স্বামীকে পশুসুলভ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন। পত্নীর অকপট অশ্রুরাশি স্বামীর দুর্ব্বার লালসাকে ধুইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার অপর এক ভগ্নী সেবা, সৌন্দর্য্যবোধ ও মধুভাষণের দ্বারা স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়া পরিশেষে তাহার মধ্যে সংযমের শুভ্রতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমার আর একটী বোন নিয়ত ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় আলোচনা, ঈশ্বরীয় বিচার প্রভৃতির দ্বারা স্বামীর অফুরন্ত ভোগাবেগকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে তুমি তোমার উপযোগী কৌশল কি বুদ্ধিবলে বাহির করিয়া লইতে পারিবে না?

পৃথক্ শয্যায় শয়ন কোনও কোনও স্থলে সংযমের সহায়ক, কোনও কোনও স্থলে ভোগাকাঙ্ক্ষার অত্যধিক উত্তেজক। সুতরাং এই বিষয়ে কোনও সর্ব্বজনীন উপদেশ নাই,—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু একজন আর একজনকে শত্রু মনে না করিয়া এবং একজন আর একজনের পূর্ণ সান্নিধ্য প্রয়োজন মত রক্ষা করিয়াও যে ভোগপথ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্তি, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। মন ও প্রাণ দিয়া

একে অন্যকে আপনার করিয়া লও, ভোগসুখের আত্মীয়তা দ্বারা সেই অপার্থিব আত্মীয়তাকে যেন দুর্ব্বল করিও না। মঙ্গল-লক্ষ্য-হীন দেহের ঘনিষ্ঠতা অন্তরের ঘনিষ্ঠতাকে বিনষ্টই করে।

শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

ওঙ্কার-পরমাত্মা কলিকাতা
১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১

শুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * সঙ্কল্পের শক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমার যদি সঙ্কল্প সুদৃঢ় থাকে যে, স্বামীকে বশীভূত করিবেই, তবে নিশ্চিতই করিতে পারিবে। আত্মসুখপরায়ণা রমণীরা যেভাবে স্বামীকে বশীভূত করিতে চাহে, তোমার পথ তাহা নহে। তোমার পথ তাহাদের পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। প্রেম দিয়া সমগ্র জগৎ বশীভূত করা যায়। নিঃস্বার্থ প্রেমের অসাধ্য কিছু নাই।

সর্ব্বাগ্রে তোমাকে ভালবাসিতে হইবে। বলিতে পার,

স্বামীকে কোন্ পত্নী ভালবাসে না? আমি সেই ভালবাসার কথা বলিতেছি না। স্বামীর দেহটাকে স্বামী বলিয়া ভ্রম করিয়া অনেক রমণীই স্বামীকে ভালবাসে। সে ভালবাসা দেহের সঙ্গেই যায়, তাহা চিরস্থায়ী বস্তু নহে। দেহের ভিতরে থাকিয়া কে রহিয়া রহিয়া স্বকীয় মাধুর্য্যকে বিকশিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত কর এবং তাঁরই পায়ে দেহ-মন-বিসর্জ্জন দাও। দেহ রুগ্ন হইলেও যিনি রুগ্ন হন না, দেহ ছিন্ন হইলেও যিনি ছিন্ন হন না, দেহ ক্লিষ্ট হইলেও যিনি ক্লিষ্ট হন না, দেহ সুপ্ত হইলেও যিনি সুপ্ত হন না, সেই নিত্য-অনাময়, নিত্য অখণ্ড, নিত্য উদ্যত এবং নিত্য জাগ্রত পরমমহৎ সত্তাকে ভালবাসিতে শিখ। এই ভালবাসা যে বাসিতে শিখে, তার পক্ষে আর স্বামী-বশীকরণ কঠিন কথা নহে।

অধমা নারী তাবিজ, কবজ, ঔষধ ও ইন্দ্রজাল দিয়া স্বামীকে বশীকৃত করিতে আবহমান কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছ। তামসিকী নারী ভোগ-সুখ-লালসে স্বামীর মনকে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। সাত্ত্বিকী রমণী দিব্য অপার্থিব প্রেমবন্ধনে তাহাকে বাঁধিবে। উত্তমা রমণী পবিত্রতার মাধুর্য্য দিয়া স্বামীকে আটক করিবে।

স্বীয় ব্রত ভুলিও না, স্বীয় লক্ষ্য বিস্মৃত হইও না। মহাব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্পকে দিনের পর দিন দৃঢ়তর ও বলবত্তর করিতে থাক, লক্ষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও

ঐকান্তিকতাকে দিনের পর দিন পুষ্টতর ও সমৃদ্ধতর করিতে থাক। মহদাকাঙ্ক্ষাই মহৎ জীবনের প্রারম্ভ-মন্ত্র। মহৎ সঙ্কল্পই মহৎ সাফল্যের মঙ্গলাচরণ।

কাম-লালস স্বামীকে বিগতকাম করা মা কঠিন নয়। একটা কুক্কুরীও জানে, অকালে-উপগমেচ্ছু সহচরকে কিভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়। ইহা রতিশাস্ত্রেরই একটা বিশাল অংশ। ভোগক্ষুধাগ্নিতে ইন্ধন দিয়া প্রতিদিন কোন রমণী তার স্বামীকে তৃপ্ত করিতে পারে না, দৈহিকভাবে ইহা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই জন্য নিতান্ত কামুকী রমণীকেও সহচরের অবাঞ্ছনীয় ভোগেচ্ছাকে প্রশমিত করিয়া রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। রূপোপজীবিনী গণিকাও স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে এই প্রতিপ্রবর্ত্তক পন্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাদের ভিতরে সংযমবুদ্ধির কোনও প্রতিষ্ঠা আছে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজতর।

সংযমপথাশ্রয় করিতে চাহিলে পতিদেবতা রক্তচক্ষু শনি-গ্রহে পরিণত হইবেন,—এই ধারণা ভুল। পুরুষ রমণীর কাছে ভালবাসা চাহে। দেহ-সুখ ভালবাসা-জনিত ঘনিষ্ঠতার ফলস্বরূপেই আবির্ভূত হয়। দেহ-সুখ নাই, অথচ ভালবাসা আছে, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভালবাসা নাই, অথচ দেহসুখ আছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বহু আছে। অর্থাৎ দেহসুখ ও ভালবাসা ইহারা দুইজনে একে অপরের উপরে সম্পূর্ণরূপে

নির্ভর করে না। প্রকৃত প্রেমিক দেহসুখ বর্জ্জন করিয়াও প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতে পারে। ইতর কামুক ভালবাসাকে বিসর্জ্জন দিয়াও দেহসুখে প্রমত্ত হইতে পারে। কখনও এমনও হয় যে, ভালবাসা ও দেহসুখ একের হাত অপরে ধরিয়া চলিতেছে;—এই দৃশ্য দেখিয়াই লোকে ভ্রম করিতেছে যে, ভালবাসা ও দেহসুখ একেবারে ঘনিষ্ঠরূপে অভেদ-বস্তু।

অন্তরে ভালবাসার সম্পদ বাড়াও, ভালবাসার বল বাড়াও, ভালবাসার প্রসার বাড়াও। তোমার ভালবাসা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার এই প্রকৃত ভালবাসাই তোমার স্বামীর অশুদ্ধ অন্তরকে শুদ্ধ করিবে, আবিল লালসাকে বিগত মল করিবে, অপবিত্র মনকে পবিত্রতায় মধুময় করিবে। দাম্পত্য জীবন মা পিশাচ-পিশাচীর জীবন নয়, এই জীবনের মধ্য দিয়া আজ দেবভাব বিকশিত হইয়া উঠুক।

শুভাশিস জানিও এবং সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার আদরের ছেলে

স্বরূপানন্দ

(৪০)*

ওঁ ব্রহ্মগুরু ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তুমি তোমার স্বামীকে সংযমের ব্রত-পালনে সহায়তা করিও। সংযমের শক্তি স্বামীকেও মঙ্গল দেয়, পত্নীকেও মঙ্গল দেয়। সংযম দেহকে দৃঢ়, পটু, কর্ম্মঠ করে, মনকে ধীর অচঞ্চল ও তেজস্বী করে। সংযম হইতেই জীবনের যাবতীয় স্বর্গসুখের উদয় হয়।

শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভর ছাড়া সংযমকে একমাত্র পুরুষকারের বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব্ব-সংস্কার ও পূর্ব্বাভ্যাসের মোহ পরিহার করিতে হইলে যে প্রবল ও অবিরল পুরুষকারের আবশ্যক, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাহা জাগে না। সুতরাং তুমি নিজের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাঁর পায়ে বিকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হও। শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে নিজ-দেহ, নিজ মন, নিজ-চিন্তা-প্রবাহ ও নিজ-সুখদুঃখ সব সঁপিয়া দিয়া সেই অসামান্য নিপুণতা লাভ কর, যার প্রভাবে নিরন্তর তুমি অন্তরের ভোগমুলক কামনা-বাসনার সহিত অপরাজিত সংগ্রাম চালাইবে এবং তাহাদিগকে ভুজবলে পরাহত ও পদানত করিবে।

---

*পত্রখানা দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু সন ও স্থানের সঠিক সঙ্গতি করিতে না পারায় এখানে গ্রথিত হইল।

সংসারের সুখ সম্ভোগ করিবার শক্তি তোমাকে নষ্ট করিয়া দিতে বলিতেছি না। এই শক্তিকে নিজের ইচ্ছায় একান্ত বশীভূত, গৃহীত, সম্বৎসর-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের নিতান্ত অনুগত ও যাহাতে দেহমনের পূর্ণ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং ইহপরকালের সুকৃতি বাড়িবে, তাহার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিতে বলিতেছি। নারীজাতি সন্তান-ধারণের ও সন্তান-প্রসবের শক্তি হইতে যদি বঞ্চিত হয়, তবে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদই চলিয়া গেল, বলিতে হইবে। তাই, এই শক্তির ধ্বংস আমি কোনও নারীর মধ্যেই চাহি না বরং সেই শক্তি চাহি, যে শক্তি থাকিলে সামান্যা নারী অসামান্যা বীর পুরুষকে গর্ভে লইতে পারে, যে শক্তির উৎকর্ষ ঘটিলে সামান্যা রমণী অসামান্যা রমণীরত্নে পরিণত হইতে পারে। তোমাকে বীর-প্রসবিনী হইতে হইবে, শক্তিধর, ধীর্য্যবান্, অমিতবিক্রম সন্তান-সন্ততির জননী হইতে হইবে, তারই জন্য তোমার এই ব্রহ্মচর্য্য, তারই জন্য তোমার এই স্বামি-সম্ভোগ-সুখ পরিবর্জ্জন। বৃহত্তর গৌরব, বৃহত্তর সুখ ও বৃহত্তর আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য তোমাকে ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষণিক সুখ, হীন সুখ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগ নহে, বৃহত্তর ভোগকে আয়ত্ত করিবারই জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের আয়োজন। আর নিতান্ত সংসারী দৃষ্টি দিয়া, নিতান্ত ভোগমুখী চিত্ত লইয়া দেখিতে গেলেও ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, সংযমে ভোগ-শক্তি বৃদ্ধি পায়, সংযম সাধনার ফলে দৈনন্দিন অতি অল্পক্ষণকাল ভোগ-সামর্থ্য

দীর্ঘকাল-ব্যাপিতা লাভ করে। সুতরাং যদি নিতান্ত অবোধ বালিকার মত নিজের জীবন-লক্ষ্যকে স্বামীর শয্যা-সঙ্গিত্বের অতিরিক্ত ঊর্দ্ধে তুলিতে সমর্থ নাও হও, তবু মা তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্রত একান্তই গ্রহণীয় এবং নিতান্তই অপরিহার্য্য। প্রত্যহ যে ব্যয় করে, বড় রকমের একটা প্রয়োজন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে সেদিন সে আর সেই দাবী মিটাইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু প্রত্যহ যে সঞ্চয় করে, কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে ব্যয়ের মহৎ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তার অফুরন্ত ভাণ্ডারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং সঞ্চয়কে নিঃশেষিত না করিয়াই প্রয়োজনের দাবী সুদীর্ঘ প্রযত্নে সে মিটাইতে পারে। স্বামী-মুখে সংযমের মহিমা শুনিয়া এবং স্বামীর প্রতি গুরুপদেশের বিষয় অবগত হইয়া যখন তুমি সংযমের ব্রত-গ্রহণে সম্মত হইবে, তখন কিন্তু মা এজন্য স্বামীর প্রতি নারীসুলভ সকল অভিমান বর্জ্জন করিতে হইবে। নির্ব্বোধ মেয়েগুলিই মৈথুনের অভাবকে ভালবাসার অভাব বলিয়া ভ্রম করে। বরং বুদ্ধিমতী মেয়েরা জানে যে, ভালবাসার গভীরতা মৈথুনকে সুদূরপরাহত করে। কারণ, স্বামী যতক্ষণ স্ত্রীর দেহটাকে ভালবাসে, ততক্ষণই স্ত্রীসম্পর্কে তার ইন্দ্রিয়চেষ্টা। স্বামী যখন স্ত্রীর আত্মাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীকে সারারাত্রি বক্ষে ধারণ করিয়াও অন্তরে নিমেষের তরে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কামনা জাগ্রত হয় না। তোমার দেহটাই তোমার অস্তিত্ব নয়, দেহটা তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি হইতে পৃথক।

তোমার দেহটা যেমন একখানা শাড়ীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে কিন্তু শাড়ী আর দেহ এক নয়, ঠিক তেমনি তোমার প্রকৃতমূর্ত্তি দেহটার আবরণে আবৃত রহিয়াছে, তোমার দেহ আর তুমি এক নও। দেহের যত্ন না করিয়া শাড়ীখানার যত্ন-আদর করিলে যেমন দেহ রাগ করিতে পারে, তেমন তোমার প্রকৃত স্বরূপের আদর না করিয়া তোমার স্বরূপাবরক দেহটার আদর করিলেও রাগ করা উচিত। নিমেষের জন্যও ভাবিও না যে, এই দেহটা আর তুমি এক। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস করিও না যে, দেহের সহিত তুমি অভিন্ন।

অনেক নির্ব্বোধ নারী স্বামীকে সংযমের ব্রত-পালনে উদ্যোগী দেখিলে অত্যন্ত কোপপরায়ণা হয় এবং প্রতি কথায় ও প্রতি আচরণে ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করে। নিশ্চয় বলিব, ইহা অত্যধিক কামুকতার লক্ষণ মাত্র। স্ত্রীর অত্যধিক রমণ-লিপ্সাই তাহাকে স্বামীর সংযমে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট করে, ইহা তাহার স্বামি-ভক্তির লক্ষণ নহে। যে নারী সত্য সত্যই মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে চাহে, শূকরীর ন্যায় কদর্য্য বস্তুতে ডুবিয়া না থাকিয়া দেবভোগ্য অমৃতের অধিকারিণী হইতে চাহে, তাহাকে রিরংসা কমাইতেই হইবে, ক্রোধ দমন করিতেই হইবে, ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া নিজের বুকের অফুরন্ত আক্রোশ ও ঝটিকা প্রশমিত করিতে যত্ন পাইতেই হইবে। স্বামী আজ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সংযমের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যদি তোমার অন্তরে ক্রোধ জাগ্রত হয়,

তাহা হইলে ত' বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার স্বামীর দেহটাকে মাত্র ভালবাস, এই দেহটার অভ্যন্তরে চৈতন্যময় যিনি আছেন বলিয়া এই দেহ শবদেহে পরিণত হয় নাই, তাহাকে ভালবাস না। দেহাভ্যন্তরস্থ ঐ চৈতন্যময় পুরুষকে বাদ দিলে ভালবাসার বস্তু আর কি থাকে? গলিত শবের প্রতি কি কেহ প্রাণের উদ্দাম তাণ্ডব অনুভব করে? মৃতদেহ কাক-শকুনি-শৃগালাদিরই লোভনীয়, মানব-মানবীর উপজীব্য নহে। দেহমধ্যে বিরাজিত চৈতন্যময়, প্রেমময়, ভাবময় পুরুষই তোমার ভালবাসার পাত্র, দেহ নহে।

দৈহিক সম্ভোগ লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় যদি বা ব্যাকুল হয়, অসহনীয়রূপে উত্তেজিত হয় এবং সেই উত্তেজনার যন্ত্রণাময়ী তাড়না তোমাকে অধীর ও সঙ্কল্পচ্যুত করিতে চাহে, তুমি যোনিমুদ্রার * অভ্যাস করিতে থাকিও এবং জননেন্দ্রিয়ে পরমেশ্বরের (বা সদ্‌গুরুর) পবিত্র মূর্ত্তি চিন্তা করিও। ভাবিতে থাকিও, ইন্দ্রিয় তোমার নহে, পরমেশ্বরের; তোমার কাছে ইন্দ্রিয় গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র, ইহার অপব্যবহার করিবার অধিকার তোমার নাই। ভাবিতে থাকিবে, এই ইন্দ্রিয় তাঁর, যিনি পরম পবিত্র, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, কামনা-বাসনার অতীত, মোহ-মাদকতার অতীত, ভোগ-লালসার অতীত। ভাবিতে থাকিবে, তাঁর ইন্দ্রিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ পবিত্রতা লইয়া তিনি

*"সংযম-সাধনা" বা "বিবাহিতের-ব্রহ্মচর্য্য" দ্রষ্টব্য।

বিরাজ করিতেছেন, তাঁর মোহজয়ী, পাপজয়ী, কামজয়ী করুণা বর্ষণ করিতেছেন। ভাবিতে থাকিবে, ভূতভাবন দেবাদিদেবের জটাজাল ছিন্ন করিয়া সুশীতল তুষাররাশি গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং পতিতোদ্ধারী জাহ্নবী-প্রবাহিনীর স্নিগ্ধ বারি তোমার জননেন্দ্রিয়কে শান্ত, স্থির, স্নিগ্ধ, সুশীতল ও পাপেচ্ছামুক্ত করিয়া দিয়া যাইতেছে।

স্নেহের মা, শ্লীল-অশ্লীল কোনও কথাই আমি বলিতে বাকী রাখিলাম না। কারণ, আমি সেকেলে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিভীষিকাক্লিষ্ট পিতা নহি। তোমার যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা আমাকে তোমার নিকট বলিতেই হইবে, এখন তাহা শ্লীলই হউক আর অশ্লীলই হউক। এই হিতকথা তোমাকে বলিবার আর কেহ নাই বলিয়াই আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। যে সতর্কতা-বাণী আরও বহুপূর্ব্বেই তোমার শুনিয়া রাখা প্রয়োজন ছিল, সেই বাণী উচ্চারণ করিবার আর কেহ নাই বলিয়াই ধর্ম্মসাধনের উপদেষ্টা আচার্য্যকে দীক্ষাদানের পর-মুহূর্ত্তেই নিজ সন্তান-সন্ততিকে জনন-তত্ত্ব ও কাম দমনের গুহ্যাতিগুহ্য উপদেশ দিতে হইতেছে। আশা করি তুমি নিজে লেখাপড়া না জানিলেও তোমার স্বামীর মুখে এই পত্রের যাবতীয় মর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে ইহার শুভ অভিপ্রায়কে পালন করিবে।

যেখানে পূর্ব্বেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক সম্বন্ধের অনুশীলন হইয়াছে, সেখানে এক হিসাবে যেমন সম্ভোগবর্জ্জন কঠিন, আর এক হিসাবে তেমনি সহজ। কঠিন এই জন্য যে, সম্ভোগের অভ্যাস দম্পতীর দেহকে অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারেই রমণরত করিয়া দেয়, সম্ভোগান্তে মনে অনুশোচনা আসে যে, কি করিলাম। সহজ এই জন্য যে, সম্ভোগের সুখ কি, কতটুকু এবং কি প্রকার, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট আস্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়া থাকায়, সম্ভোগ-বর্জ্জন-সঙ্কল্প গ্রহণ-কালে এবং তৎপরে, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রতিসুখের জন্য সম্ভোগের অভিজ্ঞতাহীন চিত্ত স্বভাবতই যে সুতীব্র কৌতূহল অনুভব করে (এবং সেই কৌতূহল নানা সময়ে নানাভাবে যে লালসাকে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেশে প্রতিনিয়ত অন্তরে কেবল জাগাইতেই থাকে), তাহার দৌরাত্ম্যের আশঙ্কা এক্ষেত্রে থাকে না। সুতরাং সম্ভোগাস্বাদ প্রাপ্ত দম্পতীর শুধু প্রয়োজন, অভ্যাস-দমনের শক্তিলাভ এবং একজন অভ্যাসবশে কামচর্চ্চায় উদ্যত হইলে অপরের পক্ষে তাহাকে সদ্‌গুরুর দোহাই দিয়া, ভগবন্নামের দোহাই দিয়া, পরমাত্মার দোহাই দিয়া, জীবনাদর্শের দোহাই দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করা। ইহা নিতান্তই সহজ ব্যাপার, যদি সদ্‌গুরুতে, সদ্‌-গুরুবাক্যে এবং সংযত জীবনের মহত্ত্বে বিশ্বাস থাকে। দূরে যাইতে হইবে না মা, তোমারই নিজ

গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীগণের মধ্যে বহুজন দৈহিক সুখের চরম মোহ হইতে শুধু সদ্‌গুরু-বিশ্বাসের শক্তিতে ভগবন্নাম সেবার মহাবলে বলীয়ান্ হইয়া পূর্ণ সংযমকে করায়ত্ত করিতে সুসমর্থ হইয়াছে।

স্বামী যখন দুর্ব্বল, তখন যদি পত্নী তাহাকে বল না দিতে চাহে, স্বামীর কামোন্মাদনাকে স্নেহের শক্তিতে বশীভূত করিতে না চাহে, মঙ্গলময় সংযম-ব্রত গ্রহণের কথা বারংবার স্মরণ করাইয়া সেই মহাব্রতে নিষ্ঠাবান্ রাখিবার জন্য স্বামীর ভোগ-সঙ্গিনী হইতে অস্বীকৃতা না হয়, তবে আর তাহাকে সহধর্ম্মিণী নাম দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে দৈহিক মিলন মাত্রেই দূষিত নহে, অবৈধ নহে, দাম্পত্য জীবনে রতি-সম্ভোগেরও একটা সম্মানজনক স্থান আছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সংযমের ব্রত গ্রহণের পরে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনে যে নিজে হইতে উদ্যোগী হয়, সে যতখানি অপরাধী, নিজেদিগকে ব্রতে আবদ্ধ জানিয়া যে উহাতে বাধা না দেয়, সেও ততখানি অপরাধী। স্বামী যদি রিপুর তাড়নায় কৌপীন-বন্ধন শিথিল করে, তবে ইহাতে তার যতখানি দোষ, স্ত্রী যদি নীরবে রহিয়া স্বামীর এই দুর্ব্বলতার অনাচারকে সহ্য করে, তবে ইহাতেও তার ততখানি দোষ। সংযমী স্বামীকে আক্রমণ করিয়া বা কৌশলজালে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে রমণসুখে প্রমত্ত করা যেমন সংযমব্রতধারিণী স্ত্রীর পক্ষে অন্যায়, স্বামীর মন

চঞ্চল হইয়া ব্রতভঙ্গে উদ্যত হইলে বিনা বাধায় বিনা প্রতিবাদে তার লালসা তৃপ্তির উপকরণরূপে নিজেকে ব্যবহৃত হইতে দেওয়াও তার তেমন অন্যায়। পর-নারী সংসর্গ করিলে পুরুষের পক্ষে যতখানি দোষ, ব্রতাবদ্ধ হইবার পরে নিজ স্ত্রীতে উপরত হওয়াও প্রায় ততখানি দোষ। পরপুরুষসঙ্গম স্ত্রীলোকের পক্ষে যতখানি দোষ, ব্রতগ্রহণান্তে সেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজ স্বামীতে উপগত হওয়াও প্রায় ততখানি দোষ। ব্রতগ্রহণের পূর্ব্বেও তোমরা স্বামী ও স্ত্রী, ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পরেও তোমরা স্বামী ও স্ত্রী, কিন্তু ব্রতসঙ্কল্পিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী মাত্র, এই সময়ের জন্য তোমরা একে অন্যের অগম্য। পুরুষের পক্ষে মাতৃগমন বা ভগিনীগমন যদ্রূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতৃগমন বা ভ্রাতৃগমন যদ্রূপ, ব্রতকালে তোমাদের পরস্পর-গমন প্রায় তদ্রূপ অবৈধ ও অমার্জ্জনীয়। মন পূর্ব্বসংস্কারের বশে বিচলিত হইতে চাহিলেও দৃঢ় সঙ্কল্পের বলে, গুরুভক্তির বলে, ভগবন্নামে নিষ্ঠার বলে, আদর্শ-প্রীতির বলে দেহকে অপ্রমত্ত রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইবে এবং আমি জানি, এই প্রয়াস নিশ্চিত সফল হইবে। ক্রমে মনও সংযমের সৌরভে স্নিগ্ধ ও শান্ত হইবে—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৪১)

ওঙ্কার গুরু চাঁদপুর, কুমিল্লা
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

নিত্যনিরাপদাসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি যে, আমার মায়েরা এত সুন্দর, এত মধুর, এত পবিত্র। তোমার দেহমনের নির্ম্মলতাই তোমার সুষমার জ্যোৎস্না, তোমার ভাব ও কর্ম্মের বিশুদ্ধতাই তোমার সৌন্দর্য্যের কিরণ। সংযম-রশ্মিময়ী মা আমার, দীর্ঘজীবিনী হও এবং কাম-কলুষ-কলঙ্কিত দুঃখময় জগতে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ প্রেমের জাগ্রত মূরতিরূপে পূজাস্পদা হও।

রমণই রমণী জীবনের চরম চরিতার্থতা নহে, প্রীতির পীযুষ ঢালিয়া স্বামীর জীবনকে পূর্ণতায় রম্য নন্দনে পরিণত করিবার জন্য তুমি রমণী নাম ধরিয়াছ। কামের উপভোগই কামিনী জীবনের সম্যক্ সার্থকতা নহে; সর্ব্বসুখকামনার পরিতৃপ্তি ঘটিয়া যায় যে পরমসুখ-ভোগে, তার প্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া স্বামীর মানব-তনু-ধারণকে ধন্য ও পুণ্য করিবার জন্যই তুমি তার কান্তা হইয়া আসিয়াছ। স্বামীর যেখানে আপন গৃহ, আপন দেশ, স্বামীর যেখানে আপন অন্তরের সুনিবিড় পরিচয়, সেই পরমাত্মার স্নেহনিকেতনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই তুমি তাঁর গৃহিণী।

নয়নাভিরামা পরমরমণীয়া জননী আমার, তোমার অঙ্কদেশ জগতের সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তার জন্মভূমি হউক। তোমার অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ পবিত্রতার ভাব-মূরতি ধরিয়া ক্রীড়া করুন। তোমার পবিত্র অঙ্গভূমি যেন পাপবুদ্ধির রঙ্গশালায় পরিণত না হইতে পারে। বক্ষে, জঠরে, ক্রোড়ে আজ ভগবান্ সর্ব্বস্ব জুড়িয়া উপবেশন করুন, লালসা-বিহ্বল স্বামী সহসা পবিত্রতার সেই ত্রিবিদলাঞ্ছন জ্যোতির্ধারা দর্শন করিয়া পরিবর্ত্তিত-চিত্ত হউন, সুস্থ হউন, আত্মস্থ হউন।

শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার আদরের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৪২)

ওঙ্কার-হরি বাঘাউড়া, কুমিল্লা
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণকলিতাসু ঃ—

স্নেহের মা—* * * ইন্দ্রিয়জয়ী গৃহীরাই সন্তান-জননে অধিকারী, অপর গৃহী নহে। নিজেদের প্রবৃত্তির উপরে যাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের সন্তান-জননের অধিকার নাই। কারণ, অজিতেন্দ্রিয় নরনারীর সন্তান জন্মমাত্রই এক

অস্বাভাবিক ভোগলোলুপতার উত্তরাধিকার লইয়া আসে। বংশানুগত কাম-সংস্কার তাহাকে দিয়া জগতের সকল অবৈধ ও পৈশাচিক কার্য্য করাইয়া লয়।

ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়াই ত' সর্ব্বাগ্রে তোমাদের ইন্দ্রিয়-দমনের প্রয়োজন! বিদ্রোহী বলিয়াই ত' ইহাকে শাসন করিতে হইবে! রাজভক্ত প্রজাকেই পালন করিতে হয়, শাসন তাহার জন্য নহে। লোক-কল্যাণ বিঘাতনকারী দুর্ব্বৃত্তের জন্যই কারাগার।

যে ইন্দ্রিয় তোমার শাসন মানিতে অনিচ্ছুক, জোর করিয়াই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিতে হইবে। চক্ষু যদি তোমার কল্যাণ-দেশনার বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, তাকে প্রতি-সংহৃত কর। কর্ণ যদি তোমার মঙ্গল-বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে, তাকে নিরুদ্ধ কর। জিহবা যদি তোমার সুরুচির মুখে পদাঘাত করিতে চাহে, তাহাকে রজ্জুবদ্ধ কর। স্পর্শেন্দ্রিয় যদি তোমার প্রভুশক্তিকে অমান্য করিতে চাহে, তাকে কষাঘাতে জর্জ্জরিত কর, শাসনের প্রচণ্ডতায় তাহাকে বশীভূত কর, যে তোমার কথা মানিয়াছে, একমাত্র তাহাকেই তুমি নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবে।

তোমার যে সকল সঙ্গিনী ও বান্ধবীরা এই সকল কথা বিদ্রূপে উড়াইয়া দিতে রুচিমতী, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন তোমার সৎসঙ্কল্প বর্দ্ধনের সহায়ক হইবে। তোমার যে সকল বান্ধবী এইরূপ কথার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না, তাহাদিগকে প্রেরণা দিয়া

সৎপথাশ্রয়িণী ও সংযমব্রতানুসারিণী করিবার চেষ্টা তোমার সৎসঙ্কল্পকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিবার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র-তুল্য অমোঘ হইবে। যে-সকল বান্ধবী মাত্র শ্রদ্ধাশালিনীই নহেন, পরন্তু নিজ নিজ জীবনের আচরণ-মধ্যে ভগবৎ প্রেমকে সত্য সত্যই ফুটাইয়া তুলিতে একান্তই অধ্যবসায়-পরায়ণা, তাহাদের সংসর্গ তোমার সর্ব্বপ্রকার তপোবিঘ্ন-নিবারক এবং তপঃ সামর্থ্য-বর্দ্ধক হইবে।

তোমাদের মঙ্গল-প্রয়াস আজ সমগ্র জগৎকে পুণ্যময় করুক। কুশলে আছি। তোমাদের কুশল জানাইও। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

ওঙ্কার গুরু — হাবলাউচ্চের পথে (কুমিল্লা)

(নৌকায়)

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪১

স্নেহের মা ঃ—

নিজেকে সামান্যা মানবী বলিয়া যে মনে করে না, জীবনের একটা মহৎ লক্ষ্য কিছু আছে এবং সেই লক্ষ্যকে মৃত্যুর বিনিময়ে লাভ করিতে হইবে এই সঙ্কল্প যার আছে, সে আমার চক্ষে অপূর্ব্ব সুন্দর, সে আমার চক্ষে দেবী-প্রতিমা, তারই পূজার

জন্য পুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত করিয়া আমি প্রতীক্ষমাণ। জননি, কবে তোমরা আমার এই পূজা গ্রহণ করিবে?

একটী মা আসিয়া পূজা লইলেই আমার তৃপ্তি হইবে না। আমি চাহি শত শত কুমারী, শত শত সধবা, শত শত বিধবা, এই দীন সন্তানের পূজাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তাকে কৃতার্থ করুন। একদিন একটী দশভুজার অর্চ্চনা করিয়াই আমি তুষ্ট হইব না, প্রতিদিন সহস্র সহস্র জননী আমার অর্চ্চনা গ্রহণ করুন।

জননি, সামান্যা মানবীর মধ্যেই অসামান্যা মানবী ঘুমাইয়া আছেন, তাঁকে জাগাইয়া তোল। এই জাগরণ-পর্ব্বের প্রথম ঋক্ সংযম। শুভাশিস জানিও। ইতি—

তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

ওঙ্কার-গুরু

গঙ্গাসাগরের পথে (কুমিল্লা)
(নৌকায়)
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * ইহকালকে আমি অস্বীকার করিতে বলিতেছি না। আমি চাহিতেছি, তোমরা তোমাদের ইহকালের মধ্যেও পরকালকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমি চাহিতেছি, পার্থিব

জীবনের মধ্যেও তোমরা অপার্থিব অমৃতরসের আস্বাদন লও। আমি চাহিতেছি, দাম্পত্য জীবন কৌমার্য্যের প্রবিত্রতায় যতটা সম্ভব সুশুভ্র হউক।

বাতায়ন-পথে কোন রমণীর মুখারবিন্দ আমার চক্ষে পড়িলে, আমি ঐ মুখখানার ভিতরে জগতের অমরত্বের ক্রমবিবর্দ্ধমান প্রবাহের ধ্যান করি। পথচারিণী কোন রমণীর মুখচন্দ্রমা অমার চক্ষে পড়িলে আমি তার মধ্যে একটা দেশের, একটা জাতির সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্য-বিদূরণকারী পরমপুরুষকার-প্রবুদ্ধ অলোককীর্ত্তিধর সন্তানগণের সম্ভাবনা কল্পনা করি। তনু আমার রোমাঞ্চিত হয়, আমি মুহুর্মুহুঃ জগজ্জননী জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করি।

পাশ্চাত্যের ভোগ-ব্যাকুলতা আজ ভারতের পবিত্র ভুমিকেও নবতর এক ভোগোচ্ছ্বাসে আত্মহারা ও প্রমত্ত করিতে চাহিতেছে। জননী, আজ খরকরবালিনী হুহুঙ্কারিণী মুর্ত্তিতে তার প্রতিরোধ কর। অমঙ্গল-বিধ্বংসকারিণী দেববীর্য্যশালিনী জননি আমার, আজ নিজের শক্তিকে জাগাও। মন্দ ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে যাইয়া ঐ যে মোহ-ঘুমে মজিলে, সেই তমোনিদ্রা, সেই পাপনিদ্রা, সেই মোহনিদ্রা তোমার কবে অপগত হইবে? জাগৃহি জননি, জাগৃহি।

দাম্পত্য জীবনকে তার ধর্ম্ম হইতে বিভ্রষ্ট করিতে চাহি না, বরঞ্চ তার ধর্ম্মে তাকে দৃঢ়তর রূপে সংলগ্ন করিতে চাহি।

ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজ তন্তুজালে নিজে জড়াইয়া পড়িবার জন্য দাম্পত্য-জীবন নয়, সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই বন্ধনের স্বীকৃতি। দাম্পত্য-জীবন অস্বীকার করিতে তোমাদিগকে বলি নাই,—কেন না, তাহা হইলে কলিকলুষ-নাশন ত্রিলোক-পাবন পরমর্ষিদের আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। দাম্পত্য জীবন সত্য হউক, সার্থক হউক,—আমার কামনা ইহা।

সৎসঙ্কল্পের কথা যাহাদের নিকটে প্রকাশ করিলে সঙ্কল্পের মূলকে উৎখাত করিবার জন্য লোকাচার বা সংসার-বিমূঢ়তা ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথ অন্বেষণ করিবে, তাহাদের নিকটে আত্মগোপন করিয়া চলিও। বাক্ সংযত করিও, বৃথা কথা পরিহার করিও। * * * শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার স্নেহের—
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

ওঙ্কার-গুরু

চট্টগ্রাম
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, ঠিক দুই দিন আগে তোমার নামে এক পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া দেখিলাম,

পত্রখানা ডাকে দেওয়া হয় নাই, কাগজ-পত্রের সঙ্গেই রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বপত্র নৌকায় বসিয়া লিখিয়াছিলাম এবং গঙ্গাসাগরে ডাকে দিবার জন্য একজনকে দিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সে ডাকবাক্সে চিঠিখানা না ফেলিয়া আমার বাক্সেই ফেলিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পত্রবাহক আমাকেই একটা ডাকঘর বলিয়া মনে করিয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বলিখিত পত্রখানা যখন ডাকে দেওয়া হয় নাই, তখন তার সঙ্গে আরও দুই চারিটী অক্ষর সংযুক্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা অনুভব করিতেছি।

পূর্ব্ব পত্রের শেষাংশে লিখিয়াছিলাম যে, সৎসঙ্কল্পের কথা অপরের নিকট হইতে গোপন রাখাই উত্তম। কেন উত্তম জান? দাম্পত্য-জীবনের আত্মগঠন-প্রযত্ন যত্নতঃ সঙ্গোপিত না করিলে, পরচর্চ্চাকারী অকর্ম্মণ্যদের বৃথাভাষণ অতিরিক্তরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া কর্ম্মবিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। বলিতে পার, পরের কথায় কি আসে যায়? দুই এক দিনে কিছু না আসিতে বা না যাইতে পারে, কিন্তু ধারাবাহিক কল্পিত বচনে অবাঞ্ছনীয় অবস্থারও সৃষ্টি হইয়া থাকে। মহাভারতে পড়িয়াছ, মহাবীর কর্ণকে নিন্দা করিতে করিতে সারথি-ব্রতধারী শল্য তাঁর শক্তিহ্রাস করিয়াছিলেন। নিষ্প্রয়োজনে নিন্দা শুনিতে যাইবে কেন?

দাম্পত্য-জীবনের নিকটতম ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়াও যে

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায়, একথা সাধারণ মানব-মানবী বিশ্বাস করে না। বিবাহিত হইয়াও যে, নিষ্কাম নিষ্কলুষ থাকা যায়, একথা তাহাদর বোধগম্য হয় না। এই জন্যই তাহারা তোমার সৎপ্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। বলিতে পার, পিন ফুটাইয়া ব্যথা দেওয়া চলিতে পারে, নরহত্যা সম্ভব হয় না! কিন্তু মা, পিনের মত ছোট জিনিষই যদি কেহ একটীর পর একটী করিয়া অবিরত তোমার শরীরে বিদ্ধ করিতে থাকে, তবে পিনেও তোমার মৃত্যু ঘটিবে। আমি কত দৃষ্টান্ত দর্শন করিলাম, যেখানে লোক-বিদ্রূপে জর্জ্জরিত হইয়া পরিশেষে সৎসঙ্কল্প ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়মান হইল।

মন্ত্রগুপ্তি অনেক স্থলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সহায়তা করে, অনেক স্থলে বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার ফল-স্বরূপেই উদ্ভূত হয়! এই কথা স্মরণে রাখিয়া যথাসাধ্য মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়া চলিবার জন্যই প্রয়াসিনী হও।

অবশ্য জগতে অনেক কুকার্য্যেও মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি পাপকার্য্যে মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন হয়। ধর্ম্মালোচনার নাম করিয়া বাংলার কত পল্লীতে কত পুরুষ ও নারী মন্ত্রগুপ্তির সহায়তা লইয়া অনৈতিক আচরণসমূহের অনুষ্ঠান করিতেছে, ন্যক্কারজনক ব্যাভিচারের দানবীয় লীলা প্রদর্শন করিতেছে। এই সব কদর্য্য ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তির ব্যবহার হইয়াছে বলিয়াই সৎকার্য্যও স্থলবিশেষে

মন্ত্রগুপ্তির ব্যবহার করা চলিবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মন্দ কাজে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বিত হয়, এই দোষ মন্ত্রগুপ্তির নহে। এই দোষ মন্দ কাজের, এই দোষ ব্যবহারকারীর বা ব্যবহার-কারিণীর। মন্ত্রগুপ্তির অভাব যেখানে সৎকার্য্যেকে দুর্ব্বল করিবে, সেখানে মন্ত্রগুপ্তি অবলম্বনকেও সৎকার্য্য বলিয়াই জানিবে। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

গুরু পরমাত্মা

ধর্ম্মনগর, ব্রিটিশ ত্রিপুরা
১লা ভাদ্র, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার সুলিখিত পত্রখানা পাইলাম। তোমার প্রায় প্রত্যেকটা কথাই আমি সমর্থন করিতেছি। তবে কথাটা কি জানো মা? দায়ে পড়িয়া সন্ন্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস নয়, ঠেকায় পড়িয়া বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগী নাও হইতে পারে। অবস্থার তাড়নায় সংযম অবলম্বনের সহিত অসংযমের সুযোগ সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় যে সংযম, তাহার পার্থক্য আছে। এই সংযমেরই জগতে যত গৌরব।

যেখানে স্বামীপত্নীতে গভীর ভালবাসা আছে এবং সঙ্গে

সংযম আছে, সেখানেই দাম্পত্য-সংযম তার মঙ্গলময় লক্ষ্যকে লাভ করিতে পারে। যেখানে অকুণ্ঠিত অনুরাগ আছে, অবারিত ঘনিষ্ঠতা আছে, অথচ অচঞ্চল সংযম আছে, সেখানেই সংযমের পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, স্বীকার করিব। দাম্পত্য কলহ এবং অশান্তির সুযোগে যে সংযম, তাহা সুমধুরও নহে, সুন্দরও নহে।

আর এক কথা, সময় থাকিতে সংযম অবলম্বন করাই ব্রত-গৌরব-বর্দ্ধক। বহু সন্তান-প্রসবে ক্লিষ্টতনু বার্দ্ধক্যদশাগ্রস্তা অর্দ্ধজরতী রমণীর সংযমের কোনও অর্থই নাই। দাঁত পড়িয়া গেলে ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রিণী নরমাংস ভক্ষণের চেষ্টা ছাড়িতে পারে, কিন্তু তাহা সংযম নহে। ভোগের শক্তি থাকিতে সেই শক্তিকে বৃহত্তর ও মহত্তর প্রয়োজনে প্রয়োগ করারই নাম সংযম। ভোগের সময় থাকিতে সেই সময়কে সার্থকতর মঙ্গলানুষ্ঠানে নিয়োজিত করারই নাম সংযম। আমি এইরূপ সংযমই আমার পুত্রকন্যাদের জীবনে প্রতিপালিত দেখিতে চাহি।

আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথাটুকু বুঝিয়াছ। তোমার বুদ্ধিমান্ স্বামীও যে এই কথা বুঝিতে পারিবেন, তাহাও নিশ্চিত। একাকী যাহা বুঝিয়াছ, পরস্পর পরস্পরের ভাবপুষ্টির সাহায্য করিয়া উভয়ে তাহা একযোগে বুঝিতে চেষ্টা কর। দুই দিক হইতে বুঝা যখন পূর্ণ হইয়া আসিবে, তখন তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে তোমাদের সবলতা ও রুচি উভয়ই সমভাবে

বাড়িবে। অনেকে আছেন বলবান্ কিন্তু রুচির অভাবে কল্যাণব্রত গ্রহণ করেন না। অনেকে আছেন রুচিমান্ কিন্তু বলের অভাবে কল্যাণব্রত পালন করেন না। তোমরা একজন অপর জনের রুচি বর্দ্ধিত কর, বল বর্দ্ধিত কর। তোমরা একজন অপর জনের অন্তরে আশার কিরণ ঢালিয়া দাও। তোমরা একজন অপর জনের উৎসাহ-বহ্নিতে ইন্ধন জোগাও। তোমরা একজন আর একজনের পদস্খলন নিবারণ কর। তোমরা একজন আর একজনের মোহাচ্ছন্নতা বিদূরিত কর। তোমরা একজন আর একজনের ভ্রান্তি-বিলাস অপনোদিত কর। একে অন্যের সুবিধা অসুবিধাগুলি চিন্তা কর এবং প্রতি পাদক্ষেপে একে অন্যকে সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করিয়া অধোগতি হইতে রক্ষা কর।

দৈববশে তোমরা স্বরূপানন্দের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা ভগবানের সন্তান। তোমাদের দেহে, মনে, প্রাণে ভগবানের উপস্থিতি জাগরিতা হউক, ভগবানকে তোমাদের প্রতি দেহস্পন্দনে স্ফুরিত বলিয়া অনুভব কর, ভগবান তোমাদের আপন হউন, তোমাদের জীবন হউন। গৃহীর জীবনে ত্যাগীর দৈবী সম্পদ প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমরা স্বর্ব্বজীবের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হও।

জগদ্বীশ্বরের পরম পবিত্র নামের সাধনা নিমেষের তরেও ছাড়িও না। তোমাদের নানা-সংস্কার-দুষ্ট আত্মশক্তি যেখানে

কৃতকার্য্যতা আহরণে অসমর্থ হইয়াছে, শ্রীভগবানের নামের নিবিড় সাধনা সেখানে পূর্ণ সাফল্য প্রদান করিবে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ কলিকাতা
৫ই ভাদ্র, ১৩৪১

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ

স্নেহের মা, তোমাদের দুইজনের পত্রই পাইলাম। স্বামী ও স্ত্রী দুই জনের পত্রই দুই বিভিন্ন যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া একটী সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাস্তবিক মা, সংযমই দাম্পত্য-প্রেমের যথার্থ পরিণতি। ভালবাসা যেখানে গভীর, দেহ-লিপ্সা সেখানে হ্রাস পাইতে বাধ্য। ভালবাসা যেখানে অগভীর, দেহ-লিপ্সা সেখানেই অযথা যখন-তখন দম্পতীর দেহকে উত্তেজিত ও মনকে প্রপীড়িত করে। প্রেমই তোমাদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত, কামগন্ধবঞ্চিত, ভোগলিপ্সাবর্জ্জিত জগতে টানিয়া লইতে সমর্থ।

স্ত্রী যখন স্বামীর মধ্যে পরমদেবতাকে দর্শন করে, তখনই তার সত্যিকারের ভালবাসার উন্মেষ হয়। স্বামী যখন স্ত্রীর

মধ্যে পরমদেবতাকে দর্শন করে, তখন তারও প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়। চন্দ্রমা দর্শন না করিলে যেমন সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ঘটে না, ভগবানকে দর্শন না করিলেও তেমন মানব বা মানবীর প্রেমের উচ্ছ্বাস আসে না। দেহ-সুখ ভালবাসার উৎস নহে, দেহের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ভগবানকে, পরমসুখরূপী ভগবানকে আংশিক ভাবেও উপলব্ধি করিতে পারার ফল ভালবাসা। উপলব্ধি যেখানে পূর্ণ, ভালবাসা সেখানে অনন্ত, অফুরন্ত, অখণ্ড; উপলব্ধি যেখানে সুচির, ভালবাসা সেখানে নিবিড়, গভীর, দীর্ঘস্থায়ী। উপলব্ধি যেখানে স্বল্পতৈল প্রদীপের আলোকের মত স্তিমিত, ভালবাসা সেখানে নিষ্প্রভ, ক্ষীণ; উপলব্ধি যেখানে ক্ষীণতোয়া নদীর জলের মত স্বল্পপ্রাণ, ভালাবাসা সেখানে শৈবাল-পঙ্কাদিতে আচ্ছন্ন ও কদর্য্য। কিন্তু যেখানেই ভালবাসা আছে, জানিতে হইবে, সেখানেই ভগবানের একটা উপলব্ধি আছে, যেখানেই ভগবানের একটা আস্বাদন আছে, সেখানেই ভালবাসা আছে। তাঁর অবস্থিতির আস্বাদন যতটুকু, ভালাবাসা ততটুকু; তাঁর সান্নিধ্যের স্বাদুতা যতক্ষণ, ভালাবাসা ততক্ষণ। কারণ "রসো বৈ সঃ", তিনি রস-স্বরূপ, সকল রসের আস্বাদন তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার মধ্যে সকল রস বিরাজিত, তিনি সকল রসে বিরাজমান।

তবে যে ভালবাসার নাম করিয়া মাঝে মাঝে পৈশাচিকী লীলা মানব-মানবীর জীবনমধ্যে অট্টহাস্য করিতেছে, তাহার কারণ, ভালবাসার মূল উৎস-স্বরূপ শ্রীভগবানকে তোমার

ভালবাসার জনটীর মধ্যে, তোমার প্রত্যেকটী হৃদয়-স্পন্দনে খুঁজিয়া তুমি বেড়াও না।

আচ্ছা বল দেখি, যাহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া ভালবাসার অভিনয় কর, তাহাকে বক্ষমধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে পাইয়াও তোমার পিপাসা কেন মিটে না? প্রাণপ্রিয়কে পাইবার জন্য বাহুর পেশন কেন তীব্র হইতে তীব্রতর হয়? কারণ, এখনো তাহাকে পাও নাই। দেহ দিয়া দেহকে বাঁধিয়াছ কিন্তু তাঁর ঐ দেহের ভিতরে অনির্ব্বচনীয় ভাবে লুকাইয়া রহিয়াছেন তোমার প্রাণের প্রাণ জীবনধন,—তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত শুধু দেহকে পাইলেই ত' আর বাস্তবিক কিছু পাওয়া হইয়া উঠে না।

দেহ দিয়া দেহকে পাইয়াও যাঁহাকে পাওয়ার বাকী থাকে, তিনিই রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ শ্রীভগবান্। সেই ভগবান্ তোমার স্বামীর দেহকে আশ্রয় করিয়াও আছেন, তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়াও রহিয়াছেন। তুমি তোমার স্বামীর দেহের মধ্য দিয়া সেই ভগবান্‌কে খুঁজিয়া লইবে, স্বামী তোমার দেহের মধ্য দিয়া সেই ভগবানকে অন্বেষণ করিবেন,—ইহাই প্রকৃত দাম্পত্য জীবন, ইহাই বিবাহিত জীবনের প্রকৃত সাধনা। শাক্তের পক্ষে দুর্গাপ্রতিমা যেরূপ, শৈবের পক্ষে শিববিগ্রহ যেরূপ, বৈষ্ণবের পক্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি যেরূপ, তোমার পক্ষে তোমার স্বামীর বিগ্রহটী তদ্রূপ হউক। তোমার স্বামীর পক্ষে তাঁর স্ত্রী-বিগ্রহটীও তদ্রূপ হউক। তোমরা

একজনে অপর জনের ভগবৎ-সাধনার প্রতীক, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবার জন্য প্রতিমা, অনন্ত পরমেশ্বরকে শান্ত মন লইয়া ধারণায় আনা চলিবে না বলিয়া তাঁর সমস্ত শক্তিকে একটী সীমাবদ্ধ স্থানে কেন্দ্রীকৃত করিয়া তাহার সাহায্যে যাবতীয় ভাগবতী অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবার বিগ্রহ। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী পরমাত্মার অভেদ-সত্তা রূপে প্রতিভাত হউন, তোমার স্বামীর চক্ষে তোমার অস্তিত্ব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন-রূপে ফুটিয়া উঠুক। তাহা হইলেই দেখিবে, কাম-ক্রোধ দূরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে।

এতকাল ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াও যে ইন্দ্রিয়ের মুহুর্মুহুঃ অধীনতা হইতে নিজেদিগকে মুক্ত করিতে পার নাই, তাহার কারণ মাত্র অভ্যাস। নিজেদের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টার প্রতি একটু সুতীক্ষ্ণ বিচার-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, ভোগসুখ লোভও ইহাদের প্রেরয়িতা নহে। কদভ্যাসই তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছে এবং সুখ না পাইয়াও "সুখ" "সুখ" করিয়া অনিবার দুঃখই আহরণ করিতেছ। এই অভ্যাস শাসনের অতীত নহে। অভ্যাসকে শাসন কর—প্রবল সঙ্কল্প দিয়া, কামকে শাসন কর—পরস্পরের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়া। গৃহীর গৃহ সত্য সত্যই আশ্রম নামের যোগ্য হউক। শাস্ত্র বলিয়াছেন, গৃহীর গৃহই সকল আশ্রমের মূলাধার।

উন্নতিমুখিনী চিন্তা-সমূহের দ্বারা হৃদয়-গগন ছাইয়া ফেল সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে শুধু সংযম-সুরভি কুসুম নিচয়ের অবস্থিতি কল্পনা কর। পূতিগন্ধলিপ্সু শৃগাল-কুক্কুর তোমার সচ্চিন্তার লগুড়াঘাতে পলায়ন করিবে। তোমার মত শত শত নারী সংযত জীবন যাপন করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছে। তোমার মত শত শত নারী স্বামীকে সংযমের পথে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখাক্রান্ত সংসারকে তুমিও সংযমের দিব্যানন্দে পূর্ণ করিতে পার। শুধু "পার" বলিয়াই ক্ষান্ত হইব না, "নিশ্চতই" পার। অন্তরে উদ্যমকে জাগরিত কর। হতাশ হইও না, অলস হইও না।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

জয় পরমেশ্বর — বাঁকুড়া
৯ই ভাদ্র, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার বান্ধবীদের সমালোচনা বড় সত্যপূর্ণ। আমার পত্রগুলি যে প্রবন্ধের মত হইয়া যায়, ইহা ঠিক। কিন্তু পাণ্ডিত্য

বিস্তারেদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রবন্ধের সহিত আমার পত্রের একটা পার্থক্য চিরকাল থাকিবে। শত শত প্রবন্ধ মানুষের কাণে প্রবেশ করিয়াছে, আমার পত্র প্রাণে পৌঁছিবে। কারণ, সত্যই আমি জাতি গড়িতে চাই। তোমরা এক একটি সুদুর্ল্লভা কন্যা। আমার গোমুখী হইয়া জাহ্নবী-প্রবাহিনীকে প্রসারিত করিবে।

কিন্তু সে-কথা এখন থাকুক। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সধবা-জীবনে সংযম-সাধনার সহজ কৌশল কি? সেই কৌশলটী আজ আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। নিজেকে মা বলিয়া জানিতে শেখাই সেই সহজ কৌশল।

বিশ্বভুবনের যে তুমি মা, এই কথাটী অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর, সংযম আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। নারীর অন্তরে মাতৃভাব যতক্ষণ না বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তার জায়াভাব প্রবল থাকে। সুতরাং ভোগলিপ্সাও প্রবল থাকে। মাতৃভাব না যতক্ষণ জীবন-যৌবনের প্রান্তরকে বন্যার জলে ভাসাইতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ নিজ-সুখলোভে বা স্বামী-সুখ-সম্পাদনার্থে ভোগবাদের প্রশ্রয় দান নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু মা হইলে সন্তানের সেবাবুদ্ধি ভোগলোলুপতার স্থানটুকু অধিকার করিয়া লয়। এই জন্যই মাতৃত্ব অসংযম-নাশক, সংযম-সাধক।

সন্তানের মঙ্গলের জন্যই মাতার সংযমের আবশ্যকতা। অসংযতা নারী অজ্ঞাতসারে সন্তানের জীবনে অসংযমের কালকূট উগারিয়া দেয়। এই জন্যই সতীত্ব ভারতীয় নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ

সাধনা-রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। নারীগুলিকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য সতীত্ববাদের সৃষ্টি পুরুষেরা করে নাই, সন্তানের হিতকল্পেই নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে ভারত-ভুবনে সতীত্ব এক অপার্থিব মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পুরুষেরও জীবনে আবাল্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের বিধান হইয়াছিল। পিতা কিম্বা মাতার জীবনের সার্থকতা তাহাদের পুত্রকন্যার জীবনের সার্থকতায়। সধবা-জীবনের যে সংযম, তাহারও লক্ষ্য উহাই। সধবার সংযমের লক্ষ্য—পুত্রকন্যার জীবনমধ্যে আত্মদমনের শক্তিকে দৃঢ়মূল করা।

বিশ্বভুবনকে যদি সন্তানরূপে গ্রহণ করিতে এখনো সমর্থ না হও, এই সাধনাকে যদি নিতান্ত কঠিন বলিয়া গণনা কর, তবে তোমার অত দূরে যাইবারও মা দরকার নাই। তাকাও একবার সেই আত্মজগুলির দিকে, যাহারা তোমার জঠরে জন্মিয়াছে, তোমার স্তন্য পান করিয়াছে। তাকাও একবার তাহাদের মঙ্গলের পানে। তোমার সংযম তাহাদের জীবন গড়িবে, তোমার অসংযম তাহাদের জীবন ভাঙ্গিবে। মাকে গিয়া পুত্রকন্যার কাছে বলিতে হইবে না,—আমি সংযম ব্রতচারিণী। মায়ের অন্তরময় পবিত্রতা অজ্ঞাতসারে সন্তানের ভিতরে সংযমের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি উদ্রিক্ত করিয়া দিবে। ব্রহ্মচারিণী মাতার ব্রহ্মচর্য্যই সন্তানের নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ় করিয়া দিবে, আধ্যাত্মিক

জীবনের প্রসার বাড়াইয়া দিবে। সত্য আর ব্রহ্মচর্য্য জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

প্রশ্ন কর নিজেকে, তুমি কেমন ছেলের আর কেমন মেয়ের মা হইতে চাও। কামকাতর ক্ষণসুখী পুত্রকন্যার, না, জিতেন্দ্রিয় নিত্যানন্দ পুত্রকন্যার? অন্তরে মাতৃত্বকে জাগাও। মা-যশোদা হইয়া কি শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধরিতে চাও, মাতা মেরী হইয়া কি যীশু খ্রীষ্টকে স্তন্য দান করিতে চাও, না, গাঁটকাটা সিঁদেল চোরের জননী হইতে চাও? কলিকলুষ নাশক জগৎপাবন মহাপুরুষকে পুত্ররূপে চাও, না, পরনারীরত পন্থদ্রোহী গ্রন্থিচ্ছেদককে চাও? জিজ্ঞাসা কর নিজেকে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ নিজের কাছে নিজে বারংবার এই প্রশ্নের উত্তর দাবী কর। এই জিজ্ঞাসাই তোমাকে সংযমে সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

আজ ভারত-নারীর জায়াভাব তার মাতৃভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছে। তাই, আজ সে সংযম-সাধনাকে অসম্ভব মনে করে, অস্বাভাবিক মনে করে, বৃথা চেষ্টা মনে করে। ভারত-নারীর অন্তরে আজ মাতৃত্ব-বোধকে জাগাও; দেখিবে অবারিত অসংযম, দুর্দ্দমনীয় কামকাতরতা দুই দিনে ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

শুভাশিস জানিও। সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

জয় পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভুম,
২১শে ভাদ্র, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, মাত্র দুই দিন হয়, পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে জামশেদপুর আসিয়াছি। পথে পুরুলিয়ায় একদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম। বাংলার অদ্বিতীয় সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষ পুরুলিয়ার ছোট সাহেব-বাঁধে সাঁতার কাটিতেছেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সাঁতার চলিতেছে। দেখিবার জন্য হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ ছুটিয়াছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া তোমার কথা মনে পড়িল। মাটির জগতের পুকুর নয়, মনের জগতের পুকুরে তুমি সাঁতার কাটিতেছ। অভ্যাস তোমাকে শক্তি দিয়াছে। তাই তুমি তলে ডুবিয়া যাইতেছ না। নিত্য প্রলোভন-সঙ্কুল সংসার জলাশয়ে বাস করিয়াও যে ডোবে না, অসংযমের পঙ্ক স্পর্শ করে না, সে ধন্য, সে সকলের দর্শনীয় মহাবস্তু। কিন্তু তোমার এই যে সংযম-সমর, তাহা লোককে দেখাইবার জন্য নহে। তোমার এই আশ্চর্য্য সংযম-সাধনা তোমার আত্মার উদ্ধারের জন্য, তোমার স্বামীর উদ্ধারের জন্য, তোমার ভাবী পুত্রকন্যার উদ্ধারের জন্য। নিখিল জগদ্বাসীর উদ্ধারের জন্য। তোমাদের তপস্যায় একাকী নিজের মুক্তি প্রার্থনার সঙ্কীর্ণতা নাই। তোমার এই

অপূর্ব্ব প্রয়াসের মাধুর্য্য দর্শন করিবেন পরমগুরু, তুমি আর তোমার স্বামী।

নিয়ত হস্ত পদ সঞ্চালন না করিলে সন্তরণকারীকে ডুবিতে হয়, ঢোকে ঢোকে জল খাইয়া পেট ফুলিয়া মরিতে হয়। নাম ভুলিও না, নাম ছাড়িও না, নামে যেন নিমেষের জন্যও আলস্য না আসে। তন্দ্রা আসিলে নামের হুঙ্কারে সেই তন্দ্রা বিদূরিত কর। অবসাদ আসিলে নামের অমৃত-রসায়নে সেই অবসাদ ভাঙ্গ। বিশ্বাস কর নামে, নির্ভর কর নামে, শক্তি জাগাও নামে।

শুভাশিস জানিও। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

জয় পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভুম
২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১

পরমান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * এখানকার বিবেকানন্দ সোসাইটির হলে দুই দিন বক্তৃতা দিলাম। অদ্য এই মাত্র শেষ বক্তৃতা দিয়া আসিলাম। লোকজন বিদায় হইতে একটু সময় লাগিল। তার পরেই এই পত্রখানা লিখিতে বসিলাম। একটা সুসংবাদ আমি দিব।

আজ এখানকার সিনেমা হলে একটা নূতন বিলাতী ছবি ছিল, যার অশ্লীলতার বিষয়ে বড় বড় প্লাকার্ড ছাপিয়া লোক আকর্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার অদ্যকার বক্তৃতায় কল্য অপেক্ষা অধিক পুরুষ এবং মহিলার সমাগম ঘটিয়াছে। অদ্যকার মহিলাদের ভিতরেই বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ বেশী স্পষ্ট-রূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। অথচ বক্তৃতার বিষয় 'সংযম'।

দেখিলাম, সংযমের প্রয়োজন-বোধ যে কোনও রমণী-মনে সহজে জাগাইয়া তোলা যায় এবং বিলাসব্যসনে আসক্ত হইয়া যাহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা একেবারে ভুলিয়া রহিয়াছে, সংযমের মধুরতা আস্বাদন করিবার একটা সুপ্ত লোভ তাহাদের মধ্যেও আছে। রমণীকে রমণ-প্রিয়া বলিয়া যে শাস্ত্রে বহুস্থানে গর্হণ করা হইয়াছে তাহার সবটাই এক কথায় মানিয়া নেওয়া চলে না।

এখানে অনেক সাধু-মহাত্মার শিষ্য-শিষ্যাও আছেন। কিন্তু গুরুমুখে সংযমানুশাসন কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শুনিলাম না। শুধু সাধন পাইয়াছেন এবং তদনুযায়ী নাম করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহারই ফলে আস্তে আস্তে সংযমরুচি সৃষ্ট হইতে চাহিতেছে। আমার খোলাখুলি বক্তৃতায় অনেকের চমক ভাঙ্গিল।

নারীর সংযম জাতির অমূল্য সম্পদ। কারণ, অসংযত পুরুষকে সংযত করিবার শক্তি এই নারী জাতিরই মাত্র আছে। অনেক কৌশলবতী নারী পুরুষের অসংযমের উদ্দাম প্রবাহকে সংযমের তটবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পুরুষকে উদ্ধার ও নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। এই সংবাদ পত্রিকা-পৃষ্ঠে প্রচারিত হইবার নয়, তাই লোকে সে খবর রাখে না এবং চপল পুরুষ ও চঞ্চলা রমণীর কদর্য্য দৃষ্টান্ত দর্শনে বিক্ষুব্ধ জনরসনা জগতে অসংযমেরই জয়জয়কার ঘোষণায় রত হইয়াছে।

যে জাতির কুমারীরা মৈথুন-পরায়ণা, সধবারা পরপুরুষ-শ্লাঘিনী, বিধবারা আত্মগৌরব-বোধ-বর্জ্জিতা, সে জাতির সহিত পশুজাতির পার্থক্য অল্প। ভারতীয় জাতির ঋষি প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কুমারীদিগকে পবিত্র, সধবাদিগকে সংযত ও বিধবাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলুক। তোমাদের জীবন সেই শিক্ষার বাহন হউক। এই শিক্ষা, মুখে নহে, জীবনের কার্য্য দিয়াই প্রচার করিতে হইবে।

কুশলে আছি। কুশল দিও। আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

তোমার সন্তান

স্বরূপানন্দ

(৫১)

জয় পরমাত্মা

জামশেদপুর, সিংভুম
২৬শে ভাদ্র, ১৩৪১

পরমান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী—এর পত্র খানা লিখিয়া ডাকে ফেলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ফেলিতে পারিলাম না। কারণ, তোমাকে দুই অক্ষর না লিখিলে তুমি অভিমান করিবে।

জীবনটা মহৎ কার্য্যে লাগাইতে হইবে, এইরূপ যদি থাকে তীব্র উদ্দীপনা, তাহা হইলে নীচ ইন্দ্রিয়-লালসা কাহারও কাছ ঘেঁষিতে পারে না। নিজের ভিতরে সেই সর্ব্বজয়িনী উদ্দীপনাকে জাগরিত কর, স্বামীর ভিতরে তাহা জাগাও, সন্তানগুলিকেও সেই উদ্দীপনার অংশভাগী কর।

শ্রীভগবানের মঙ্গলময় পবিত্র নাম তোমার এই উদ্দীপনার উৎসকে অফুরন্ত করিবে। নাম সর্ব্বশক্তির অফুরন্ত আকর।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৫২)

জয় পরমাত্মা

কলিকাতা
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * সতীত্ব সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। সাধারণ রমণী মনে করে, স্বকীয় স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সংসর্গ বর্জ্জন করিলেই সতীত্ব রক্ষা করা হইল। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেধাবিনী রমণী স্বামীর সহিত যথেচ্ছাচারকেও সতীত্বগৌরবের বিরোধী বলিয়া গণনা করেন। তোমাদের দৃষ্টি ঐ সকল অতিমৈথুনপরায়ণা রতিপ্রিয়া সাধারণ রমণীদের উপর হইতে উঠিয়া আসুক। তোমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি তাঁহাদের উপরেই পতিত হউক, যাঁহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রতিক্রিয়া হইতে নিজেদিগকে সন্তর্পণে দূরে রাখিতে পারেন।

কি অবস্থায় রতিক্রিয়া প্রয়োজনীয় আর কোন অবস্থায় বর্জ্জনীয়, তাহা আমি এইখানে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিতে চাহি না। আমি তোমাদের শুদ্ধা বুদ্ধির উপরে ইহা নির্ণয়ের ভার প্রদান করিতেছি। শুদ্ধা বুদ্ধি লাভ হয় অফুরন্ত নামের সাধনে। তোমরা নাম-সাধনে একান্তচিত্তা হও। নামের জ্যোতিঃ তোমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করিবে। তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়, গ্রহণীয় এবং বর্জ্জনীয়

পন্থা চিনিয়া লইতে পারিবে। শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

জয় পরমাত্মা

কলিকাতা

২রা আশ্বিন, ১৩৪১

নিত্যমঙ্গলান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পল্লী-সেবার আদর্শ সম্পর্কিত কর্ম্মসূচী দর্শন করিলাম। সবটুকুই আমার ভাল লাগিল। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কিত কথাগুলিও খুব সুন্দর লাগিল। কিন্তু মা, একটি বিষয়ে তোমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তাহা হইতেছে এই যে, নারীর উন্নতি-সাধনের মানেই যে পুরুষের সঙ্গে লড়াই করা, তাহা নহে। যুদ্ধোদ্যমই আত্মোন্নতি নহে। বৃথা যুদ্ধে শক্তিক্ষয় ঘটে। বৃথা যুদ্ধে রুচিহীনতাই প্রকৃত যোদ্ধার লক্ষণ। তোমরা প্রকৃত যোদ্ধা হইতে চেষ্টা করিও।

নারীর উন্নতি নারীর উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করিবে। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধা করিয়া নারীকে যথাসাধ্য স্বাবলম্বিনী করিতে

প্রয়াস পাইও। কিন্তু 'স্বাবলম্বন' শব্দকে যেন 'বিদ্বেষ' শব্দটির দ্বারা অনুবাদ করিতে না দেওয়া হয়।

কি নারী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই যথার্থ উন্নতির মূল তার সংযমে। 'সংযম' মানে 'আত্মদমন',—লোভে আত্মদমন, ক্রোধ আত্মদমন, কামে আত্মদমন। আত্মদমনের বিদ্যা যে আয়ত্ত করিবে, সে-ই সর্ব্বদমন হইবে। আত্মজয়ই প্রকৃত দিগ্বিজয়।

ভারতের নারী কি তার মহিমান্বিত সিংহাসন অধিকার করিবার প্রাক্কালে এই কথা ভুলিয়া থাকিবে?

কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

জয় পরমাত্মা

চাঁদপুর, কুমিল্লা

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্র অদ্য পাইয়াছি। পত্র অনেক ঘুরিয়া আসিয়াছে বলিয়া বিলম্বে পাইলাম। দেরীতে জবাব দেই বলিয়া রাগ করিয়াছ। এজন্য আজ সকল পত্রের আগে তোমার পত্রেরই উত্তর লিখিতে বসিলাম।

তোমাদের প্রতি মা আমার একটী মাত্র আশীর্ব্বাদ,—

তোমরা প্রেমিকা হও। প্রকৃত প্রেমিকা জগতে দুর্ল্লভা—তোমরা সেই দুর্ল্লভ বস্তুটী হও। কাম দিয়া নহে, প্রেম দিয়া তোমরা সংসারকে বাঁধিতে সমর্থা হও। তোমাদের প্রেমের শক্তিতে বিশ্বভুবন স্নিগ্ধ হউক, সুন্দর হউক।

দাম্পত্য জীবনে প্রকৃত শান্তি কোথায়?—প্রেমে, কামে নহে। কামুক পুরুষ ও কামুকী রমণী প্রাণে প্রাণে মিলন চাহে না, আত্মায় আত্মায় তাহাদের মিলন ঘটে না। তাই কামের মূলে শত শত বিসম্বাদ সৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। প্রেম ঘটে প্রাণে, প্রেমরস আস্বাদিত হয় আত্মায় আত্মায়, মিলনই প্রেমের প্রকৃতি।

প্রেমিকা হও, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদ আমি শতবার উচ্চারণ করিব। প্রেমের প্লাবনে তোমাদের জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল নীচতা, সকল হীনতা ভাসিয়া যাউক। প্রেম ক্ষুদ্র স্বার্থকে গ্রাস করুক, নীচ পরিতৃপ্তির পিপাসাকে নিশ্চিহ্ন করুক। মধ্যাহ্ন-ভাস্করের প্রখর কিরণের সম্মুখে খদ্যোত তাহার লম্ফঝম্ফ পরিহার করুক। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

জয় পরমেশ্বর

চাঁদপুর, কুমিল্লা

১১ই আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, ভগবানের নামকে একেবারে জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া লও। নামই তোমার জীবন হউক। নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে তাঁর মধুময় নামের অমৃত-ঝঙ্কার তুলিতে থাক প্রাণ প্রেমময় হউক।

ইহাই তোমার জীবন-মধ্যে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল।

দেহের প্রতি অণুতে, প্রতি পরমাণুতে পবিত্রতাস্বরূপ শ্রীভগবানের অবস্থিতি চিন্তা কর। অসংযম উর্দ্ধশ্বাসে দূরে পলাইবে।

তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার ওষ্ঠ, তোমার গণ্ড, তোমার বক্ষ, তোমার স্তন, তোমার উদর, তোমার জরায়ু, তোমার যোনি, তোমার পায়ু—সর্ব্বত্র সেই পবিত্রতা-স্বরূপ পরমাত্মা তাঁর অপরূপ সুষমায়, তাঁর সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে, তাঁর অতুলন মাধুর্য্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই চিন্তা কর। এই ধ্যান যত জমিবে, কামুকতা তত কমিবে।

কামুকতা কমা'র মানে জান? কামের প্রেমে রূপান্তরিত

হওয়ার নামই কাম কমা। নতুবা জোর করিয়া কামকে কেহ দমন করিতে পারে না। কামও যাহা, প্রেমও তাহা, শুধু প্রকাশের পার্থক্য, অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিই কাম, নিত্যানন্দ পরমাত্মায় আসক্তিই প্রেম। পরমাত্মার প্রতি অন্তরের আসক্তি জাগাও।

দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গে পরমেশ্বরের ধ্যান কর এবং মনে মনে এই অঙ্গ তাঁহাকে অর্পণ কর। এই চক্ষু তুমি নাও, এই কর্ণ তুমি নাও, বলিয়া তাঁকে দান কর। এই বক্ষ তুমি নাও, এই উপস্থ তুমি নাও বলিয়া তাঁর হাতে ইহা তুলিয়া দাও। দেহের প্রতি অংশ প্রতি প্রত্যংশ তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দাও। —সকল কামনা, সকল বাসনা তিনিই নিরাকৃত করিবেন।

স্বামীর দেহটীতে স্ত্রীর অধিকার আছে। সেই অধিকারও তুমি পরমাত্মারূপী শ্রীগুরুর পায়ে সঁপিয়া দাও। স্বামীসোহাগ তাঁর কাছে দিয়া দাও।—তোমার স্বামীর মধ্য দিয়া অচিরেই তাঁর জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ ফুটিয়া উঠিবে।

শুভাশিস জানিও। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

শুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

জয় পরমাত্মা ঢাকা
১৪ই আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * ভাগবত গ্রন্থে গোপীগণের সহিত গোপিকাবল্লভের যে পরমমধুর উজ্জ্বল প্রেমের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রেম কামগন্ধহীন এবং জড়জগতের সকল কলুষবর্জ্জিত। সেই প্রেমকে দাম্পত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই বিবাহিত জীবনের চরমোৎকর্ষ।

দেহের লাগিয়া দেহ কাঁদিয়া মরিবে, ইহাই বিবাহের তাৎপর্য্য নহে। দেহ-সহায়ে আত্মোপলব্ধি জাগাইতে হইবে। প্রাকৃত মিলন বিবাহের স্বরূপ নহে, আত্মার রমণই বিবাহের স্বরূপ। আত্মা যখন আত্মাকে ভালবাসিতে শিখে, তখন দেহকে পাইয়াও দেহ উত্তেজিত বা লোলুপ হয় না।

স্বামীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, দেহকে অতিক্রম করিয়া তাহা তোমার প্রকৃত স্বামীটীকে বাহির করুক। যার জরা নাই মৃত্যু নাই, রোগ নাই, ক্ষয় নাই, সেই স্বামীটীকে তোমার স্বামীর মধ্য দিয়া খুঁজিয়া বাহির কর। তোমার স্বামীও তোমার মধ্য দিয়া তাঁর চিরসঙ্গিনীকে অন্বেষণ করুন। এই অন্বেষণই বিবাহিতের সাধনা। এই অন্বেষণ যখন সান্নিধ্যের দাবী করিবে, একমাত্র তখনই তোমরা দৈহিক মিলনে অধিকারী। * * *

সংযম যদি গৃহ-কলহ সৃষ্টি করে তবে, বুঝিতে হইবে, তোমাদের চেষ্টায় কোথায় চুক্ রহিয়া গিয়াছে। সংযম শান্তির অগ্রদূত, সংযম আনন্দের পতাকাবাহী।

শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে কুশলান্বিত করুন। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার আদরের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

জয় মা ঢাকা
১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

প্রকৃত যে গৃহলক্ষী, তাহার জীবনের সহিত প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর জীবনের পবিত্রতার পার্থক্য খুব অধিক নাই। এই কথা স্মরণে রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্যপালনে প্রয়াসিনী থাকিবে।

সন্ন্যাসিনীদের জীবন কেমন শুভ্র, কেমন সুন্দর, অনুক্ষণ এই চিন্তা শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে করিবে।

ভণ্ড সন্ন্যাসী বা ভ্রষ্টা সন্ন্যাসিনীর জীবন কখনো আলোচনা করিবে না।

সংযমের সত্য সৌরভ যে দেশে, যে যুগে বা যে

জাতিতেই সমীরিত হইয়া থাকুক না কেন, সেইখানেই প্রাণের অকপট একটা প্রণতি জানাইবে।

এই ভাবেই তোমার পবিত্র ব্রত তোমাতে দিনের পর দিন দৃঢ়তরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিবে।

মঙ্গলাশিস গ্রহণ করিও। কুশল-সংবাদে সুখী করিও। তোমার এই স্নেহের সন্তান আনন্দেই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৮)

জয় মা ফেণী, নোয়াখালী
২১শে আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * স্ত্রীর সাহচর্য্য স্বামীর স্বর্গপ্রদও হইতে পারে, নরকপ্রদও হইতে পারে। স্ত্রীর সাহচর্য্য স্বামীর পক্ষে কিরূপ ফলদায়ী হইবে, তাহার অনেকটা নির্ভর করিবে স্ত্রীর মনোবৃত্তির উপরে। তুমি কি তোমার স্বামীকে স্বর্গসুখ দিতে চাহ, না, তুমি তাহাকে নরক ভোগাইতে চাহ, তাহার উপরেই নির্ভর করিবে, তোমার স্বামী কোন্ লোকে বাস করিবেন।

অনেক স্ত্রী স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অনেক স্ত্রী স্বামীকে পরমমঙ্গলে জাগ্রতও করিয়াছে। অনেক স্ত্রী স্বামীকে মোহাচ্ছন্ন

করিয়াছে, অনেক স্ত্রী স্বামীর চোখের বহুযুগসঞ্চিত ঘুমের ঘোর কাটিয়া দিয়াছে। অনেক স্ত্রী ভালবাসার নাম করিয়া কালকূট পিয়াইয়াছে, অনেক স্ত্রী প্রকৃত প্রেমের সঞ্জীবন-স্পর্শে মৃতপ্রায় স্বামীকে জীয়াইয়াও তুলিয়াছে। যে নারী বিষ-বল্লরীর ন্যায় মৃত্যুদায়িকা, সেই নারী আবার কল্পলতিকার ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরিকা হইতে পারে।

একটী প্রভাতেও তুমি অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুল করিও না, আজ তুমি সমগ্র দিন ধরিয়া স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। একটী সায়াহ্নেও তুমি অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যাইও না, আজ তুমি সমগ্র রজনী স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে। তীব্র চক্ষে নিজের অন্তরকে নিজে দেখিয়া লও, নিজেকে নিজে বুঝিয়া লও, পতিমঙ্গল-প্রার্থিনী তুমি কতখানি, তার ওজন লও। পতিমঙ্গলের জন্য আত্মসুখ কি তুমি বলি দিতে পারিবে? যদি পার, তবে তুমি স্বর্গদায়িনী। যদি না পার, তবে তুমি কি, তাহা নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা করিও।

রাক্ষসী রমণী স্বামীর রক্ত পান করে, দেবস্বভাবা রমণী নিজের রক্ত দান করিয়া স্বামীর প্রাণ-সঞ্চার করে। পিশাচী রমণী স্বামী-সহ নরকের ক্লেদপঙ্কে গড়াইতে চাহে, স্বর্গীয়া রমণী স্বামীকে লইয়া পুতিগন্ধ-মুখরিত নরকোৎসব-প্রাঙ্গণ দ্রুতবেগে পরিহার করিয়া কামবুদ্ধিহীন দিব্য ধামে ধাবমানা

হয়। রাক্ষসী সৃষ্টি করে ভীতিকে, পিশাচী সৃষ্টি করে ঘৃণাকে, দেবী-স্বরূপিণী স্বর্গচারিণী সৃষ্টি করে প্রেম, অভয় ও আনন্দকে। জিজ্ঞাসা কর নিজেকে, স্বামীর জন্য তুমি ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীকে সৃষ্টি করিতে চাহ।

স্বর্গসুখের লোভেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করে। স্বর্গীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন-আশেই পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কাছে ছুটিয়া আসে। সেই আশা পূরণ করিয়া দিতে যে পারে, সে-ই স্বামীর যথার্থ বান্ধবী। নরকদুঃখ নিবারণই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহনীয় দান। এই কথা মনে রাখিও।

কুশলে আছি। কুশল দিও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

জয় মা — সিরাজগঞ্জ, পাবনা

২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তোমার পত্র এখানে পৌঁছিয়াছে। আমি কুশলে আছি। তুমি ও শ্রীমান্ ন—শুভাশিস জানিও।

তোমার প্রত্যেকটী কথা যুক্তিপূত ও বিচার-সঙ্গত

হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত বন্ধ্যাত্ব লাভই সধবার সংযমের উদ্দেশ্য নহে। তোমার শিশু যখন ভুমিষ্ঠ হইবে, সকল দেবকন্যারা যেন শিশুর দোলনায় একটা করিয়া অভিনব প্রেরণার দোল দিয়া যায়, তোমার সংযম তাহারই সম্বর্দ্ধনা। কমলের মত প্রস্ফুটিত কোমল হৃদয় আর গোলাপের মত সৌরভময় সুন্দর পরাণ লইয়া তোমার শিশু আবির্ভূত হউক। তোমার সংযম তাহারই জন্য। এই কথা যে তুমি বুঝিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দ ধরে না। তোমাকে মাথায় লইয়া আমার নাচিতে ইচ্ছা করে!

জগতের যত নরনারী সবাই বিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে সমভাবে অচেতন। তোমাদের ভিতরে চেতনা জাগিতেছে। ইহা এ জাতির মহাসৌভাগ্যের এক অভ্রান্ত সূচনা। ইহা এই দেশের ইতিহাসে মহাগৌরবের এক অভিনব অধ্যায়-সংযোজনা, তোমাদের মত পুত্র-কন্যার পিতা হইয়া আমিও গৌরব অনুভব করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ব্রত সফল হউক। সার্থক হউক। ইতি—

তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৬০)

ওঙ্কার-হরি

সিরাজগঞ্জ, পাবনা
২রা কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * যে প্রশ্ন আমাকে করিয়াছ, তাহার জবাব তোমার স্বামীর নিকটেই পাইবে। আমি এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না-ই বা প্রদান করিলাম। স্বামী যদি নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করেন, ব্রত-গ্রহণ কালে যদি পত্নীর সম্মতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই স্বামী পত্নীকে অসংযমমূলক কার্য্যে সঙ্গিনীরূপে পাইতে চাহিলে পত্নীর পক্ষে কর্ত্তব্য কি হইবে, অকর্ত্তব্যই বা কি হইবে, এই ত' মা তোমার প্রশ্ন? পতিব্রতা পত্নী স্বামীর আদেশ বা অনুরোধ পালনে বাধ্য,—ইহা হইল পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের দিক্ হইতে যুক্তি। ধর্ম্মপত্নী স্বামীকে ধর্ম্মে সাহায্য করিবেন এবং অধর্ম্ম হইতে রক্ষা ও নিবৃত্ত করিবেন,—ইহা হইল, সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মের দিক্ হইতে যুক্তি। তুমি নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা কর যে, তুমি কি পতিব্রতা হইতে চাহ, না, সহধর্ম্মিণী হইতে চাহ? তুমি স্বামীকে একবার জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বা তোমাকে কিরূপে পাইতে চাহেন।

কিন্তু আসল কথাটী জানো মা? সহধর্ম্মিণী যে নহে,

পতিব্রতা সে হইতে পারে না। পতিব্রতা শব্দের প্রকৃত মানে আগে তোমাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। পতির ধর্ম্ম রক্ষাই যাহার ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। পতির আয়ুর্ব্বৃদ্ধিই যে নারীর ব্রত, তিনিই পতিব্রতা। পতির আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা বিধান করাই যাঁর ব্রত তিনিই পতিব্রতা। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও মা, তুমি সত্য সত্যই পতিব্রতা কিনা।

যখন অন্তরে এইরূপ সন্দেহ, সংশয় বা দ্বিধা জাগ্রত হইবে, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বারংবার তারস্বরে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে। মন যদি জবাব দিতে না পারে, স্পষ্ট ভাষায়, অভ্রান্ত ভঙ্গিতে পথ-নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তবে জানিও, সেই মন রুগ্ন! তখন রুগ্ন মনকে ঔষধ সেবন করাইয়া সুস্থ করিয়া লইও। সেই ঔষধ হইতেছে শ্রীভগবানের অমৃতময় নাম, যাহা তোমার জীবনের বহু বিপদ বিদূরিত করিয়াছে। দুঃখদুর্গতিলাঞ্ছন বিঘ্নবিপত্তিভঞ্জন মঙ্গলালয় নামে নির্ভর হারাইও না। শুভাশিস জানিও, ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

মাগুরা, যশোহর
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

মঙ্গলান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, সচ্চিন্তার শক্তি অপরিসীম। অহর্নিশ মনটাকে পবিত্রতাস্বরূপ শ্রীভগবানে ডুবাইয়া রাখ, চন্দনের বনে থাকিয়া ইতর বৃক্ষও যেমন চন্দন-গন্ধ-যুক্ত হয়, তুমিও তেমনি পবিত্রতাময়ী হইবে।

বিশ্বাস কর, তুমি পবিত্রতা-স্বরূপিণী জগজ্জননী। বিশ্বাস কর, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী মহামায়া। মায়ার তুমি অতীত, মোহের তুমি ঊর্দ্ধে, লালসার তুমি প্রভু, কামনা বাসনা তোমার ক্রীতদাসীরও দাসী। বিশ্বাসই তোমাকে দীপ্তিশালনী করিবে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

ওঙ্কার-গুরু

কমলীকন্দর, বরিশাল
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, পরশ্ব রাত্রি তিনটায় ষ্টিমারে উঠিয়াছি, কল্য সমগ্র দিন-রাত্রি ষ্টিমারে কাটাইয়া অদ্য এখানে আসিয়াছি। এটি একটি ছোট পল্লীগ্রাম।

পল্লীগুলিতে যখন আমি আসি, তখন আমি যেন সত্য সত্যই নিজেকে ফিরিয়া পাই। পল্লীপথের স্নেহচ্ছায়ার সাথে যেন মাতৃক্রোড়ের স্নেহস্পর্শের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মধুর 'মা' নামে তোমাদিগকে ডাকিতে যেন আমার চিত্ত আবেগে আকুল হইয়া উঠে। তোমরাও কি মা সমগ্র জগতে নিজেদের মাতৃভাব বিস্তারিত করিবার জন্য তেমন আবেগ অনুভব কর? যার চিত্ত যত পবিত্র, সর্ব্বজীবে সন্তানভাব সেই রমণীর পক্ষে তত সহজসাধ্য। আজকাল যে এক শ্রেণীর মহিলারা মাতৃভাবে পূজিতা হইতে অপছন্দ করেন, তাহার প্রকৃত কারণ, কে জানে, হয়ত বা পবিত্রতারই অপ্রাচুর্য্য।

তোমরা আজ পবিত্র হও, তাহা হইলেই তোমরা মধুর হইবে, সুন্দর হইবে।

শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

জয় পরমাত্মা

লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * দুশ্চরিত্র পুরুষের পত্নীরূপে যাহাদিগকে জীবন কাটাইতে হয়, তাহাদের দুঃখ অসীম। আবার দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর স্বামী-রূপে যাহাদিগকে সংসার করিতে হয়, তাহাদেরও দুঃখের সীমা নাই। নারী এবং পুরুষ উভয়ের জীবন হইতেই দুশ্চরিত্রতা ও অসংযম নির্ব্বাসিত হওয়া আবশ্যক। ইহাই প্রকৃত সুখের উৎপাদক। ইহাই আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠাভূমি।

জীবনকে পবিত্র কর মা, মধুর কর। জীবনকে সংযত কর মা, সুন্দর কর। জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রকৃত উন্নতির নিত্যসহচর।

কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

নিয়ত-শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

জয় মা — চৌমুহনী, নোয়াখালী
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, এখানেই একটি পল্লীগ্রামে একটী মেয়ে দেখিয়া আসিলাম, যাকে দেখিবামাত্র তোমার কথা মনে পড়িল। বারংবার আমার সেই পুরাতন কথাটীই মনে পড়িল, পবিত্রতাই সুন্দরতা, পবিত্রতাই মধুরতা। তোমার সেই পবিত্রতা দীর্ঘজীবী হউক, যে পবিত্রতার কথা স্মরণমাত্র আমারও অন্তর পবিত্রতার আবেশে আপ্লুত হয়।

কুশলে আছি। শুভাশিস জানিও। ইতি—

নিত্যশুভাশীঃ
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

জয় গুরু — গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
১১ই পৌষ, ১৩৪১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

মা, তোমার পত্র পাইয়াছি আজ একুশ বাইশ দিন। কিন্তু উত্তর দিব কখন? সময়ই পাই না। গতকল্য এখানে আসিয়াই ভগবানের কৃপায় কলেরার মত দাস্ত আরম্ভ হইয়াছে।

তাই তোমার পত্রখানার উত্তর দিবার অবসর পাইলাম। কারণ, দুস্যুগুলি শয্যায় না পড়িলে মায়ের কথা স্মরণ করে না।

জগতে সকল সৃষ্টির মধ্যে তোমরা অতুলনীয়, অনুপম। কেন জান মা? কারণ, তোমাদের স্মৃতি পবিত্রতার উদ্দীপক। তোমাদের কথা ভাবিলে প্রাণ পবিত্রতার মধুতে পূর্ণ হইয়া যায়, তিক্ত জীবন সুধাময় হয়। কারণ, মা হইয়া তোমরা সকল নীচতা, সকল হীনতা, সকল কামনা, সকল লালসা এবং সকল জঘন্যতার ঊর্দ্ধদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। তোমরা ধন্য, তোমাদের সন্তান হইয়া আমরাও ধন্য।

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, পত্র ছোট হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ববারের ন্যায় অভিমান করিবে না। মহিমান্বিতা মা আমার, পুণ্যপ্রতিভাশালিনী মা আমার, তোমার অন্তরের জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বল হউক, আরও তুমি পবিত্র হও, আরও তুমি মধুর হও।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩শে বৈশাখ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তুমি ও শ্রীমান্ দ—তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পে সুদৃঢ় থাকিও। একের দুর্ব্বলতা অপরে নির্ম্মমভাবে বিদূরিত করিও। একের মোহান্ধতা অপরে প্রবল বিক্রমে বিনাশ করিও। একের লোলুপতা অপরে অমিত শক্তিতে নির্ব্বাসিত করিও। একের শিথিলতা অপরে দৃঢ় অধ্যবসায়ে দমন করিও। একের আত্মবিস্মৃতি অপরে প্রাণপণ প্রয়াসে ধ্বংস করিও। আত্মচেতনা জাগাইও, কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্দীপিত করিও। * * * ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩শে বৈশাখ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, * * * স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্বামীর সুখ এবং দুঃখের অর্দ্ধেক তাহাকে ভোগ করিতে হয়। স্বামীর

স্বাস্থ্যজনিত আনন্দ ও অস্বাস্থ্য-জনিত অবসাদও স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হয়।

তুমি তোমার স্বামীর দেহ ও মনের সুখদুঃখের খবর লইও, তুমি আজ তোমার অপরিসীম সহানুভূতি ও মায়া-শীলতার বলে অনুসন্ধান কর, তোমার স্বামীর জন্য তোমার কোন্‌দিকে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিবার প্রয়োজন।

দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর শক্তি অবিসংবাদিতরূপে বিশাল। স্ত্রী স্বামীকে গড়িতেও পারে, মারিতেও পারে। স্ত্রী স্বামীকে বলদানও করিতে পারে, আবার বলহরণও করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীকে স্বর্গসুখও প্রদান করিতে পারে, আবার নরকেও পাঠাইতে পারে। স্ত্রী স্বামীকে নিত্যযৌবন দান করিতে পারে, আবার যৌবন-সুলভ সকল সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত, রিক্ত নিঃস্বও করিতে পারে। স্ত্রীর শক্তি অসীম। সুশীলা পত্নী স্বামীকে বল দেয়, দুঃশীলা পত্নী স্বামীকে বলহীন করে।

তুমি আমার স্নেহের মা, তুমি আমার আদরিণী কন্যা। তুমি যাহাতে মা প্রকৃত সুশীলা পত্নী হইয়া তোমার স্বামীকে বল প্রদান করিতে পার, বক্ষ-রক্ত শোষণ না করিয়া যাহাতে নব-শোণিত-প্রবাহ বর্দ্ধন করিতে পার, তদ্রূপ ভাবে চলিও। দেহের উত্তেজনার পিছে পিছে চলে মনের অবসাদ। কামের উত্তেজনায় স্বামীকে অধীর করা যেমন অকর্ত্তব্য, ক্রোধের উত্তেজনা হইতেও তাহাকে তেমন বাঁচাইয়া চলিও। কামই

সংযমের একমাত্র শত্রু নহে, ক্রোধকেও সমশক্তিমান্ জানিও।

স্বামীর প্রতি যাহার অপরিসীম মমত্ব, তাহার পক্ষেই নিজের ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিকে বলি দিয়া সর্ব্বকর্ম্মে স্বামীর হিতসাধনের চেষ্টা সম্ভব। স্বামীকে যে চাহে নিজের সুখের সাধনোপায় বা সহায়ক-রূপে, সে নিজ সুখের যূপকাষ্ঠে অনায়াসে স্বামীকে বলি দিয়া থাকে। মানুষ কেবল চৈতন্য সত্তাবিশিষ্ট জীব-বিশেষই নহে, মানুষ অগঠিত অবস্থায় একটা জানোয়ারও বটে। তাই, সে রক্তমাংসের প্রয়োজনের দিক হইতে নিজেকে জন্তু-জানোয়ারের পর্য্যায়ে ফেলিয়া রাখিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করে না। সেই ক্ষেত্রে স্বামী তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে দৈহিক-ভোগ সাধনের পূর্ণ তৃপ্তি না পাইলে রুষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী তাহার স্বামীর কাছ হইতে দৈহিক উত্তেজনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি না পাইলে রুক্ষ হয়, কোপনস্বভাবা হয়। কিন্তু মমত্ব আসিলে, কি পাইলে তুমি তোমার স্বামীর কাছ হইতে আর কি পাইলে না, তাহার বিচার-বিবেচনা নিতান্তই গৌণ ব্যাপারে পরিণত হয়। তখন তোমার স্বাভাবিক লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় যে, কি দিলে তাঁহাকে, কতটুকু দিলে, কত গভীর ভাবে দিলে, কত নিঃস্বার্থ-ভাবে দিলে। আর এইরূপ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম মমত্ব আসিয়া গেলেই দাম্পত্য-জীবন সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিময় ও সুখময় হয়। নিজ সুখলোভের দিক হইতে মনকে গুটাইয়া আনিতে পারিলেই তুমি

অসাধ্যসাধনাক্ষমা হও। মনে রাখিও, অসাধ্যসাধনের সামর্থ্য তোমার আছে মা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ত—, * * * তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর-চরণে অর্পিত পবিত্র জীবন হউক! পরমপ্রভুর নাম তোমাকে সকল বিলাপ-পল্বল হইতে রক্ষা করুক। জীবনের প্রকৃত আদর্শকে আয়ত্ত কর এবং শত সহস্র পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনীর আদর্শস্থানীয়া হও।

সরলতা আর পবিত্রতা জীবনের দুই পরম সম্পদ। সরলতা আর পবিত্রতা জীবনের দুই পরম শান্তি। এই দুইটির অনুশীলন বাড়াইও। অকপট হইও আর নির্ম্মল রহিও। সধবার জীবন বড় দায়িত্বপূর্ণ জীবন। সরলতার অভাব ঘটিলে এই জীবন শুষ্ক মরুভূমির তুল্য। পবিত্রতার অভাব ঘটিলে এই জীবন নরকের ন্যায় পূতিগন্ধময়। তুমি তোমার সরলতা দিয়া স্বামীর মনকে জয় কর, পবিত্রতা

দিয়া তার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইন্দ্রিয়জয়ী সধবার সদাহাস্য মুখরিত মুখমণ্ডলের দীপ্তি তার স্বামীকে অটুট স্বাস্থ্য, সবল দীর্ঘায়ু, অক্ষয় স্বর্গ ও অমরত্ব দান করে।

সরলতা যাহার সম্পদ, পবিত্রতা তাহার আপনি আসে। পবিত্রতা যাহার ব্রত, সরলতা তার আপনি ফোটে। একটী অপরটীর উপরে অপেক্ষাশীল। ইহা মনে রাখিও।

তোমার লক্ষ্য তুমি ভুলিও না, তোমার স্বামীকে তাহার লক্ষ্য ভুলিতে দিও না।

গাত্র, বস্ত্র ও শয্যার পরিচ্ছন্নতাও যে অধিকাংশ সময়ে মনের পরিচ্ছন্নতার পোশাক, তাহা ভুলিয়া যাইও না। পরিচ্ছন্ন দেহে মন পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিচ্ছন্ন বস্ত্র দেহের পরিচ্ছন্নতার পরিপোষণ করে। পরিচ্ছন্ন শয্যা নিদ্রাকালীন বা শয়নকালীন মনকে পরিচ্ছন্ন থাকিবার সহায়তা করে। শয়ন-গৃহকে মন্দিরের দৃষ্টিতে দেখিবে, শয্যাকে ভগবানের পূজার সিংহাসন জানিবে। শয়নকালে ভগবানের নাম করিতে করিতে নিদ্রাগত হইতে ভুলিবে না।

মুখখানাতে নিয়ত রাখিবে হাসি ফুটাইয়া। তোমার মুখচ্ছবি যেন তোমার স্বামীর অন্তরে আনন্দের ও তৃপ্তির ফোয়ারা খুলিয়া দেয়। স্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন এবং শ্রদ্ধা-সম্পন্ন স্বামীরাই যে সর্ব্বাপেক্ষা কম কামুক, এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটী হইতে দৃষ্টিকে কখনও দূরে যাইতে দিও না। রুষ্ট স্ত্রীকে প্রসন্ন

করিবার নাম করিয়াই অধিকাংশ স্বামী জীবনের অধিকতম কামচর্চ্চা করিতে বাধ্য হয়। স্নিগ্ধা, তুষ্টা, শান্তা পত্নী স্বামীর সংযম-সামর্থ্য বর্দ্ধন করে। নিরুদ্বেগ প্রসন্ন চিত্তে সংযম-পালনকারী স্বামী সুস্থ দীর্ঘায়ু হয়।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ক—, ব্রহ্মচর্য্যের যে কি শক্তি, তাহা শ্রীমতী পি—র দৃষ্টান্ত হইতে অবগত হইয়াছ। স্বামীর সহিত ভোগ লালসাহীন জীবন যাপন করিলে যে ত্যাগের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, পি—তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। তোমাদের জীবন ত্যাগের জীবনে পরিণত হোক। তোমাদের ত্যাগের দ্বারা জগৎ লাভবান্ হউক্,—দেশ উন্নীত হউক্,—পতিতের উত্থান লাভ ঘটুক। অনাদি কাল হইতে ত্যাগের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের এবং ব্রহ্মচর্য্যের সহিত ত্যাগের অবিচ্ছেদ্য নিগূঢ় সম্বন্ধ বিরাজিত রহিয়াছে।

অসংযতেন্দ্রিয় কামুক-কামুকীর ত্যাগ একটা মুখের কথা মাত্র। ভোগপরায়ণ নরনারী সামান্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অসামান্য অনুতাপ করে, ইন্দ্রিয়-বিমুখ নরনারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া হাসি-মুখে এক অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ আস্বাদন করে। ক্ষণিকের উত্তেজনায় জগতের যত স্থানে যত ত্যাগ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের ফলও ক্ষণপ্রসারী হইয়াছে এবং ত্যাগ আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি না করিয়া সেই সকল স্থলে আত্মবিক্ষেপ ও আত্মধিক্কারেরই জনক হইয়াছে। আমি এক মহাশক্তিধর অপূর্ব্ব পৌরুষদীপ্ত আতমর্য্যাদাসম্পন্ন বীর্য্যবান্ মহাজাতি সৃষ্টি করিবার ভূমিকা স্বরূপেই আমার বিবাহিত পুত্রকন্যাদের দাম্পত্য-জীবনকে সুপ্রযুক্ত দেখিতে চাহি। ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব তোমাদের দেহমনকে অবলম্বন করিয়া ভূমিষ্ঠ হউক, ভারতের ভবিষ্যৎ-মহিমা তোমাদের সংযম-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া আবির্ভূত হউক, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তোমাদের ত্যাগের স্বর্ণাক্ষরে খচিত হউক। ধন জন, প্রাণ সব তোমরা ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর এবং সেই ত্যাগের সৌরভ দিগ্‌দিগন্তকে আমোদিত করুক। ব্রহ্মচর্য্যই ত্যাগের প্রকৃত ভিত্তিভূমি, ব্রহ্মচর্য্যই ত্যাগ-জীবনের চরমোৎকর্ষ-বিধায়ক, ব্রহ্মচর্য্যই ত্যাগ-বিশ্বাসের উদ্বোধক। তোমরা ব্রহ্মচারী হও, ব্রহ্মচারিণী হও, তোমাদের পুণ্যে জগৎ ধন্য হউক।

দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পারস্পরিক ভালবাসারই এক অমৃতময়

পরিণাম, ব্রহ্মচর্য্য তোমাদের আন্তরিক বিচ্ছেদের ফল নহে। এক একটী পরম সত্যকে প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একে অন্যের প্রতি প্রীতিময়ী সহায়তা বিস্তার করিও। রক্তচক্ষুর আঘূর্ণনের মধ্য দিয়া নহে, প্রেমের আকুল আবেদনের মধ্য দিয়াই তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আত্মার আত্মায় একে অন্যের আপন হও, আত্মার আত্মায় একে অন্যের নিকট হও, আত্মার আত্মায় একের সহিত অপরের মিলন হউক। দেহের ক্ষুধা আত্মায় এই মিলনানন্দ দেখিয়া স্বেচ্ছায় পলায়ন করিবে। তোমাদের অফুরন্ত প্রেমের অনাবিল আনন্দ অন্তরের সকল অপূর্ণতাকে ভরিয়া দিবে দিবা অনুভূতিময় তৃপ্তির প্রসাদে, দেহের প্রতি রোমকূপ হইতে ইন্দ্রিয়ের পিপাসা দূরে সরিয়া যাইবে।

রমণ-সুখ দিয়া দেহের লালসায় ইন্ধন যোগাইয়া কোনও পত্নী কি কোনও স্বামীকে কখনও চরম পরিতৃপ্তি দিতে পারে? স্বামীই কি পারে এই পথে কখনও তাহার স্ত্রীর পরম পরিতুষ্টি বিধান করিতে? এই পথে ইহাদের একজনেও কি পারে নিজেরই চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি সংগ্রহ করিতে?—পারে না। পারে না বলিয়া দেহসুখের ঊর্দ্ধে নিজেকে স্থাপন করিয়া অনন্ত অখণ্ড অসীম অপার অফুরন্ত ভালবাসায় পরস্পর পরস্পরকে পরিষিক্ত করিয়া তবে সত্য সুখ পায়, তবে সত্য সুখ দেয়। তাই দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য আর গভীরতম দাম্পত্য

প্রেম সমার্থ সূচক হইয়া দাঁড়ায়। * * * প্রেমই ব্রহ্মচর্য্যের ধারক, বাহক ও পোষক। প্রেমই ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি ও চূড়া।

কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা পি—, তোমার ভক্তিমাখা নির্ভরতাপূর্ণ পত্রগুলি পাইলে কি যে আনন্দ হয়, তাহা বলিবার নহে। ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে ত্যাগ দিয়াছে, ত্যাগ তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছে এবং ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য একত্র মিলিয়া তোমাকে এই অত্যাশ্চর্য্য নির্ভরশীলতা দিয়াছে। অনেক তপস্যা করিয়া অনেক কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া যে নির্ভরশীলতা যোগীঋষিদের আসে, তোমার তাহা আসিয়াছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে,—"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং",—কৃচ্ছ্র সাধনাকেই তপস্যা বলে না,—ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার উত্তম তপস্যা। দেশ এবং বিশ্বের সেবকেরা যখন জানিবেন যে, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বপ্রকার ত্যাগাকাঙ্ক্ষার প্রকৃত দৃঢ়তা-বিধায়ক

উপাদান, তখন আর তাঁহাদের কোনও মহদাকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকিবে না জানিও।

তোমার ত্যাগস্পৃহা যে তোমার শিশু পুত্রটীর মধ্যেও কাজ করিয়াছে, এই অবোধ শিশু যে জগৎকল্যাণ-মহাযজ্ঞে কিছু দান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে এবং শেষ পর্য্যন্ত যে নিজের পরিধেয় হাফ্‌প্যাণ্টটী না দিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে নাই, এই সংবাদ শুনিয়া আমার আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পিতামাতার দৃষ্টান্ত শিশুর ভিতরেও ক্রিয়া করিতেছে। সমগ্র ভুবন ত্যাগীদের মহিমায় পূর্ণ হউক।

তোমার সংযমসৌরভামোদিত সুন্দর জীবনের সৌরভ তোমার সংসারী আত্মীয়েরা অনুভূতিতে আনিতে পারিতেছেন না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না। সত্যবস্তুর মর্য্যাদা অনুভব করিতে হইলে জীবনে কিছু সত্যের সাধনা চাই। ইঁহারা তাহা করেন নাই। কামাতুরতার মধ্য দিয়া ইঁহারা জীবন পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন। যৌবনোন্মেষ অবধি ইঁহারা ইতরজন্তুসুলভ যৌনসুখকামনার অনলে হিতাহিত-জ্ঞানবর্জ্জিত আত্মোৎসর্গকেই বিবাহ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা স্ত্রীকে সম্ভোগের উপকরণ এবং পুরুষকে সম্ভোগের যন্ত্র বলিয়া চিরকাল গণনা করিয়াছেন। রমণীমাত্রকে কদর্য্যসুখের পরিতৃপ্তিদাত্রী এবং পুরুষমাত্রকেই ইঁহারা রমণীমোহের ক্রীতদাস বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। ভোগের উপরে ত্যাগের কি শক্তি,

ইতর-সুখের উপরে সংযম-প্রয়াসের কি প্রভাব, নীচ লালসার উপরে আত্মদমনের কি কৌলীন্য কেহ ইঁহাদিগকে সেই বিষয় শ্রবণ করান নাই। এই জাতীয় দৃষ্টান্তও ইঁহারা কখনও দর্শন করেন নাই। তাই, ইঁহারা তোমাদের পবিত্র জীবনের উপরে আক্রমণমূলক আলোচনা-সমূহ পরিচালিত করিতেছেন। কিন্তু মা ইহার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিও না। জগতে মহদাদর্শ যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শত বাধা ঠেলিয়া, বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। কামাকুলিত চিত্ত লইয়া তোমার যে সকল আত্মীয় ও আত্মীয়া তোমাকে মহৎ সঙ্কল্পে বাধা দিতেছেন, সময় আসিবে, যখন তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্রতায় লজ্জিত হইবেন, নিজ নিজ মতামতের ব্যর্থতা অনুভব করিবেন এবং তোমার জীবনের সদ্‌দৃষ্টান্তের ঔজ্জ্বল্যে ও গৌরবে মুগ্ধ হইয়া তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও পূজাবুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। তোমরা তোমাদের ব্রতে স্থির থাক, সঙ্কল্পে অটল থাক, প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত থাক। দৃঢ়তাই তোমাদিগকে মহিমান্বিত করিবে, তেজস্বিতাই তোমাদিগকে বিঘ্নজয়ী করিবে, অনমনীয়তাই তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিবে। বিনয় সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু নিজ জীবনের আদর্শকে বলি দিয়া কোনও প্রকার বিনয়ই কল্যাণ-প্রার্থীর নিকটে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

তোমার প্রতিবেশিনী শিক্ষক-পত্নীর মতামত ও সমালোচনা

প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার বিবৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার চিত্ত স্নেহশীলই হইয়াছে। জাতিভেদ, উপাসনা-পদ্ধতি, ধর্ম্মমত ও সমাজসংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে বাহ্যতঃ তিনি তোমার প্রতি যত রুক্ষ মত ও ব্যবহারই প্রদর্শন করুন, বিবাহিত জীবনে সংযমের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি যখন তোমার আদর্শের প্রতি অকপট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন জানিও, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার অন্তরে সর্ব্বশুভের উৎসধারা প্রবাহিত হইতেছে। সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার পাইলেই এইরূপ সদাত্মাদের অন্তরাকাশের অমানিশা দূর হয়, পূর্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস নাস্তিকতার স্থান এবং ভাবভক্তি শুষ্ক বিচার-বিতর্কের স্থান অধিকার করে। তার্কিকতা দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিও না। সব সত্যকে অস্বীকার করিয়াও যে রমণী বিবাহিত জীবনে সংযমের আবশ্যকতাকে স্বীকার করে, আমি তাঁহাকে মহাজ্ঞানবতী বলিয়া, মহাশক্তির সাক্ষাৎ বিকাশ-প্রতিমা বলিয়া শত প্রণিপাত করি। * * * কুশলে আছি। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ন—, তোমার ভক্তিমাখা পত্রখানা পাইলাম। তুমি লেখাপড়া শিখিতে যত্ন পাইও। আমার কন্যারা লেখাপড়া শিখিতে চেষ্টা করিলে আমি আনন্দিত হই। কারণ, অশিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষার অভাবে নিয়ত নিজেদের, স্বামীর ও পুত্রকন্যার অহিত সাধন করিয়া থাকে। শিক্ষা মনকে মার্জ্জিত করে, রুচিকে শুচিতা দেয়, অসৎ সংসর্গে অনাদর জন্মায়।

যে শিক্ষায় জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুসরণে উৎসাহ দেয়, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের জীবনের গুহ্য কাহিনীর আলোচনা আদিতে মনকে বিমুখ করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্পর্ককে পবিত্রতর এবং গভীরতর করে, একের উন্নতি-সাধনে অপরকে যোগ্যতা প্রদান করে, তাহাই সুশিক্ষা।

প্রাচীনকালে নারীরা রতি-শাস্ত্র শিখিত। স্বামীকে রতিদানে বিমোহিত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতীয় জীবনে রতিচর্চ্চাও আধ্যাত্মিক সাধনার সহায়িকারূপে গৃহীত হইয়াছিল। পুরাণাদিতে বহু দম্পতীর কঠোর তপস্যার বিবরণ

আছে, তাহাদের তপস্যান্তিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার সাধারণ মানুষের পাশব ব্যবহার ছিল না। সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে নিজে তাহা বুঝিবে।

তোমার স্বামীকে তুমি বৃথা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা কর শুনিয়া বড়ই সুখানুভব করিতেছি। সংযম একটা বিরাট শক্তি। এই শক্তির আগে তোমরা অধিকারী হও। তারপরে ইচ্ছামত পুত্রকন্যা উৎপাদনে জগৎ লাভবান্ হইবে। তদ্রূপ কাম-চর্চ্চায় দম্পতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলনকে "পাপ" আখ্যা প্রদান করিয়া বিবাহিত সাধকদিগকে অপমানিত করিতে পারি না। বিবাহিত জীবনে দৈহিক মিলনের প্রয়োজনও আছে, অধিকারও আছে। স্বামী ও পত্নীর ইন্দ্রিয়গত মিলন সময়-বিশেষে তাহাদের আত্মিক মিলনের সহায়কও হয়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু কামের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া যাহারা দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মিলন ঘটায় এবং একমাত্র কর্ত্তব্য বোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সম্ভোগ-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি করে, তাহারাই প্রকৃত গৃহী। তোমরা প্রকৃত গৃহী হও। প্রকৃত গৃহী হইতে হইলে প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিজের অধীন করিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয়ত্বই প্রকৃত গৃহীর প্রথম লক্ষণ।

আমার মতে বিবাহের পরে পূর্ণ তিন কিম্বা ছয় বৎসর

কাল একত্র বাস করিয়া সম্যক্-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিবার পূর্ব্বে কোনও দম্পতীর প্রথম সন্তানোৎপাদনে ব্রতী হওয়া উচিত নহে। বিবাহ চৌদ্দ বা ষোল বৎসরে হইলে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। যৌবনই সন্তান-প্রসবের আদর্শ সময়, এই জন্যই দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা করিলাম না। দায়ে পড়িয়া নহে, প্রেম সহকারে এই তিনটী বৎসর সংযম পালন করা তোমাদের কর্ত্তব্য। শেষ যৌবনে সন্তান-প্রসব প্রসূতির পক্ষে কষ্টকর ও আশঙ্কাজনক এবং যৌবনোপগমে সন্তান লাভ অনেক সময়ে সূদূরপরাহত। এই জন্যই ছয় বা তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের পরে সন্তানোৎপাদন সঙ্গত। বিবাহ-মাত্রই দেহ-সুখ-লালসায় মজিলে জীবনে আর ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। বিবাহ-মাত্রই দেহসুখে মজিলে বিবাহিত জীবনের মাধুর্য্য চিরস্থায়ী হয় না, দেহসুখ আত্মার সুখকে সঙ্কুচিত করে এবং দেহের জড়তা সুখেরও জড়তা সৃষ্টি করে। কিন্তু ত্রিবর্ষ-ব্যাপী সংযমকে উদ্‌যাপন করিয়া সন্তানোৎপাদনে ব্রতী হইলে দেহ-সুখ-লালসা সংযম-সাধনার শক্তির নিকটে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া বিরাজিত থাকে এবং দেহ বয়সের ধর্ম্মে যখন সম্ভোগের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, তখনও আত্মায় আত্মায় অনির্ব্বচনীয় কাম-গন্ধহীন মিলন-সুখ আস্বাদিত হইতে থাকে। যে প্রেম চিরকাল-স্থায়ী, যে প্রেম অনন্তফলদায়ী, যে প্রেম অমিত-সুখ-

প্রভাবী, তাহা সংযম হইতেই সঞ্জাত হয়, অসংযমে নহে।

অন্তরের দ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করিতে চেষ্টা কর, কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম। ধর্ম্ম-কাজে তুমি তোমার স্বামীর সহকারিণী হও, অধর্ম্ম-কাজে তাঁহার মনে অপ্রবৃত্তি সৃষ্টি কর। পুণ্যের প্রতি তাঁহাকে আকর্ষণ কর, পাপ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর। তোমার সংসর্গ তোমার স্বামীর বলবর্দ্ধন করুক, তোমার প্রেম তাহার মনের দুষ্প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করুক। প্রাণের শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রাণবন্ত কর, হৃদয় দিয়া তাঁহার হৃদয়কে জাগাও। বিবেকের আলোকে তাঁহার অন্ধকার হৃদিকন্দর আলোকিত কর।

শুভাশিস জানিও। আশ্রমের সকলের কুশল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, অদ্য তোমার স্বামীর একখানা পত্র পাইলাম। তোমার স্বামী লিখিলেন,—"পূর্ণ সাতাশ বৎসর বয়সে জীবনকে যে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ মনে করে, বুঝিবেন বাবা সে কি দুঃখেই

আছে।” বাস্তবিকই তোমার স্বামীর মানসিক যন্ত্রণার একটা অন্ত-অবধি না।

এই কথাগুলি তোমার কাছে লিখিবার আমার প্রয়োজন পড়িত না, যদি না জানিতাম যে, তুমি সম্পূর্ণ না হউক, বহুলাংশে তোমার স্বামীর দুঃখকে দূরীভূত করিতে পার।

তোমার স্বামী লিখিয়াছেন,—“আমি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার-সম্পাদনে বর্ত্তমানে দৈহিক ভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম, কারণ, আমি নিজ দোষে হৃতবীর্য্য। বাল্য-বিবাহের ফলে বহু বৎসর ধরিয়া অবিরাম ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া দুর্ব্বল ও ক্ষীণশক্তি। কিন্তু তথাপি সুখলালসা অত্যন্ত প্রবল, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়, কিছুতেই নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারি না, স্ত্রীর নিকটে আসিলে আর একটী মিনিটও সবুর সহিতে পারি না। জানি আমি মন্দ কাজ করিতেছি, পাপের পথে চলিতেছি, তবু নিজেকে দমন করিতে পারি না, আমি এমনই দুর্ভাগা।”

তোমার স্বামী আরও লিখিয়াছেন,—“আমার অকালমৃত্যু আমি নিজেই সাধিয়া আনিয়াছি। আয় নাই, খরচ বেশী। আমার উপরে ভাল, ভিতরে সব অন্তঃসারশূন্য। আমার স্ত্রী অশিক্ষিতা সেকেলে রমণী, তাহাতে বয়সে যুবতী এবং গ্রাম্য সঙ্গিনীরা কেহই তাহাকে হিতবুদ্ধি দিবার জন্য নাই। বলুন

আমি কি করিব? এভাবে তিল তিল করিয়া মরিতে প্রাণে সহে না। আমার কি যে করিতে ইচ্ছা করে, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়াছি লালসার উত্তেজনায়, পরে ইন্দ্রিয়-সেবা চালাইয়াছি স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য, এখন ইন্দ্রিয় সেবার দাসত্ব করিতেছি নিছক অভ্যাসের দোষে। আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে প্রাণে বাঁচান।”

তোমার স্বামী আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা তোমার কর্ণে পৌছাইতে পারি না। তুমি তোমার স্বামীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সকল দুঃখের খোঁজ লইও। কারণ, যতই তুমি অশিক্ষিতা হও, যতই তুমি সেকেলে হও, আজ তোমার স্বামীর ভীষণ দুর্দ্দিনে একমাত্র তোমারই ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিবার, সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার। তুমিই আজ তাঁহার প্রাণদায়িনী মহাশক্তি হও, তুমি তাঁহার মৃতকল্প দেহ-মনে নবজীবন সঞ্চারিত কর। স্ত্রী জগতে কি না করিতে পারে?

তুমি আজ তোমার স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিবে, এই আশাতেই আমি তোমাকে এই পত্রখানা লিখিতেছি। তুমি তোমার স্বামীর নিকটে আজ আশার বাণী বহন করিয়া লইয়া চল। আজ তাঁহাকে শুনাও যে, বহু শিক্ষিতা রমণী নিজ নিজ স্বামীর জন্য যাহা করিতে চাহে নাই অথবা করিতে পারে নাই, তাহা তুমি করিতে সানন্দে

ইচ্ছুকা আছ এবং তাহা তুমি করিবে। তাঁহাকে শুনাও যে, তুমি আজ এমন এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চখের সুমুখে আবির্ভূতা হইবে, যে-মূরতি দর্শনে তাঁহার মন হইতে কাম-লালসা, ভোগ-কামনা দূর হইয়া যাইবে। তুমি আজ তাঁহাকে শুনাও যে, তাঁহার মঙ্গলের জন্য, তাঁহার উন্নতির জন্য, তুমি তাঁহাকে বৃথা মৈথুনে বাধা দিবে, তুমি তাঁহার ভোগ-লোলুপতার লেলিহান অনলে বারিরাশি বর্ষণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে। তুমি তাঁহাকে জানাও যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি অতীতে শতবার তুমি তাঁহার ভোগ-প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া থাক, তবে আজ হইতে তাহা হইতে বিরত হইবে এবং তাঁহার সকল দৈহিক উত্তেজনা ও মানসিক বিহ্বলতা তুমি ভগবানের নামের বলে মহাপুরুষদের কৃপার বলে দূরীভূত করিবে। তাঁহাকে আজ জানাও যে, জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভে, পুরুষোচিত ধৈর্য্য লাভে, সংযম-সাধনায় সিদ্ধিলাভে তুমি তাঁহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিবে।

অপরাপর বহু বিষয়ে আমি তোমার স্বামীর পত্রে লিখিলাম। উভয়ে উভয়ের পত্র পাঠ করিও এবং একজনে আর একজনকে নিজ নিজ সৎসঙ্কল্পের বিষয় খুলিয়া বলিও। যখন মনের বল কমিতে চাহিবে, আমার পত্রগুলি তখন বারংবার পড়িও। আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া প্রত্যেকটী অক্ষর লিপিবদ্ধ

করিয়াছি, আমার লিখিত প্রত্যেকটী অক্ষর তোমাদের জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিবে। শুভাশিস জানিও, কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, তোমার পত্রখানা পাইয়া কি যে সুখী হইয়াছি, বলিবার নহে। বাপধনের মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি শিক্ষিতা। কিরূপ শিক্ষিতা, বুঝিতে পারি নাই। স্কুল-কলেজের চূড়ান্ত শিক্ষা পাইয়াও অনেক ছেলেমেয়ে নিরেট অশিক্ষিত থাকে। কিন্তু তোমার পত্রের প্রত্যেকটা অক্ষর আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, প্রকৃত বিদ্যার ধনে তুমি ধনী, তোমার শিক্ষা শুধু পুস্তকগতই নহে।

"সা বিদ্যা যা পরা বিদ্যা," ব্রহ্মবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। যে বিদ্যার অনুশীলন করিলে পরমতত্ত্বকে জানা যায়, তাহাই

প্রকৃত বিদ্যা। এই বিদ্যায় যে অনুরাগী, সে-ই প্রকৃত শিক্ষিত। এই বিদ্যায় যার আগ্রহ, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী। ভগবানকে পাইবার প্রণোদনা যার দেহমনপ্রাণ ব্যাপিয়া, ভগবানকে জানিবার প্রেরণা যার অন্তরের অন্তর জুড়িয়া, সে-ই যথার্থ শিক্ষিত, সে-ই যথার্থ পণ্ডিত।

আমি একটী পাশ্চাত্যবিদ্যাধুরন্ধর অধ্যাপকের কন্যার মধ্যে এতটা আশা করি নাই। কিন্তু তুমি আমাকে আশার অতিরিক্ত দিয়াছ! যে পরমপ্রভুর কৃপায় জগতে সর্ব্বদা অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, তাঁর পাদপদ্মে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

তুমি তোমার স্বামীর ও আত্মার উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক ভোগলালসা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই একটী মাত্র সংবাদই আমাকে আনন্দে অধীর করিয়াছে। এই একটী মাত্র প্রীতিপ্রদ সংবাদই তোমাকে আমার মায়ের যোগ্যা করিয়াছে। সংযমের সুরভি-চর্চ্চিত দেবী প্রতিমাকেই প্রাণ ভরিয়া মা ডাকে অভিনন্দিত করিতে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া ধাইয়া চলে। যদি জাগিয়াছ জননী, আর ঘুমাইও না। যদি বুঝিয়াছ সংযমেই সুখ, ত্যাগেই আনন্দ, ইন্দ্রিয়-জয়েই গৌরব, তবে আর যেন এই মহাবীজমন্ত্র ভুলিও না।

আজিকার পত্নী স্বামীকে লইয়া ইতর সুখভোগে দিন কাটাইতে চাহে। পত্নীকে লইয়া আজিকার স্বামী নারকীয়

জঘন্যতায় খেলিয়া বেড়াইতে চাহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, এবং মন-প্রাণ-হৃদয় সব গিয়া একমাত্র ভোগের ইন্দ্রিয়ে বাঁধা পড়িয়াছে। একটী মাত্র ভোগেন্দ্রিয় আধুনিক নরনারীর ধ্যানবস্তু হইয়াছে। স্বামী না বুঝে পত্নীর মঙ্গল, পত্নী না বুঝে স্বামীর কুশল। একে যে অন্যকে দেহে মনে হনন করিতেছে, একের আচরণে অপরের যে অপূরণীয় ক্ষতিই দিনের পর দিন সাধিত হইতেছে এবং সুখ-লালসায় উভয়েই যে কি দেহের দিক্ দিয়া, কি মনের দিক্ দিয়া, আত্মহত্যা করিতেছে, এই কথা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না। এই দুঃখময় অবনতিদশায়, এই পরমদুর্দ্দিনে, তোমাদের মত সংযমা-গ্রহিণী কল্যাণবতী ললনাদের আবির্ভাব এই যুগেরই এক অলঙ্ঘনীয় দাবী। তোমাদের আবির্ভাব এই মূর্চ্ছাদশাপন্ন, মরণ-বিপন্ন, তমোঘোরাচ্ছন্ন জাতিকে বাঁচাইয়া তুলুক।

বিবাহের পরে স্বামী যদি দেখে, তার পত্নী দৈহিকভাবে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম, তাহা হইলে তার পক্ষে সঙ্গত নহে, ছেঁড়া চটি জুতার ন্যায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহুকাল যাবৎ হিন্দু স্বামী তাহা করিয়া আসিতেছে। বিবাহের পরে পত্নী যদি দেখে, তার স্বামী দৈহিক ভাবে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অক্ষম, তাহা হইলে তার পক্ষে সঙ্গত নহে, স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আইনের সাহায্যে পত্যন্তর গ্রহণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ করিবার চেষ্টা এক শ্রেণীর রমণীদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। দেহটাই কি স্বামীর

সব? ভোগেন্দ্রিয়েই কি স্ত্রীর সবখানি অস্তিত্ব? ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের অক্ষমতাই কি তাহার সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যর্থ করিয়া দিল? ইন্দ্রিয়সুখত্যাগী ব্যক্তিরা কি জগতে বৃথাই জন্মগ্রহণ করিলেন? ভোগেন্দ্রিয়ের ব্যবহার হইতে যাঁহারা আমৃত্যু স্বেচ্ছায় বিরত রহিলেন, তাঁহারা কি একেবারেই অপদার্থ? ভোগেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিয়া যাঁহারা জ্ঞান ও বিদ্যায়, ত্যাগে এবং সেবায় জগৎকে লাভবান্ করিয়াছেন, তাঁহারা কি বিফলেই বহিয়া গেলেন?

ভোগেন্দ্রিয়ই মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। ভোগেন্দ্রিয়ের সক্ষমতা বংশবৃদ্ধির কারণ মাত্র। ভোগেন্দ্রিয় সবল না থাকিলে বংশ-লোপের সম্ভাবনা। ভোগেন্দ্রিয়ের এইটুকুই মাত্র সম্মান। কিন্তু বংশরক্ষা না করিয়াও মানুষ শত শত পুত্রকন্যার পিতামাতা হইতে পারে। বংশধারা প্রবাহিত না করিয়াও মানুষ নিজের সাধন-ধারা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জগতে প্রবাহিত করিতে পারে। ভোগেন্দ্রিয়ের কৌলীন্য শুধু ঔরসজাত সন্তানের সৃষ্টিতে। এইটুকু ভুলিয়া গিয়াই গৃহীর জীবনে যত দুর্গতি আসিয়াছে।

স্ত্রী বা স্বামী উভয়ের মধ্যে একজনের যদি ভোগেন্দ্রিয়ের ব্যবহার-সামর্থ্য সন্তান-জননের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবার কোনও কারণ নাই। ভোগেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের সমস্ত চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের

সম্পূর্ণ অস্তিত্বটাকে ভগবৎ-সেবায়, জীবদুঃখ বিদূরণে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসারে নিয়োজিত করিয়া দাও। স্বয়ম্বরা হইয়া যাহারা স্বামী গ্রহণ করে, তাহারাও এই দৈবদুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পায় না। তাহাদেরও কত জনের স্বামীর ভোগেন্দ্রিয়ের সামর্থ্যে অল্পতা থাকে। কিন্তু ভোগ-সুখই যখন জীবনের সব-কিছু নয়, তখন এই বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ণ হওয়া ভুল। কেননা, যে কারণেই স্বামী ভোগ-সামর্থ্যহীন হউন না কেন, সংযমের দ্বারা তাহার এই সামর্থ্য ফিরিয়া আসিতে পারে। একটু চেষ্টা করিলেই হয়। আধুনিক যুবকেরা অনেকেই রিক্তশক্তি হইয়া বিবাহ করে এবং বিবাহের পরেই হয় লালসার প্ররোচনায় নতুবা স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য ভোগের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দেয়। তাই, তাহারা আর তাহাদের প্রণষ্ট শক্তিকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না। তুমি তোমার স্বামীকে সংযমের প্রতি নিষ্ঠাবান্ কর, নিশ্চিত তোমার স্বামী তাঁর সমগ্র শক্তি ফিরিয়া পাইবেন। তুমি তোমার প্রত্যেকটী ব্যবহাররের দ্বারা, প্রত্যেকটী অঙ্গভঙ্গী ও প্রত্যেকটী বাক্যেঙ্গিতের দ্বারা তাঁর অন্তরে নিষ্কামতার মধুস্রোত প্রবাহিত করিয়া দাও। তোমাকে দর্শনে, তোমাকে স্পর্শনে, তোমার মধুময় কণ্ঠকাকলী শ্রবণে, তোমার চিকুরবিন্যাস বা বেশভূষা পরিধানে যেন কোন প্রকারেই তাহার মনে লালসার উৎকট মদিরার প্রতিক্রিয়া না জন্মিতে পারে, তুমি তার জন্য প্রস্তুত হও, তার জন্য সতর্ক থাক। তোমারই সাধনায় তোমার স্বামী তাঁর পুরুষোচিত

সমগ্র শক্তি ফিরিয়া পাইবেন। শ্রীমান্ য—কে এক নিমেষের জন্যও তাহার অসুখের বিষয় চিন্তা করিতে দিও না।

অবশ্য, দায়ে পড়িয়া যাহারা সংযম পথাশ্রয়ী হয়, তাহারা স্বেচ্ছাবরণকারী সংযম-পন্থীর চেয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু তোমার পত্র আমাকে বলিয়া দিতেছে, সময়ে সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলে তুমি স্বেচ্ছায় সংযম-ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজ চরিত্রের মহিমা ও হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিতে পারিতে।

সংসার-সুখ হইতে মন তুলিয়া লও এবং স্বামীর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনা জাগাইয়া দাও। স্বামী-পত্নী মিলিয়া জগতের সেবা করিবে, বিশ্ববাসীর দুঃখ দূর করিবে, নিত্যকালের সখাসখীর ন্যায় গলাগলি ধরিয়া ত্রিভুবন বিচরণ করিবে, আর কে কোথায় ক্ষুধিত, কে কোথায় তৃষিত, কে কোথায় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, তাহা খুজিয়া বাহির করিবে এবং ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা দূর, তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণানিবারণ, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিবে। উভয়ের মানস পটে এই অপূর্ব্ব-সুন্দর আলেখ্য আঁকিয়া লও, জীবনটাকে মহৎ কর্ম্মের বেদীমূলে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হও মা, সার্থক হও।

উভয়ে শুভাশিস জানিও। আমারা কুশলে আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ বর্দ্ধমান
১২ই আষাঢ়, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আশ্রমে থাকিতেই তোমার পত্রখানা পাইয়াছিলাম। এত ব্যস্ত এই কয়দিন ছিলাম যে, তোমার পত্রখানা পড়িবারও অবসর পাই নাই। এখানে আসিয়া একটু অবসর পাইলাম।

সধবাদিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংযমই পালন করিয়া যাইতে হইবে, অপত্যোৎপাদন কখনই তাঁহারা করিবেন না, ইহাই আমার বক্তব্য নহে। অপত্যজনন তাঁহারা করিবেন, কিন্তু তার পূর্ব্বেই জিতেন্দ্রিয়ত্বের সাধনাকে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। যৌবন-বিবাহের আমি সর্ব্বস্থলে পক্ষপাতী নহি। পনের বা ষোল বৎসর বয়সেই কন্যাদের বিবাহ হইবে এবং বিবাহের পরে অন্ততঃ ছয় বৎসর কাল স্বামীসঙ্গে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে পালন করিয়া বাইশ বৎসর বয়সে তাহারা প্রথম সন্তান প্রসব করিবে, ইহাই আমার মত। প্রথম সন্তান প্রসবের পরে পুনরায় সঙ্কল্প পূর্ব্বক ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া আঠাশ বৎসর বয়সে সধবা রমণী দ্বিতীয় সন্তানের জননী হইবেন। এই ভাবে খণ্ডিত ভাবে দ্বাদশ বর্ষ দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের পরে নিজেদের রুচি এবং দেশ ও

জাতির প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা যদ্রূপ সম্ভব পুত্র-কন্যার জননী হইবেন। দেশ ও সমাজের প্রয়োজন বুঝিয়া তখন তাঁহারা হয় অত্যন্ত সংযত হইবেন অথবা বহু সন্তানের জনক-জননী হইবার জন্য অধ্যবসায় করিবেন। এই দুই একটী দুর্লভ দম্পতীকেই আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে উপদেশ দিব, সকলকে নহে।

যৌবনের পূর্ণতার সময়ে, সন্তান-প্রসব না করিলে সাধারণতঃ রমণীদের প্রসব-ক্ষমতা ও প্রসবকালীন নির্ব্বিঘ্নতা নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমি বিবাহের পরে ছয় বৎসরের অধিকাল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিব না। প্রথম সন্তানটী বেশ একটু বড় হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানকে উপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষা প্রদান করা যায় না, এই জন্য আমি প্রথম সন্তানের জন্মের পর হইতে পুনরায় ছয় বৎসর কাল পূর্ণ সংযমের উপদেশ প্রদান করিব। পিতা ও মাতা সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় বেশ একটু প্রবীণ হইয়া উঠিলে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সাধারণতঃ একটু ধীর, স্থির গুণবান্ হইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর আঠাশ বৎসর পার হইবার পরে স্বামী যদি স্ত্রীতে ঋতুকালে মাত্র অভিগামী হন এবং তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে যদি পুত্র-কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাহাদের জন্ম-সম্বন্ধে কোনও কঠোর নিয়ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহি না। কিন্তু স্ত্রীর আঠাশ বৎসর বয়সের পরে দ্বিতীয় সন্তানটী জন্মগ্রহণ করিবার

পরে যদি স্বামী ও স্ত্রী মাত্র নিজ নিজ সংসারী কর্ত্তব্যপালনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া জগতের কল্যাণকল্পে শ্রম করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ প্রদান করিতে কোনও কোনও স্থলে প্রলুব্ধ হইব। যাহারা প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মপালন করিয়া সুস্থির প্রযত্নে সন্তানের জন্মদান করেন নাই, বরঞ্চ অবাধ ইন্দ্রিয়-সেবার ফলে নিজেরা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়াছেন এবং স্ত্রীর আঠাশ বৎসর পার হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সন্তান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের কোনও মহৎমঙ্গল-মূলক কর্ম্মে আত্মদান নাও করিতে ইচ্ছুক হন এবং মাত্র সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চাহেন, তাহাদিগকেও এই বয়সের পরে আমৃত্যু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতে আমি রুচি বোধ করিব।

বিবাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু অসম্ভব কথা নহে। কঠিন এই জন্যই যে, মানব-মানবী ভগবৎপরায়ণ হইতে চাহে না, ভগবানকে ভালবাসিতে চাহে না, ইন্দ্রিয়ের তাড়নার উপরে ভগবতী প্রেরণাকে স্থান দিতে চাহে না। ভগবচ্চরণে যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দাম্পত্য জীবন সংযম-সাধনা একটা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার নহে।

তুমি শ্রীমতী অ—কে জান। বিবাহের পূর্ব্বেই তার স্বামী

সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়াছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই অ—ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিল। সদগুরু মন্ত্র দিয়াই খালাস হইলেন না, তিনি শ্রীমতী অ—কে কাছে বসাইয়া শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অপব্যবহার সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সব বলিলেন এবং সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্রীমতী অ—ভোগেন্দ্রিয়ের ব্যবহাররটী হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবে কিনা। ভোগেন্দ্রিয়ের ব্যবহারকে বর্জ্জন করিলে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহাও তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। শ্রীমতী অ—ভোগেন্দ্রিয়ের সংযমে স্বীকৃতা হইল এবং স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে একে অন্যকে ব্রতরক্ষণে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। আত্মীয় ও অভিভাবকদের তাড়নায় তাহাদিগকে এক শয্যাতেই শয়ন করিতে হইতে লাগিল,—স্বামী যুবক, স্ত্রী যুবতী, মনে আবিলতা এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সদ্‌গুরুর কামাপহ শ্রীমূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া উভয়ে নিজ নিজ চিত্তের আবেগ দমন করিয়া চলিল। স্ত্রীটী একবার পিত্রালয়ে গেল, নিজ অপরাপর বিবাহিতা ভগ্নীরা স্বামীর ব্যবহার সম্বন্ধে নিজ নিজ ভোগমুলক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে লাগিল এবং শ্রীমতী অ—র স্বামী যে তাহাকে ভালবাসে না, সম্ভবতঃ অপর কোনও মেয়েমানুষকে ভালবাসে, এইরূপ কথা বলিয়া তাহার মনে বিক্ষেপের সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে অবশ্য শ্রীমতী অ—র মনে কোনও ক্ষোভ

হইল না কিন্তু নিয়ত বান্ধবী ও ভগিনীদের মুখে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক নানা লালসোদ্দীপক কাহিনী শুনিয়া তার চিত্ত দুর্ব্বল হইল। সে যখন পতিগৃহে ফিরিয়া আসিল, অন্তরে তখন তার লালসার অনল ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। দুই চারিদিন স্বামীর সঙ্গে শয়নের পরে একদিন এই ধূমায়িত বহ্নি ভীষণ আকার ধারণ করিল। শ্রীমতী অ—সর্ব্বসঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীকে সম্ভোগার্থে আহ্বান করিল।

স্বামীর চিত্ত গর্জ্জিয়া উঠিল। কি? আমরা না সদ্‌গুরুর কৃপাশ্রিত? রাত্রি তখন একটা। তখন তখন স্বামী তার যুবতী পত্নীকে লইয়া আট মাইল দূরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং সেখানে সেই যে রাখিয়া আসিল, আর ছয় মাসের মধ্যে দেখা ত' করিলই না, একটা পত্র দিয়া পর্য্যন্ত খবর লইল না।

কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় পুনরায় শ্রীমতী অ—র স্বামী-গৃহে আগমন ঘটিল। গুরুদেব দুজনকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন এবং গার্হস্থ্য জীবনে সংযমের আবশ্যকতা কি, সংযমের ফল কি, সংযম-সাধনের উপায় কি, তদ্বিষয়ে বিশদ উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীমতী অ—র অন্তরের তুমূল ঝটিকা শান্ত হইল। প্রায় ছয় মাস কাল উভয়ে সম্পূর্ণ নির্লালস ভাবে কাটাইল, তারপর একদিন স্বামীটীর মনে প্রবল আকারে মনসিজ আবির্ভূত হইল। গভীর রজনীতে স্বামী তার স্ত্রীকে

ভোগার্থে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীমতী অ—এক লম্ফে উঠিয়া শয্যাত্যাগ করিল, শিয়রের নীচ হইতে দেয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল এবং গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে আলো ধরিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একবার এই ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, আমরা কার ছেলেমেয়ে? এমন পিতার পুত্র ও কন্যার কি এই চেষ্টা সাজে?"

স্বামী লজ্জিত হইল এবং ভগবৎ-সাধনার দ্বারা অন্তরের দুর্ব্বলতাকে দূরীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ইহার পরে আজ পূর্ণ সাতটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এই নবযুবক ও এই নবযুবতী অপর কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নাই। একজন আর একজনকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে কিন্তু দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। একজন অপর জনকে ছাড়িয়া কখনও বাস করে নাই, কিন্তু একবারের জন্যও ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হয় নাই।

এই দুর্ল্লভ অবস্থা তাহারা লাভ করিয়াছে একমাত্র ভগবানের পরমপবিত্র নামের সাধনায় এবং সদ্‌গুরু-বিশ্বাসের শক্তিতে। যাহা একজনের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আর একজনের পক্ষে কেন সম্ভব হইবে না মা? শ্রীমতী অ—র মত মেয়েরা জাতির সম্পদ, দেশের গৌরব, কিন্তু তাহারা তোমারই মতন সাধারণ মেয়ে, কেবল সৎসঙ্কল্পের শক্তিতে

অসাধারণ হইয়াছে। তুমিও এমন হইতে পার। সে সামর্থ্য, সে যোগ্যতা তোমার আছে।

নরনারীর যৌন-মিলন একটা খেলা মাত্র। জগতে কত রকমের খেলা আছে, এটাও তেমন একটা খেলা। খেলার উপযুক্ত সময়ে সব খেলাই ভাল, বাদে জুয়া খেলা। সকল খেলায় সকলকে সাথী করা যায় না, যৌন সম্ভোগের খেলায়ও স্বামীর সাথী একমাত্র তার স্ত্রী, স্ত্রীর সাথী একমাত্র তার স্বামী—অন্য সাথী নেওয়া চলিবে না। কিন্তু এ খেলা সকল সময়েই চলিতে পারে না। এ খেলার যখন সময় আসিবে, প্রয়োজন পড়িবে, দম্পতীর মধ্যে তখন এই খেলা পাপ নহে, নিন্দনীয় নহে, দোষাবহ নহে। অন্য সময়ে ইহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করা সঙ্গত। জীবনে কখনই স্বামি-সহবাস করিবে না, এমন জিদ করিও না। প্রতি রজনীতেই স্বামী-সহবাস করিতে হইবে, এমন জিদও করিও না। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে বিমল প্রেম বিবাহের পরক্ষণ হইতে আস্তে আস্তে সঞ্চারিত হইতে সুরু করে, তাহারই একটা ঘনীভূত ও উচ্ছ্বসিত অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে চূড়ান্ত দৈহিক ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হয়। যে স্থলে ইহা ব্যতীত দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়া যাইতেছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, হয় স্বামীর, নয় পত্নীর, নয় উভয়ের মনের মধ্যে ব্যাধি-বিকার সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের জননাঙ্গ এমন একটা দিব্যগন্ধ পবিত্র স্থান নহে যে,

বিকারগ্রস্ত মন ছাড়া অন্য মন তাহাতে আনন্দ খুঁজিতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য ভালবাসার প্রাগাঢ়তা-কালে জঘন্য ইন্দ্রিয় নিজ জঘন্যতা পরিহার করে, কারণ, ভালবাসাই তখন সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরয়িতা হইতেছে। প্রকৃত ভালবাসা মানুষকে আত্মসুখ-সংগ্রহের লিপ্সা হইতে দূরে সরাইয়া ভালবাসার পাত্রের সুখপ্রাপণের দিকেই অবহিত করে।

নিজেদের মধ্যে ভালবাসাকে বাড়াও। দেখিবে ভালবাসাই যোগ্য পথে তোমাদিগকে টানিয়া নিবে। সর্ব্বশক্তি দিয়া স্বামীকে ভালবাস। সর্ব্বশক্তি দিয়া তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসিতে শিখুক। দেখিও, নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াও তোমাদের ভালবাসাই তোমাদের হাতে ধরিয়া সঙ্কটময় কণ্টকক্ষেত্র অতিক্রম করাইয়া দিতেছে। পূর্ণ প্রেম পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাপয়িতা। জিদ-জবরদস্তি করিয়া যে ব্রহ্মচর্য্যকে অটুট রাখা যায় না, নিজেদের মধ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্র চেষ্টা ব্যতীতও তাহা আসিয়া যায়। বিশ্বাস ন্যস্ত কর নিঃস্বার্থ নির্ধূত প্রেমে—সৎ সঙ্কল্প তাহার সহকারিতা করুক।

কুশলে আছি, কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ রংপুর

২৯শে আষাঢ়, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, * * * বিবাহে তোমার মন সন্তুষ্ট হয় নাই, জীবন পূর্ণতা পায় নাই, ভবিষ্যৎ তমসাবৃত হইয়াছে,—ইহা বিবাহের ব্যর্থতা। স্বামী তোমার অন্তরের আদর্শ বোঝেন নাই, তোমার পবিত্রতার ব্রতে সহায়তা করেন নাই, তোমাকে লইয়া দেবজীবন অর্জ্জনের প্রয়াস পান নাই,—ইহা বিবাহের ব্যর্থতা। স্বামীর পদতলে বসিয়া তুমি ধর্ম্মোপদেশ পাইলে না, স্বামী, সংসর্গে তোমার জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন হইল না, কাম-বাসনার ইন্ধন প্রয়োগ ব্যতীত স্ত্রীর যে অন্য কর্ত্তব্য আছে, তাহা তিনি তোমার সম্পর্কে স্বীকার করিতে চাহিলেন না, বিরোধ করিলেন, বিঘ্ন সৃজিলেন,—ইহা বিবাহের ব্যর্থতা। স্ত্রী যে শুধু ভোগেরই সঙ্গিনী নহেন, শুধু লালসারই পাত্রী নহেন, এই কথা তোমার স্বামী ভাবিলেন না, অনিবার দেহ-সংসর্গের দ্বারা তিনি তোমার চিত্তকে বিমুখ করিয়া দিলেন, তিনি তোমার মনকে চিনিলেন না, তোমার স্বাস্থ্যকে দেখিলেন না, তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎকে ভাবিলেন না, তোমার সংযম পূত মহদাদর্শকে ভালবাসিলেন না, নিজে সৎপথে চলিয়া তোমাকে সৎপথে চালিত করিলেন

না, পুত্রকন্যা প্রতিপালনের ক্ষমতা যাহার নাই, তাহার যে সংযমাশ্রয় করিয়া সন্তান-জনন হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন, তাহা চিন্তাও করিলেন না, তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণ করিতে বাধ্য করিলেন, বিষতুল্য ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় তোমার সুন্দর সরস মনটাকে আচ্ছন্ন ও প্রেমহীন করিয়া দিলেন—ইহা জীবনের ব্যর্থতা। কিন্তু তার জন্য তুমি হতাশ হইও না। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র আত্মজ্ঞানহীন স্বামীও সৎপথে আসিবেন, যদি প্রাণ ভরিয়া তুমি অমৃতময় নাম জপিতে পার। নামে নির্ভর কর। * * * জগতে করিবার মত মহৎ কাজ তোমার জন্য রহিয়াছে। আমি তোমাকে তোমার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া দিতে চাহি। তোমার মত গুণবতী কন্যার জীবন আমি ব্যর্থতায় ভাসিয়া যাইতে দিব না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৭৬)

জয় গুরু — রংপুর
৭ই শ্রাবণ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমার স্বামীর হতাশা তুমি দূর

কর। তাঁকে বুঝিতে দাও যে, তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ শক্তি ক্ষয়ের নহে, শক্তি বর্দ্ধনের। তুমি তোমার সংসর্গের দ্বারা তাঁহার প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত কর, তাঁহার হতাশা-মথিত চিত্তে প্রকৃত প্রশান্তির সৃষ্টি কর। স্বামীর এইটুকু মঙ্গল সাধনের শক্তি যে স্ত্রীর হাতে সত্যই আছে, ইহা বিশ্বাস করিও।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৭৭)

জয় গুরু — রংপুর
৮ই শ্রাবণ, ১৩৪২

স্নেহাস্পদাসু ঃ—

মা, তোমরা নিয়মিত আমার কথিত ক্রিয়াটুকু করিতেছ শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

স্ত্রী যদি মনে মনে প্রতি দিন সঙ্কল্প করে,—"আমার স্বামীকে সংযমব্রতী করিবই করিব," তবে কালক্রমে তার ইচ্ছার শক্তিতেই স্বামীর মধ্যে সংযম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। যত্ন করিলে রত্ন অবশ্যই মিলে।

তুমি তোমার স্বামীর ইন্দ্রিয়-সংযমে সহায়তা কর। তাঁর

ভগবৎ-সাধনায় সহকারী হও, তাঁর দেহ-মনের সাত্ত্বিকী গতিকে বর্দ্ধিত কর, তাঁর তামসিক প্রবৃত্তিকে প্রত্যাহৃত কর। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরি ওঁ রংপুর
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা তা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, তোমরা দুইজনেই সংযমের সাধনে এবং ভগবানের নামের সেবায় রুচি-সম্পন্ন হইয়াছ জানিয়া আমার আর আনন্দের অবধি নাই। তোমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে সম্পর্কটা প্রেমের, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেম আর ভোগবিলাস এক কথা নহে। ভোগাতুরতা ব্যতীতও প্রেমের আস্বাদন সম্ভব। দেহের চপলতা বিসর্জ্জন দিয়াও আত্মার মিলনানন্দ সম্ভোগ সম্ভব। আমি তোমাদের দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছি।

সদ্‌গুরুকে সমগ্র জগন্ময় দর্শন কর, নিজেদিগকে সদ্‌গুরুময়

দর্শন কর। কাম দূরে পলাইবে, চিত্তে প্রেম উপজিবে। জগতে কামুক-কামুকীরা কেবল হাহাকার করিয়াই দিন কাটাইল, প্রেমিক-প্রেমিকা সকল দুঃখদৈন্যের ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যেও পরমমধুর রসাস্বাদন করিয়া অমৃতত্ব অর্জ্জন করিল। কামুক হইও না, প্রেমিক হও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

ওঁ শ্রীগুরু কুড়িগ্রাম, রংপুর
২রা ভাদ্র, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, তোমার ১৬ই শ্রাবণের পত্র পাইলাম। কত যে সুখী হইয়াছি, বলিবার নহে। আমার এবং তোমার ব্রহ্মচারিণী দিদির পত্র যে তোমাকে পবিত্রতার ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া অত্যন্ত প্রীতি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তোমাদের প্রাণ জাগুক, অন্তরের মোহ-তিমিরাচ্ছন্নতা দূরীভূত হউক, প্রকৃত প্রেমের সুখাস্বাদ গ্রহণের জন্য তোমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুক। বিবাহিত জীবন যে পশুর জীবন, এই অপবাদ চিরতরে দূরীভূত হউক। তোমরা দিব্য জীবন লাভ করিয়া আমার প্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ কর।

*　　*　　*　　*

যে দুর্ব্বলতা দুই চারিবার প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহাকে আর প্রশ্রয় না দিতে তুমি যে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছ, এই সংবাদ শ্রবণে আমার আহ্লাদের সীমা নাই। তোমার মত মেয়ের কাছে আমি ইহাই আশা করিয়াছিলাম। শিক্ষা সংযমের শক্তি বর্দ্ধিত করিবে, ইহাই আমার প্রত্যাশা ছিল। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন কখনও সঙ্কল্পচ্যুতি না ঘটে। বাংলার মেয়েকে অবলা বলা হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমে তাহারা অবলা নহে, ইহার শত শত প্রমাণ আমি পাইয়াছি ও পাইতেছি। নিকৃষ্ট ভোগ-কামনাকে পরিহার করিবার যথেষ্ট শক্তি তোমাদের আছে এবং তোমার জীবনে তার আর একটী নিদর্শন দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়াছি। কামেন্দ্রিয়ের হীন সেবা পরিহার করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানের সেবায় যখন সমগ্র নারীজাতি বদ্ধপরিকরা হইবেন, সেই দিন নারীরা জগতে যে কি বিস্ময়কর মহিমা প্রকটিত করিবেন, তাহা কল্পনা করিয়া আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

শুভাশিস জানিও। আমরা কুশলে আছি। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(৮০)

ওঁ শ্রীগুরু　　কুড়িগ্রাম, রংপুর
১লা ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শৈ—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে আমি বিস্ময়ান্বিত হই নাই। দাম্পত্য জীবনে অধিকাংশস্থলেই ঠিক এই দুরবস্থাই যাইতেছে। তথাপি ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। সংযমের ব্রতে আরূঢ়া হইয়া সধবা রমণীরা অধিকাংশস্থলেই তাহাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের দ্বারা বারংবার বিপন্না হইয়া থাকে। কিন্তু নামে নির্ভর কর। ইহারই শক্তিতে তোমার সকল মেঘ কাটিয়া যাইবে।

*　　*　　*　　*

শ্রীমান্ র—কে সকল বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিও। অভ্যাসের বশে সে যাহা করিয়া যাইতেছে, সদ্‌গুরু-চিন্তা করিলে তাহা হইতে আস্তে আস্তে বিরত হইবে। তাহাকে বারংবার সদ্‌গুরু-স্মরণ করাইয়া দিও। সদ্‌গুরু-বিস্মৃতিই সংসারের সকল প্রকার মোহের প্রধান কারণ। তাহাকে ভুলিতে দিও না যে, সে আর তার নিজের নহে—সদ্‌গুরুর। তাহাকে ভুলিতে দিও না যে, তুমি আর তাহার নিজের নহ—সদ্‌গুরুর। অহংবুদ্ধির ভ্রান্তিদোষে সে নিজেকে ভোগের কর্ত্তা এবং তোমাকে ভোগের বস্তু বলিয়া বৃথা দুঃখ সঞ্চয়

করিতেছে। রুক্ষ ভাষায় নহে, প্রেমবিগলিত কণ্ঠে তাহাকে জানাইয়া দাও, তুমি তাহার আপনার, শুধু সদ্‌গুরুর শুভ ইচ্ছাকে জগতে জয়যুক্ত করিবার জন্য। সংযমকে জাগাইতে না পার, সর্ব্বাগ্রে তাহার ভিতরে ত্যাগকে জাগাও। ত্যাগের ভিতর দিয়া সংযম আসিবে। শ্রীমতী প্রি—র জীবনে ত্যাগ আসিয়াছে সংযমের ফলে। নিজে তো মনে প্রাণে সবই সদ্‌গুরুচরণে দিয়াছ। তোমার ভালবাসার শক্তি দ্বারা র—কেও সর্ব্বস্বদানে উৎসাহিত কর এখনও শ্রীমান র—সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করে নাই। এখনও র—জীবনের সব কথা খুলিয়া বলে নাই, অতীতের বিস্মৃত অধ্যায়গুলিকে অকপটে নিবেদন করে নাই। সরল সে হউক। সরলতার মধ্য দিয়াই জীবনের যাহা কিছু পরমমঙ্গল, তাহা জাগিয়া উঠিবে। হতাশ তুমি হইও না। হতাশা মহাপাপ। তোমার সংযম-সাধনার পূর্ণ সাফল্যে তুমি বিশ্বাস কর।

* * * *

নিজ পুত্রকন্যাগুলির ভিতরেও সংযমের মহিমা, ত্যাগের গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইও। আহার আর নিদ্রার মধ্য দিয়াই তাহাদের জীবনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে না। অল্প বয়স হইতেই তাহাদের মনের মধ্যে জগৎকল্যাণকল্পে আত্ম-সমর্পণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া তোল। তোমার অন্ধ কন্যাটী এবং রুগ্ন পুত্রটীর দ্বারাও জগতের মহৎ কল্যাণসমূহ

সাধিত হইবে, এই বিশ্বাসে তুমি নিজে আরূঢ়া হও এবং পুত্রকন্যাগুলিকে আরোপিত কর। তাহারাও ভাবিতে শিখুক, সদ্‌গুরুর শুভ ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে সমগ্র জীবনব্যাপী কত ক্লেশ এবং কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তোমার ঐ অন্ধ কন্যাটীকে দিয়া জগতে আমি মহাবিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারিব, যদি তাহার অন্তরে নির্ভরতা জাগাইয়া দিতে পার।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮১)

ওঁ শ্রীগুরু

উলিপুর, রংপুর
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, অনেক কাল পত্র লিখি নাই, পাইও নাই। আমার চলিতেছে ভ্রমণ অফুরন্ত, আর তোমার রহিয়াছে সংসার এবং সাংসারিক নানা জটিল কর্ত্তব্য। সুতরাং দোষ বা গুণ মা ও ছেলে উভয়েরই সমান। তবে একথা তোমাকে বলিবই যে, ছেলে তার মাকে ভোলে নাই।

ভুলিবার উপায়ও নাই। কারণ, ছেলে তার মাকে ঠিক মায়ের যোগ্যা দেখিতে চাহে, ত্যাগৈশ্বর্য্যশালিনী সংযম-বিশোভিনী, অভয়-প্রদায়িনী, জীবন-সঞ্চারিণী সতীলক্ষ্মী মুর্ত্তিতে দেখিতে চাহে। তাই সন্তান তার মাকে ভোলে নাই। তোমাদের মধ্যে ত্যাগের বীর্য্য জাগিয়া উঠুক, সংযমের সৌরভ বিকিরিত হউক, তোমাদের সংসর্গে আমার প্রাণের ধনেরা উন্নত হউক, পবিত্র হউক। স্বামী ও পত্নীর মিলন যে ঈশ্বর-সাধনা বা যোগ, তাহা ভুলিয়া যাইও না।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরি-ওঁ

মজঃফরপুর
২০শে ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা উ—, তোমার পত্রখানা পাইলাম। তোমার দৃঢ়তা দ্বারাই তোমার স্বামীর মনে দৃঢ়তার সৃষ্টি করিতে হইবে। কোনো অবস্থায়েই নিজ দৃঢ়তাকে খাটো করিও না। তুমি যদি দুর্ব্বলা না হও, তোমার স্বামীও সহজে দুর্ব্বল

হইতে পারিবেন না। অধিকাংশ স্বামী দুর্ব্বল হয় স্ত্রীর প্রশ্রয়ে। স্ত্রী যেখানে কিছুতেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবেন না, সংযমেচ্ছু স্বামী সেখানে সহজেই নিজ দুর্ব্বলতাকে দমন করিয়া লইতে পারেন। অপরাপর বিষয় শ্রীমান্ সু—র পত্রেই লিখিলাম। তুমি এমন ভাবে চলিও যেন তোমার দেহ-মন-প্রাণের চপলতাও তোমার স্বামীর চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ না জন্মাইতে পারে। এতদিন যেই স্বামীর দেহের তৃপ্তি সাধিয়াছ, এখন হইতে সেই স্বামীর আত্মার বিকাশের সহায় হও। দেহের ক্ষুধাকে সংযত না করিলে আত্মার ক্ষুধায় দৃষ্টি পড়ে না। হাসিমুখে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলে, এই বন্ধনকে সর্ব্বসুখ-প্রদায়ী করিতে হইলে নিত্য-ভোগলুব্ধতাকে পরিহার করিতেই হইবে। দেহের সুখের চর্চ্চা করিয়া সকলে প্রাণের সুখ হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিতেছ। প্রাণের সুখ সত্য করিয়া আস্বাদন করিবার জন্য আজ দেহের সুখ হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত কর। এতদিন বন্ধন ছিল দেহে আর দেহে, আজ বন্ধন সৃষ্ট হউক প্রাণে আর প্রাণে। সাধনের আরও কিছু ক্রিয়া-কৌশল আমি আগামীবার শিখাইয়া দিব। যাহা শিখিয়াছ, তাহা আগে আয়ত্ত কর। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৩)

জয় ব্রহ্মগুরু   ময়মনসিংহ
২৬শে ভাদ্র, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ম—, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। এই সঙ্গে তোমাকে একখানা "সধবার সংযম"* প্রেরিত হইল। অপরাপর বিষয় শ্রীমান্ সু—র পত্রেই জানিবে। সেই বিষয় একান্ত যত্নে গোপন রাখিতে হইবে। দাম্পত্য সাধনে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার বিষয় কোথাও প্রকাশ করিতে নাই।

শ্রীমান্ সুর পত্র খানা আমাকে নিরতিশয় হর্ষান্বিত করিয়াছে। তাহার পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষরে তোমার ব্রতনিষ্ঠা ও গুরুনির্ভরের প্রমাণ পাইতেছি। লিখিয়াছ, তোমরা পরস্পর পরস্পরের পত্র দেখ নাই। এই জন্য সু—র পত্রের কতকাংশ এইস্থলে তোমার দেখিবার জন্য নকল করিয়া দিলাম। এইটুকু পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে, সংযমশীলা স্ত্রীকে স্বামীরা মনে মনে কেমন সম্মান করেন।

শ্রীমান্ সু—লিখিয়াছে—"কলিকাতা থাকিতে আমার কত রমণীমূর্ত্তিই চখে পড়িয়াছে এবং আপনার কৃপাবলে সকলের

* বাংলা ১৩৪১ এর ফাল্গুন মাসে সধবাধের নিকট লিখিত ৬৩ খানা পত্র "সাধবার সংযম" প্রথম সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা বর্ত্তমানে "সধবার সংযম" রূপেই পরিচিত।

মুখমণ্ডলে নিজ জননীর মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মনে মলিনতা আসে নাই, চিত্তে চাঞ্চল্য অনুভব করি নাই। আপনার নির্দ্দেশ মত প্রত্যেকটী রমণীর মুখে মায়ের মুখখানাই চিন্তা করিয়াছি। ইহার ফলে কল্যাণীয়া ম—র মুখখানার কথাও কখনো মনে পড়িলে আমার মনে চপলতা আসিতে পারে নাই, মন-প্রাণ পবিত্রতায়ই সজীব রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে আসিয়া ম—র সহিত একাদিক্রমে কতিপয় মাস কাটাইলাম, এক শয্যায় শয়ন করিয়াও মনের মধ্যে পাপচিন্তা জাগিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কামজয় করিয়াছি। এমন সময় সহসা যে কোথা হইতে প্রবল রিপু নিজ শক্তি বিস্তার করিল, বুঝিতে পারিলাম না। অবশ হইলাম, বিভোর হইলাম, চেতনা হারাইলাম, কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পাইল, আমি পশুর ন্যায় জ্ঞানহীন হইয়া ম—কে আক্রমণ করিলাম। তাহাকে অনেক প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, অনেক কুযুক্তি দিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলাম, অনেক বিরক্ত করিলাম কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিলাম না। সে বলিল,—'যতই অনুনয় কর, ব্রত ত্যাগ আমি করিব না। মাঝখান হইতে কামচিন্তা দ্বারা নিজেদের বৃথা ক্ষতি করা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বিরত হও।' আমি তথাপি হাল ছাড়িলাম না। তখন সে বলিল,—'ইন্দ্রিয় সুখে কতটা শান্তি আর কতটা অশান্তি তাহা ত' তোমার অজানা নহে। একবার যদি সন্তাপময় জানিয়া এ পথ ত্যাগ করিয়া আসিয়া থাক, তবে পুনরায় কেন তাহা গ্রহণের

জন্য এত লোলুপ হইয়াছ?' আমার মন তাহাতেও টলিল না। তখন সে বলিল,—'কতলোক সদ্‌গুরুকে কত কিছু দান করে, এস না অর্থহীন, সম্পত্তিহীন দরিদ্র আমরা নিজেদের ভোগ-বাসনাটা শ্রীশ্রীবাবামণিকে দান করিয়া ফেলি!' কথাটা মনে লাগিলেও নিজ নিকৃষ্ট বৃত্তিকে দমাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তখন সিংহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ম—বলিল,—'একদিন উভয়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই দেহ সদ্‌গুরুকে দান করিয়া ফেলিয়াছিলাম। মনে-প্রাণে তোমার ঐ দেহ গুরুকে দিয়াছিলে কি না, তাহা তুমি জান। যদি দিয়া থাক, তবে ঐ দেহ দ্বারা কোনও নীচ উদ্দেশ্য সাধনের তোমার অধিকার নাই। আমি মনে প্রাণেই দেহ সদ্‌গুরুর সচ্চিদানন্দময় শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমার এই দেহ গুরুদেবের দেহ। আমার দেহে কোনও অপবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান করিলে আমার গুরুর দেহে সেই অপবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান করা হইবে। আমি আমার দেহে অন্যায়ের অনুষ্ঠান হইতে দিয়া সদ্‌গুরুকে অপমান করিতে পারিব না।' বাবা, এই কথা বলিয়া যদি কোনও রমণী পরিশেষে ভাবাবেগে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে থাকে, কোনও লম্পটের সাধ্য নাই যে তার পবিত্র দেহকে অপবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। শ্রীমতী ম—আমাকে একটু নরম দেখিল, তখন অনুনয়ের সুরে বলিল,—'দেখ আমি অবলা বালা, তুমি বলবান্ পুরুষ, তোমার সহিত জোরে পারিব না। কিন্তু ভালবাসা বা প্রেমে যাহা হয়, গায়ের জোরে কি তাহা হইবে?' সত্যসত্যই শ্রীমতী

ম—র জয় হইল, আপনার মঙ্গলময় আশিসের জয় হইল, শ্রীভগবানের পরমপবিত্র নামের জয় হইল। আমি শয্যাত্যাগ করিলাম এবং পরম-মঙ্গলালয় নামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। এই ভাবে দুই দিন আমি তাহাকে বিরক্ত করিয়াছি, দুই দিনই তাহার চরিত্রের তেজস্বিতা ও গুরুনির্ভর আমাকে পশুত্বের নিম্ন সীমা হইতে ঊর্দ্ধে টানিয়া আনিয়াছে। কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। নারী-জাতির ব্রতরক্ষার শক্তি সম্বন্ধে আপনি যে প্রশংসাসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বুঝিয়াছি বাবা, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

ইহার পরে শ্রীমান্ সু—এমন দুই একটী আক্ষেপোক্তি করিয়াছে, যাহা পঠে করিলে তোমার মন খারাপ হইবে। এই জন্য আমি তাহার সম্পূর্ণ পত্রখানা তোমাকে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছুক হইলাম না। সংযমশীলা পত্নী স্বামীর সম্মানার্হা হন, এই কথা বিশ্বাস করিও। যে স্বামী স্ত্রীকে তার চরিত্রের জন্য মনে মনে পূজা করেন, তিনিই তাঁর পত্নীর প্রতি যথার্থ ভালবাসা প্রদর্শন করিতে ও অনুভব করিতে পারেন।

তোমার পত্র আমাকে ততোধিক মুগ্ধ করিয়াছে। যে পরমদেবতা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছেন, তিনিই বুদ্ধিদাতা, জ্ঞানদাতা, ভক্তিদাতা ও শক্তিদাতরূপে তোমার অন্তরে বিহার করিতেছেন। সত্যই মা, এই বিশ্বাসই সর্ব্ববিধ সংযমের মূলদেশকে সুদৃঢ় করে।

পুপুন্‌কী আশ্রমের গৃহভঙ্গের সংবাদে কোনও চিন্তা

করিও না। পুনরায় সব নির্ম্মাণ হইয়া যাইবে। শুভাশিস জানিও। আমি কুশলে আছি। পূজার বন্ধে তোমাদের ওখানে আসিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরি ওঁ

গোপালপুর-নোয়াখালী

৩০শে আশ্বিন, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা উ—, তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসার পরেও মনে হইতেছে যেন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে আছ। সেই স্নেহ, সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তি, সেই প্রেম যেন এখনো আমার সমগ্র দেহ মনে লাগিয়া রহিয়াছে। তোমরা তোমাদের স্নেহের সন্তানকে সত্যই ভালবাসিয়াছ।

ভালবাসা জগতে তখনই সার্থক, যখন জড়ের উপরে চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সংসারে কতজনকেই ভালবাসিতেছ। প্রত্যেকের প্রতি তোমার সে ভালবাসা, তাহা যেন জড় জগতের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চিদানন্দময় পরমাত্মার সহিত নিজের যোগ সাধন করে।

প্রেমই অমৃত, অমৃতই প্রেম। মরণের ভয় যেখানে আছে, প্রেম সেখানে নাই। দেহের মরণ, মনের মরণ, সকল মরণকে

যে হরণ করে, তাহাই প্রেম। সেই অমৃত তোমাদের এই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সংসারী জীবনের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠুক। দাম্পত্য জীবন তোমাদের প্রেমময় হউক, মধুময় হউক, সুখময় হউক।

সংসারে যতজনকে ভালবাসিয়াছ, বোধ হয় তার মধ্যে তোমার স্বামীর স্থান সর্ব্বোপরি। তাঁর প্রতি যে ভালবাসা তাহা যেন অমৃতময় হয়, মরণদুঃখহর, চিরজাগ্রতই রহে, জরা-ব্যাধির বিনাশক হয়। ভালবাসা তোমার সত্য হউক, ভালবাসা, তোমার পূর্ণ হউক। সত্যের কখনো ক্ষয় নাই, পূর্ণের কখনো অবসান নাই। এমন প্রেম জাগুক, যে প্রেম কখনও সুষুপ্তি-মগ্ন হয় না, চিরজাগ্রতই রহে।

বাসিও ভাল প্রাণকে, দেহকে নয়। বাসিও ভাল আত্মাকে, বাহিরের স্পর্শকাতর শরীরকে নয়। বাসিও ভাল অন্তরের অন্তরতম ধনকে, যিনি না থাকিলে দেহ অস্পৃশ্য, দেহ প্রাণহীন। বাসিও ভাল নিজের মর্ম্মপুরুষকে, তোমার প্রাণ-দেবতাকে, তোমার পরম আরাধনার বিগ্রহকে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরি-ওঁ
গোপালপুর-নোয়াখালী
৩০শে আশ্বিন, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এত সরলতা নিয়া খুব কম মেয়েই কথা বলিতে পারে। তোমার সরলতা তোমার সকল জটিল সমস্যার সমাধানকে সহজ করিয়া দিবে।

স্বামীকে ভালবাসিও কিন্তু তাঁহার ভিতরে পরমব্রহ্ম-হরি বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা লইয়া। স্বামীর উপর হইতে ভালবাসাকে তুলিয়া আনিবার চেষ্টার ভিতরে লাভ অতি অল্পই আছে। সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাস। এই ভালবাসা গভীর হউক, নিবিড় হউক, এই ভালবাসা দিনের পর দিন ঘনীভূত হউক। ইহা ঘন হউক, তীব্র হউক, সূক্ষ্ম হউক। এত সূক্ষ্ম হউক, যেন স্বামীর শরীরের চর্ম্ম-মাংস ভেদ করিয়া ইহা তাঁহার আত্মায় গিয়া পৌছে। স্বামীর চর্ম্ম-মাংসকে বাদ দিয়া তুমি তাঁহার আত্মাকে ভালবাসিবে, গার্হস্থ্যাশ্রমের সঠিক উদ্দেশ্য ইহা নহে এবং আত্মাকে এরূপ ভালবাসার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম যে খুবই উপযোগী স্থান, তাহাও সকল স্থলে মনে করা যায় না। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস এবং নিজের প্রাণের পূর্ণতা দিয়া তাঁহার রক্ত-মাংসের অতীত

সত্তাস্বরূপ প্রকৃত প্রাণটীকে খুঁজিয়া বাহির কর। সেই প্রাণের সঙ্গে তোমার নিজের প্রাণকে মিশাও, উভয় প্রাণ মিলিয়া মহাপ্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠুক। তোমার জীবনে ভালবাসার ইহাই পরম সার্থকতা জানিও।

ভগবানের পরম পবিত্র নামের সেবার মধ্য দিয়া এই ভালবাসাকে পরিচালন কর। চালুনির মধ্য দিয়া আটা ছাঁকিয়া লইলে যেমন তাহার খোসা-ভূসি প্রভৃতি আবর্জ্জনা পড়িয়া রহে, তেমনি ভগবানের নামের সেবায় ভিতর দিয়া তোমার পতিপ্রেমকে ছাঁকিয়া লও। তাহাতে পতিপ্রেম পবিত্র হইবে। পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা জল ছাঁকিয়া লইলে যেমন জলে পোকা-মাকড় থাকিতে পারে না, তোমার স্বামীর প্রতি তোমার ভালবাসা তদ্রূপ হইবে।

স্বামী তার স্ত্রীর দেহকে এবং স্ত্রী তার স্বামীর দেহকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখিবে,—সংসারের শতকরা নিরানব্বই জন ব্যক্তির ইহাই মনোভঙ্গিমা। কিন্তু তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও এক দিব্য জগতের মানুষ হও। মানুষ হও বলিব কেন, বলি, দেবী হও। বাসনার বিলাসচপল তরঙ্গকুল তোমার চরণের কোণে আসিয়া আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ুক কিন্তু তোমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে অসমর্থ হউক। * * *

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৬)

হরি-ওঁ

জিলতলী-নোয়াখালী
১লা কার্ত্তিক, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বী—, এতদিন একেবারে অবসর পাই নাই যে, তোমার নিকটে চিঠি লিখি। অথচ তোমার প্রাণের সূক্ষ্ম আকর্ষণ আমাকে নিয়ত তোমার দিকে টানিয়াছে। বহু পুত্র-কন্যার পিতা হইয়া আমি এক অভাবনীয় ব্যস্ততার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু তোমরা আমার প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ এইজন্যই তোমাদের জন্য অতিশ্রম করিয়াও কখনও ক্লান্তি অনুভব করি না। পরমপবিত্র নামের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া তোমরা আমার আপনারও আপন হইয়াছ। তোমাদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

সাধন-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তোমরা উভয়ে আমার সন্তান হইয়াছ, আত্মজ হইয়াছ। তোমাদের জীবনে তাই আমার জীবনের প্রিয়তম সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের বনিয়াদের উপরে তোমাদের জীবনের প্রাসাদ গড়িয়া উঠুক।

বিবাহিত সংসারে অনেকগুলি পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছ। ইন্দ্রিয়-সুখের ভালমন্দ সবই অনুভব করিয়াছ। এখন তোমরা ইন্দ্রিয়ের অতীত দিব্যজগতে একবার বিচরণ করিয়া জীবনের

পরমামৃত আহরণ করিয়া লও। তোমাদের ধর্ম্ম-ভগিনীদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহের পর হইতে সুদীর্ঘ একযুগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সেবায় অনাসক্ত থাকিয়া সংযম-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছেন। তোমরা আবার ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদন পাইবার পরে এই সুখের আকাঙ্ক্ষাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া আর এক দিকের আশ্চর্য্য সংযম-শক্তির পরিচয় প্রদান কর। আমার সংযম-সুরভি নন্দনোদ্যানে দিকে দিকে নানা বৈচিত্র্য-সুন্দর পুষ্পরাজি ফুটিয়া উঠুক। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীকে যখন মা গুরু করিয়াছ, তখন ত্যাগই ত' তোমাদের জীবনের প্রথম লক্ষ্য হইবে। নীচ ভোগ-লালসা, অসার্থক ইন্দ্রিয়-তাড়না আজ স্তব্ধ হউক। সর্ব্বদা পত্র লিখিবে। সকলের কুশল-সংবাদে সুখী করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের বাবা
স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরি-ওঁ

নোয়াখালী
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, * * * একটু একটু করিয়া নামজপ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিও। ইহার শক্তি ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। দেহ ও মন নামজপের গুণে আপনি সংযত হইয়া যায়। জপে ভোগের সামর্থ্য বাড়ে কিন্তু ভোগের লিপ্সা কমিয়া যায়।

আমার চিন্তাগুলিকে তুমি শতবার আলোচনা দ্বারা নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা পাইও। তোমার প্রত্যেক সধবা বান্ধবীকে এই চিন্তাগুলির অংশভাগিনী করিও। ভবিষ্যৎ ভারতের এক সুখময় স্বপ্ন আমি দেখিতেছি। কন্যা যদি আমারই হইয়া থাক, তবে মা সেই সুখস্বপ্নকে সফল করিবার জন্য কিছু করিতে হইবে। ভারতের নারীজীবন জ্ঞানে ও প্রেমে অমৃতময় হউক, আনন্দময় হউক।

লিখিয়াছ, প্রাণের কিসের জানি একটা অভাব অনুভব করিতেছ। সে অভাব ঈশ্বরীয় প্রেমের। প্রেমময় ভগবানকে ভালবাসিবার জন্য নরনারী জগৎ ভরিয়া প্রেম অন্বেষণ করে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে পূর্ণতাস্বরূপ ভগবানকে পাইবে বলিয়া। খণ্ড-প্রেমে সে অনুশীলন আরম্ভ করে অখণ্ড-প্রেমময়কেই পাইবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্য ভুলিয়া খণ্ডের মাঝেই মজিয়া রহে। তাই জগৎ-সংসারময় এই অতৃপ্তি। অন্তরের সমস্ত প্রেম দিয়া ভগবানকে ভালবাসিলেই সে অতৃপ্তি, সে অভাব-বোধ, সে দৈন্য দূরীভূত হইবে। রমণীর সধবা-জীবন গ্রহণ শুধু ভগবানকে পাইবার জন্য। জানো মা, কেন তোমরা আমার এত আপনার হইয়াছ? তোমাদিগকে আমি

এই শোক-তাপ-জর্জ্জরিত দুঃখময় সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াও পরমপ্রেমময়ের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। আমি অন্তরে এই সত্য অনুভব করিয়াছি। প্রেম যাঁহার স্বরূপ, আনন্দ যাঁহার স্বরূপ, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ, নিত্যত্ব যাঁহার স্বভাব, সেই পরমাত্মীয় শ্রীভগবানকে আপন বলিয়া আদর করিতে শিখিলেই হৃদয়, মন ও প্রাণের সকল অভাব দূরীভূত হইবে।

* * * *

ত্যাগের সহিত পবিত্রতার নিত্য সম্বন্ধ। যেখানে ত্যাগকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব, সেখানেও ত্যাগের বুদ্ধিই ক্রমশঃ অন্তরে পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। ভারতের সকল ব্যক্তিই ত্যাগী হইয়া পড়িবেন, এইরূপ অতিকল্পনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ত্যাগবুদ্ধি ও ত্যাগশ্রদ্ধা প্রত্যেকেরই হইতে পারে। উহাই ভারতকে তার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে, উহাই ভারতের দুঃখনিশার অবসান ঘটাইবে।

শুভাশিস জানিও। * * * কুশল দিও। ইতি—

তোমার স্নেহের সন্তান

স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরি-ওঁ

চাঁদপুর, (কুমিল্লা)
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বি—, তোমাকে আর কখনও পত্র দেই নাই। সন্তানের এই প্রথম পত্র স্নেহের দৃষ্টিতে গ্রহণ করিও।

জীবনের লক্ষ শান্তি। শান্তি আসে পবিত্রতায়। অতীতের প্রভাব জীবনের উপর হইতে মুছিয়া ফেলিতে তোমার স্বামীর কষ্ট হইতেছে। আমি তাঁকে লিখিয়াছি,—"কষ্ট হোক,—কিন্তু চেষ্টা ছাড়িও না।" তুমি কি মা তাঁহার এই চেষ্টায় সহকারী হইবে না?

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

(৮৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শৈ—, শ্রীমান্ র—র পূর্ব্ব চঞ্চলতা আংশিক প্রশমিত হইয়াছে শুনিয়া আমার আনন্দ ধরে না। সংযম একটা মুখের কথা মাত্রই নহে, ইহা একটা পরম সাধনা। কুযুক্তিবাদী ব্যক্তিরা যত ভাবেই বাক্যজাল বিস্তার করুক, ইন্দ্রিয়-সংযম যে করিতে পারে, সে ধন্য। এই সংযম-ব্যাপারে যে শক্তির সে পরিচয় দেয়, সেই শক্তির অধিকারী ব্যক্তি অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে পারে। ত্যাগীই যথার্থ ভোগী, কারণ ভোগী ভোগ-চেষ্টায় ভোগ-সামর্থ্যকে নাশ করে। ত্যাগীর মধ্যে সকল সামর্থ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুষমায় প্রস্ফুটিত হয়। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নি,—তোমাদর পত্র দুইখানা পাইয়া পুলকিত হইলাম। তোমাদের গৃহে অবস্থান-কালে যে আনন্দ অনুভব করিয়া আসিয়াছি, তাহার তুলনা নাই। আমি ওখানে যাইব বলিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই সম্বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা সংযমের সুরভি-চন্দনে গৃহ ও অঙ্গন চর্চ্চিত ও সৌরভময় করিয়া রাখিয়াছিলে। এরূপ অভ্যর্থনা বোধ হয় এই দগ্ধ কলিযুগে অধিক ব্যক্তি পান নাই। সুতরাং তোমরা আমাকে আদর যত্ন করিতে পার নাই বলিয়া নিরর্থক আক্ষেপ করিও না।

কুলির মত কাজ করিয়া দেশের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের জাগিয়াছে, অর্দ্ধাহারে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের সাধ তোমরা করিয়াছ—ইহার চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর কি হইতে পারে?

তিন বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনের যে ব্রত তোমরা গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা অতীব যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেছ জানিয়া আমার হর্ষের অবধি নাই। পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবে স্বামী কখনো কখনো বিচলিত হইলে তুমি অতি সাবধানে স্বামীকে রক্ষা করিয়া নিজেকে রক্ষা করিতেছ জানিয়া

তোমার কৌশল-কলাভিজ্ঞতায় যৎপরোনাস্তি উল্লসিত অনুভব করিতেছি। পুরুষ-জাতির সংযম-রক্ষার কালে নারীরই অধিক শক্তির প্রয়োজন, একথা যথার্থ। তুমি প্রতিপদে তোমার শক্তির পরিচয় দিতেছ। সাধে কি তোমাদিগকে মহাশক্তির অংশ-সম্ভূতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়? শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(৯১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বী—, তোমার মধুমাখা পত্রগুলি আমাকে আকুল করে। কত সুন্দর আমার মায়েরা, কত পবিত্র আমার কন্যারা। আমি উল্লাসিত হই তোমাদের জীবনের মহিমা দেখিয়া, আমি গৌরব বোধ করি তোমাদের আত্ম-সংযমে।

দাম্পত্য-জীবনে সংযম-রক্ষার পুরুষের চেয়ে রমণীর শক্তি অধিক প্রয়োজনীয়। পুরুষ কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই মুক্ত স্ত্রীকে আত্মরক্ষাও করিতে হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগলুব্ধ হিংস্র স্বামীকে কৌশলে সংযতও করিতে হয়। তুমি তোমার শক্তির পরিচয় প্রতি পদে দিতেছ।

বহু সন্তানের উৎপীড়নের ভয়ে অনেকে সংযত হইতে চাহেন। কিন্তু ভয়জনিত সংযম দীর্ঘকাল টিকে না। লোকের নিকট বাহাদুরী নিবার জন্য অনেকে সংযত থাকেন, কিন্তু প্রশংসা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলে সে সংযম আর টিকে না। তখন ওজর দেখান হয়,—তেজীয়সাং ন দোষায়, অর্থাৎ তেজস্বী ব্যক্তির দোষ নাই। ভগবানকে পাইবার জন্য যে সংযম, তাহাই প্রকৃত সংযম, তাহাই সত্য বস্তু, তাহাই স্থায়ী জিনিষ। ভগবানের মঙ্গলময় নামের সেবার দ্বারা চরিত্রকে দিব্য কর। দিব্য প্রকৃতি লাভ হইলে চেষ্টা করিয়া সংযত থাকিতে হয় না, আপনি জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯২)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

পরকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমরা যখন উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অটল, তখন তোমাদের গৃহই যে আমার আশ্রম, একথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি আমি একটা আশ্রমের মধ্যে সমস্ত জগৎটাকে আনিয়া ঢুকাইতে পারিব না। কিন্তু

তোমাদের মত ইন্দ্রিয়-জয়ী পুত্র-কন্যা দ্বারা গৃহে গৃহে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব। আমি যে সধবার সংযমের উপদেশ দেই, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করি, তাহার একমাত্র কারণই ইহা। অসংযমের আগুনে পুড়িয়া দেশে দেশে সোণার সংসারগুলি মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল,—জগতের এই মহৎ দুঃখ নিবারণের জন্যই আমি সপ্তসমুদ্রের বারিরাশি আলোড়িত করিতেছি। ইহাই যে আমার প্রকৃত লক্ষ্য নিশ্চিতই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। দুই একটী সুদুর্লভা কুমারী কন্যার চিরকৌমার্য্যকে যে আমি প্রশংসা করি, তাহার কারণও ইহা। দুই একটী অনবদ্য-চরিতা সন্ন্যাস-সক্ষমা কন্যারও পতি-গ্রহণ যে আমি সমর্থন করি, তাহারও কারণ ইহা। জগৎ সংযমের মধুতে পূর্ণ হউক, সংযমের আনন্দে উজ্জ্বল হউক, সংযমের প্রতিভায় দীপ্ত হউক। কেবল শাখা আর পাতা লইয়া আমার কারবার নহে। আমি ডালে-মূলে, ফলেপুষ্পে, কাণ্ঠে-বল্কলে, সকল দিক দিয়া, সর্ব্বাঙ্গীণ-ভাবে আত্মসংযমের আন্দোলনকে প্রচারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। আমার চিন্তা এবং কর্ম্মে কোথাও আমি কণামাত্র ফাঁকি রাখিতে চাই না বলিয়াই অপরকে যাহা করিতে উপদেশ দিতেছি, নিজে তাহা প্রাণান্ত যত্নে পালন করিয়াছি।

বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের যখন মোটেই সংযমানুকূল অবস্থা নাই, তখন বাড়ী হইতে সরিয়া পড়া উচিত। নিজ গৃহ-মধ্যেও

যদি পবিত্রতার অনুকূল পরিবেষ্টন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে পরগৃহ এবং ভয়াবহ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জন্মিলেই তাহাকে জন্মভূমি বলা চলে না, যেখানে গিয়া দাঁড়াইলে, যে কুটীর-তলে আঁচল বিছাইয়া বসিলে চিত্তের সাত্ত্বিকী বৃত্তি-সমূহ নির্ঝরিণীর ধারার মত উৎসারিত হইতে থাকে, তাহাই প্রকৃত জন্মভূমি। একই দেহ লইয়া মানুষ শতবার জন্মিতেছে, শতবার মরিতেছে। যেখানে যাহার উচ্চচিন্তা আত্মহত্যা করিল, সে স্থান তাহার সমাধি শয়ন। জন্মভূমি যদি উচ্চচিন্তার বিরোধী হইয়া থাকে, নির্ম্মমভাবে তাহাকে পরিত্যাগ কর। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৩)

হরি-ওঁ পুরুলিয়া

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ত—, তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীমান্ দি—র প্রতি তোমার এবং তোমার প্রতি শ্রীমান্ দি—র ভাব যত পবিত্র হইবে, তোমাদের প্রেম তত গভীর হইবে। যতক্ষণ ভাব দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ

পঙ্কিলতা থাকে। দেহের যত নিকৃষ্ট অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ভাব থাকে, প্রেম তত পঙ্কিল হয়। দেহের যত উৎকৃষ্ট অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ভাব থাকে, প্রেম তত অনাবিল হয়। একেবারে দেহকে অতিক্রম করিয়া বিদেহী আত্মায় যখন ভাব থাকে, প্রেম তখন উজ্জ্বলতম, মধুরতম, অমৃতময় ও অভয়প্রদ। স্বামীকে দেহ জানিয়া নহে, আত্মা জানিয়া ভালবাসিও। স্বামীকে দেহের সুখের জন্য নয়, আত্মার সুখের জন্য বুকে ধরিও। স্বামীকে দেহের স্বভাবে নয়, আত্মার স্বভাবে আপন করিও। তোমার প্রত্যেকটী আচরণে তোমার স্বামীর মনে যেন এইরূপ চিন্তারই তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তেমন ভাবে চলিও। সধবা-জীবনের সার্থকতা ইন্দ্রিয়-সুখেই নহে, ইহার সার্থকতা আত্মাকে চেনায়, ভগবান্‌কে চেনায়। তোমার ভিতরের ভগবান্‌কে তোমার স্বামী চিনুন, তোমার স্বামীর ভিতরের ভগবানকে তুমি চিন। এই চেনাচেনি সম্পূর্ণ হইলেই তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে। আমি যেই উপদেশ কখনও দেই নাই, তোমরা আমার সম্পর্কে তাহাই করিয়াছ। আমাতে তোমরা ঈশ্বর-বুদ্ধি আরোপ করিয়াছ, ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা পাইয়াছ। আমার ভিতরে ভগবান্ নাই, তাহা নহে। কিন্তু তোমাদের ভিতরেও ঐ ভগবান্ আছেন। রক্ত-মাংসের মোহ অতিক্রম করিয়া সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ

দর্শন কর। যে যত ইন্দ্রিয়-সংযমী, তার ঈশ্বর-দর্শন তত সহজ হয়, তত দ্রুত হয়, তত সুচারু হয়।

আশিস জানিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বরূপানন্দ

(৯৪)

হরি-ওঁ পুরুলিয়া
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা উ—, তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। দাম্পত্য-সংযমে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীরই শক্তি অধিক প্রয়োজন হয়। নিজেকে ঠিক রাখা এবং স্বামীকেও কল্যাণপথে পরিচালিত করা এই দুইটী গুরুতর দায়িত্ব এক সঙ্গে স্ত্রীর উপরে পড়ে। তুমি তোমার দায়িত্ব বিস্মৃত হইও না। পশু-জীবনে আর মানুষ-জীবনে তফাৎ আছে। সেই তফাৎ স্বার্থে আর ইন্দ্রিয়-সেবায় রতি ও বিরতি দিয়া। এই কথাটা নিয়ত স্মরণ রাখিও এবং তোমার স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিও। এমন ভাবে চলিও, যেন তোমাকে দেখিলেই শ্রীমান্ স—র মনে হয় যে, তার জীবনে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগাপেক্ষা বৃহত্তর কর্ত্তব্য আছে, মহত্তর ব্রত আছে। যার জীবনে উচ্চ লক্ষ্য

নাই, তার পক্ষে ইন্দ্রিয়-সেবাই পরম লক্ষ্য, পরমমোক্ষ। তাহার সহিত পশুর পার্থক্য নাই।

একেবারে যে ইন্দ্রিয়-সুখাস্বাদন করে নাই, তাহার সংযম, আর যে প্রচুর ইন্দ্রিয়-সুখাস্বাদন করিয়াছে, তাহার সংযম এতদুভয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়া পাত্র-ভেদে উভয়ই প্রয়োজন এবং উভয়বিধ সংযমই নিতান্ত সহজসাধ্য। কাল্পনিক কথা বলিতেছি না। তোমার কোনও কোনও বিবাহিত ভ্রাতা-ভগিনী এই বিষয়ে পূর্ণ সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হও।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৫)

ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, শুভাশিস জানিও। প্রত্যেক আপন-জনের ভিতরে ত্যাগ-স্পৃহা জাগাইও। ত্যাগের বহ্নি জ্বালাইও। ত্যাগই অমৃত, ভোগই নরক। ক্ষুদ্র সুখকে ত্যাগ করাই বৃহত্তর সুখকে পাইবার পথ। ক্ষুদ্রই নরক, ভূমাই অমৃত। এই

কথাটুকু তোমাদের দাম্পত্য-জীবনেও সহস্র ভাবে সত্য হইয়া উঠুক।

নিজে প্রেমিকা হও, জগৎ ভরিয়া প্রেম বিলাও। নামের রসে মজ আর জগৎকে মজাও। নিজের পাপ ক্ষালন কর, জগতের পাপী-তাপী উদ্ধার কর। নিজে বিশ্বাসিনী হও, অপরকে বিশ্বাসের পথে টানিয়া আন। সত্যকে জান এবং সত্যকে জানাও। নিজে মধুময়ী হও এবং অপরকে মধুময় কর। তোমার ক্ষুদ্র সংসারটুকুর মধ্যেই আগে জগদুদ্ধারের আয়োজন হউক।

হও নিজে প্রেমাস্পদা এবং চিনিয়া লও নিজের প্রেমাস্পদকে। রক্তমাংস তোমার প্রেমের পাত্র নহে। মঙ্গলময় নামের অমৃত-সাগরে ডুব দাও। প্রেম-রত্ন না তুলিয়া আর উঠিবে না, এই পণ কর। মানুষ হও, মানুষ কর। জাগো এবং জাগাও। জগৎ অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। আগে নিজের অন্ধকার নাশ কর, পরে সকলের অন্ধকার বিদুরিত কর। জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের মধুতে জীবনকে পূর্ণ কর, জগৎকে পূর্ণ কর। ভিতরে বাহিরে সমান হও। সুন্দর হও আর পবিত্র হও।

যে নিজে অপবিত্র, সে জগৎকে কি করিয়া পবিত্র করিবে? যে নিজে অন্ধ, সে অপরকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? যে নিজে দুর্ব্বল, সে অপরের বোঝা কি করিয়া

বহিবে? পবিত্র হও, চক্ষুষ্মতী হও, সবলা হও। নিজের মঙ্গলের সহিত স্বামীর মঙ্গল, স্বামীর মঙ্গলের সহিত জগতের মঙ্গল সাধন কর।

জগৎকে অপবিত্রতা হইতে বাঁচাইবার জন্যই বিবাহ-পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছিল এবং বিবাহকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঋষিরা ইহাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। ভগবানের মঙ্গলময় নামে অভ্রান্ত লক্ষ্য রাখিয়া বিবাহিত জীবনকে সংযমের মধ্য দিয়া শুভময় কর, সুখময় কর।

মিথ্যাময় জগতে একমাত্র নামই সত্য। দুঃখময় জগতে একমাত্র নামই সুখের সেতু। তাপময় জগতে একমাত্র নামই শান্তির চন্দন-প্রলেপ। তৃষ্ণার্ত্ত জগতে একমাত্র নামই তৃপ্তির অমিয়-প্রস্রবণ। নিমেষের জন্যও নাম ভুলিও না। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের পরমবিত্র নামকে কর কণ্ঠের হার, কর বক্ষের পঞ্জর, কর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। নামকে একান্ত ভাবে আশ্রয় কর, অকুণ্ঠিত অন্তরে নামের শরণাপন্ন হও, নিজেকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিয়া স্তন্যপায়ী শিশুর মত নাম-রূপ মাতৃবক্ষে লাগিয়া থাক।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে অগ্রহাণয়, ১৩৪২

পরমল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মাম—, * * * বাপধনের যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। ভগবানের নাম কখনই ব্যর্থ হয় না। তুমি অফুরন্ত ভাবে ভগবানের নাম করিয়া যাও। ইহার সুফল হইবেই হইবে। সংযমের প্রতি বাপধনের অনুরাগ আপনিই বর্দ্ধিত হইবে। সত্য করিয়া যদি ভগবানকে ডাকিতে পার, তোমাকে ভোগের উদ্দেশ্যে বক্ষে ধারণ করিলেও তোমার পবিত্র স্পর্শগুণে তাহার ভিতর বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি ভোগ-বিরক্তি ও সংযমানুরক্তি সৃষ্ট হইবে। একা তোমার পক্ষেই একথা সত্য, তাহা নহে। তোমার বহু গুরুভগিনী নিজ নিজ জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। নিজের জীবনে সংযম স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় যেমন ভগবানের নাম, স্বামীর জীবনেও সংযম স্থাপনের তাহাই অব্যর্থ উপায়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা ক—, স্বামীই স্ত্রীর অবলম্বন, স্ত্রীই স্বামীর ভালবাসার ধন। একে অন্যকে ছাড়িয়া জগতে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু মা, প্রকৃত সুখ কেমন বস্তু, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

যাহাতে প্রকৃত সুখকে চিনিতে পার, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া প্রকৃত সুখের আস্বাদন করিতে পার, তাহারই জন্য তোমাদিগকে অত আদর করিয়া ভগবানের নামে দীক্ষা প্রদান করিয়াছি।

যে সুখ অসীম, অনন্ত, তাহাই প্রকৃত সুখ। যে সুখ কিছুতেই কমে না, কখনও লয় পায় না, কোন কারণেই বিষোদগার করে না, যাহার প্রতিক্রিয়ায় জীবন বিষাদময় হয় না, তাহাই প্রকৃত সুখ।

সাধারণ নর-নারী যে সুখের কামনায় বিহ্বল, যে সুখের লোভে লালায়িত, যে সুখের স্বপ্নে বিভোর, সেই সুখ নহে,—তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ তোমাদিগকে দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় যে সুখ, তাহা ক্ষণিক, ইন্দ্রিয়-সংযমের মধ্য দিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে যে

সুখ, তাহা চিরস্থায়ী। স্নেহের কন্যা আমার, অনিত্য সুখকে বিস্মৃতা হইয়া নিত্য সুখের পানে তাকাও।

ভোগবাদ সাধারণ রমণীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নেশায় জগৎ-সংসার মজিয়া রহিয়াছে। তুমি আজ অসাধারণ হও, তুমি আজ বিজিতেন্দ্রিয়া হও, কামনার ঊর্দ্ধে বাসনার অতীতে সত্যময় জগতে অভ্যুদয় লাভ কর, আনন্দময় পরমদেবতার নিত্যাভয় আশিস-কুসুমকে জীবনদায়ক নির্ম্মাল্যরূপে শিরোদেশে ধারণ কর। আমার যাহারা কন্যা, তাহাদের সংযমের দ্বারা আমার সম্মান বর্দ্ধিত হউক। স্বরূপানন্দের সন্তান ভোগের তাড়নায় বিষ্ঠাকুণ্ডে ডুব দিয়াছে, একথা যেন জগতে কেহ না বলিতে পারে!

শুভাশিস জানিও। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এতদিনে তোমার একখানা পত্র পাইব। ছেলের উপরে অত স্নেহ যে মায়ের, সেই মা যে এই ভাবে চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা

আমি ভাবি নাই। ছেলের উপরে মা কি রাগ করিয়াছে?

আমি অবশ্য তোমাদের পুকুরে কত মাছ হইল, খালের জল শুকাইল কি না, এই সব কথা জানিবার জন্য তোমাদের পত্র চাহি না। তোমাদের বৈষয়িক সংবাদের সহিত আমার চিত্তের অনুরাগ বা বিরাগ আমি কখনই অনুভব করি না। আমি জানিতে চাই, দেব-জীবনের পথে তোমরা কতটুকু অগ্রসর হইলে, ভগবান্‌কে তোমাদের কতটুকু ভাল লাগিল, চিত্তের আকর্ষণগুলিকে সত্য ও নিষ্কলুষ প্রেমের উপরে কতখানি দাঁড় করাইতে পারিলে, মনের প্রত্যেকটা চিন্তা-তরঙ্গ জ্ঞানময় শ্রীভগবানের সহিত কতটা যোগ রক্ষা করিল। আমি জগৎকে প্রেমময় ও আনন্দময় দেখিতে চাই।

যখন তোমাকে আদর করিয়া স্নেহের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলাম, যখন তোমাকে কন্যা বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিয়াছিলাম, যখন তোমাকে তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ প্রথম মহামন্ত্র শ্রবণ করাইয়াছিলাম, তখন কি বলিয়াছিলাম মনে আছে মা? বলিয়াছিলাম, তোমাকে তোমার প্রত্যেকটী চিন্তায় মহীয়সী হইতে হইবে। বাড়ীতে দুর্গাপূজার মহোৎসব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলে উৎসব-সমারোহহীন একটী পল্লীগ্রামে আমার স্নেহের টানে। সেই দিন বলিয়াছিলাম, তোমার জীবনে নিত্য যেন মহাপূজার মহাসমারোহ চলে। তোমার স্বামীর সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তার লক্ষ্য কর নিজেকে। তোমার

স্বামীর সকল অভ্যুদয়ের কেন্দ্র কর নিজেকে। তুমি যেন তোমার স্বামীর কুচিন্তাগুলিরই কেন্দ্র না হও, তুমি যেন তোমার স্বামীর পতনেরই কারণ না হও। জাগাও নিজের অন্তরকে, জাগাও নিজের স্বামীকে। ইহাই তোমাদের জীবনের বোধন-ষষ্ঠী হউক।

মনে আছে কি মা সেই কথা? শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(৯৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা পৌষ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বি—, তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখানুভব করিলাম। এই ভোগবাদের যুগে স্বামীকে সংযমের পথে সাহায্য করিবার রুচি-সম্পন্না মেয়ে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। স্বামী সংযত হইতে চাহিলে তাহাকে নানা কৌশলে বা তাড়নার দ্বারা ভোগের অনলে পতঙ্গবৎ দগ্ধিয়া মারিবার জন্য বাধ্য করিতেই চাহিতেছে প্রায় শতকরা নব্বইটী স্ত্রী। এমন সময়ে তোমার মত মেয়েরা আমার নিকটে সত্যই আদরের পাত্রী।

তোমাদের মত মেয়েদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হউক, ভোগ-বিলাসের আতিশয্য দেশ হইতে অন্তর্হিত হউক, কামুকতার অন্তর্দাহ চিরতরে নির্ব্বাসিত হউক,—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

স্বামীর জীবনে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তুমি আনন্দিতা হইয়াছ। ইহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার স্বামীই লিখিতেছেন যে, তোমার দিক হইতে তাঁহার কোনও বাধা নাই। নিজের দুর্ব্বলতার নিকটই তিনি বারংবার পরাজিত হইতেছেন। এই ক্ষেত্রে তোমার কর্ত্তব্য তাঁহার বলবিধান করা। স্বামীর উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় আনন্দ প্রকাশ করিলেই সহধর্ম্মিণীর পবিত্র কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হইবে না, নিজের সবলতা দ্বারা, দৃঢ়তার দ্বারা, তেজস্বিতা দ্বারা ও আদর্শ-নিষ্ঠার দ্বারা স্বামীর দুর্ব্বল মনে বলের সঞ্চার করা এবং স্বামীর অচেতনচিত্তে কর্ত্তব্যের চেতনা জাগানই সহধর্ম্মিণীর সুমহৎ কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, এই কর্ত্তব্য তুমি প্রাণপণে পালন করিবে। আমি আর একবার যখন আসিব তখন দেখিতে চাহি, আমার পুত্র ও কন্যা উভয়ের আননে সংযমের শুভ্র রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের ছেলে
স্বরূপানন্দ

(১০০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪২

কল্যাণকলিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * একটা সমগ্র জীবন জুড়িয়াই শুধু চাঞ্চল্যের খেলা চলিবে, ইহা তোমার বিধিলিপি নহে। ভগবানের নামে একনিষ্ঠ-ভাবে আশ্রয় গ্রহণ কর, চাঞ্চল্য দূরীভূত হইবে। তোমার সাধনা তোমার স্বামীর চাঞ্চল্য নাশ করিবে। হতাশও হইও না, ভগ্নোদ্যমও হইও না। সমগ্র প্রাণ জুড়িয়া নূতন করিয়া উৎসাহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। মনুষ্য-জন্ম বৃথাই পাও নাই। এই জীবনে করিবার মত কাজ আছে। সেই কাজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য পরমমঙ্গলময়ের অমোঘবীর্য্য নামের ঐকান্তিকী সেবার ভিতর দিয়া আসিবে। বাহিরের জগতে কে তোমাকে কি বলিল, সেই দিকে কাণ দিও না। নিজের অন্তরের দিকে তাকাও। * * * আশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০১)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪২

স্নেহের মা,

তোমার পত্রখানা পাইলাম। দীর্ঘকাল সযত্নে শত প্রলোভনের মধ্যে নিজ পবিত্র কৌমার্য্য-সঙ্কল্পকে রক্ষা করিবার পর আজ তুমি বিবাহিতা হইয়াছ। ইহাকে মা দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিও না। যাহারা কুমারী-জীবনকে পবিত্র রাখিয়াছে, বিবাহরূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের তাহারাই প্রকৃত অধিকারিণী। কুমারী জীবন যাহারা সত্যের ভিতর দিয়া পালন করিয়াছে, সধবা-জীবনে সত্যপ্রতিষ্ঠা তাহাদের কঠিন নহে। নির্ভয়ে তোমার নব-বিবাহিত জীবনকে গ্রহণ কর এবং বিবাহরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বামী নামে পরিচিত যে-সঙ্গীটীকে পাইয়াছ, তাহাকে তোমার জগৎ-কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত এবং ভগবচ্চরণ-লাভের যথার্থ সঙ্গীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। নিজের দৃঢ়তাকে সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন কর। যখন যে বিষয়ে জানিতে হয়, নিঃসঙ্কোচে লিখিও। যখন যাহা প্রয়োজন হয়, আমি তাহা তোমাকে জানাইব।

বিবাহ-মাত্রই যে স্বামীরা স্ত্রীর সহিত নরকোৎসবে প্রমত্ত হয়, তাহার সবটাই স্বামী বেচারীদের দোষ নহে। অনেক

ক্ষেত্রে অশিক্ষিতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীনা স্ত্রীরা নিজ নিজ স্বামীকে দেবতার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পশুর স্বভাব গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করে। যে স্বামী দেবতার মত নির্ম্মল নহে কিন্তু মানুষের মত সংযত থাকিতে চেষ্টাশীল, অনেক প্রগল্‌ভা পত্নী তাহাদের মনুষ্যত্বের বাঁধন-কষণ দ্রুত শিথিল করিয়া দেয়। এই কারণেই দীর্ঘকাল পবিত্র চিন্তার মধ্য দিয়া কৌমার-ব্রত পালনের পরে যেই মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিও। শক্তির কখনও অভাব হইবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০২)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা চৈত্র, ১৩৪২

পরমক্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, শুভাশিস জানিও। যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইতে কখনও স্খলিত হইও না। সংযমই শক্তি, ভোগই দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাই ভোগের লোলুপতা সৃষ্টি করে, ভোগই দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করে। শক্তিই সংযমকে সহজ করে, সংযমই শক্তিকে প্রবোধিত করে। জীবনের মহৎ লক্ষ্য

ভুলিও না, জীবনের মহৎ ব্রতে অনাদর করিও না। জগৎকে দেখাইতে হইবে, স্ত্রীজাতি কতখানি মহিমাকে নিজের জীবনে জাগাইতে সমর্থা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(১০৩)

ওঁ শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ই চৈত্র, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, * * * শ্রীমান্ ফ'—র সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া দ্বিগুণ আনন্দিত হইয়াছি। এইবার তুমি সহধর্ম্মিণী শব্দটাকে গৌরব প্রদান করিতে সুযোগ পাইবে। রতিদানে স্বামীকে যাহারা ভেড়া বানাইয়া রাখে, সহধর্ম্মিণী তাহারা নহে। নিজের সংযমের শক্তি দ্বারা স্বামীর উন্নতিমুখিনী আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রাণপণ যত্নে যে ফুটাইয়া তোলে, সহধর্ম্মিণী সে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যথার্থ সহধর্ম্মিণী হও।

ভোগ-বিলাসিতা-পূর্ণ বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে বিবাহের পরে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর উদ্দাম পশু-কামনাকে প্রতিরোধ করিয়া চলা অতি অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু, তুমি সচ্চিন্তায় পরিবর্দ্ধিত উচ্চ-আদর্শ-সম্পন্ন একটী মহচ্চরিত্র যুবককে

স্বামী-রূপে পাইয়াছ। তোমার পক্ষে সংযম-সাধনার পথ অত্যন্ত সুগম। যেই দৃঢ়তা লইয়া কুমারী-জীবন গড়িতেছিলে, আজ যেন সেই দৃঢ়তাই তোমার সধবা-জীবনকে অলঙ্কৃত করে। দৃঢ় হও, সবল হও।

সংসারী জীবনে প্রবেশ করিয়াছ, কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, সংসারের পঙ্কিলতা যেন তোমাকে স্পর্শ করিতে না পায়। সত্য-স্বরূপের পাদপদ্মে যার চিত্ত লীন থাকে, পঙ্কিলতা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৪)

জয়গুরু শ্রীগুরু চট্টগ্রাম
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, তোমার সব পত্রই পাইয়াছি। কিন্তু আমাকে অফুরন্ত ভ্রমণে থাকিতে হয় বলিয়া আমি কোনও পত্রেরই উত্তর দিতে পারি নাই। অথচ আমি স্পষ্টই অনুভব করিতেছি যে, তোমার নিকটে সর্ব্বদা সদুপদেশপূর্ণ পত্র আমার প্রেরণ করা প্রয়োজন। যেরূপ যত্ন, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও উচ্চকাঙ্ক্ষা নিয়া তুমি তোমার কুমারী-জীবনটীকে ধারাবাহিক প্রযত্নে পবিত্র ও উন্নত রাখিতেছিলে, তদ্রূপ ধারাবাহিক যত্ন

তোমার এই নবগৃহীত সধবা-জীবনেও লওয়া দরকার,—বিশেষতঃ সমভাবের ভাবুক স্বামীই যখন পাইয়াছ। যদিও বর্ত্তমান সময়ে আমার বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে অনেক কুমার ও অনেক কুমারী বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহিত জীবনের জন্য উত্তমরূপ প্রস্তুত হইবার সুযোগ পাইতেছে, তথাপি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই এইরূপ সুযোগ পাইয়া আসিয়াছে, এমন ঘটনা দুর্ল্লভ। তোমার পক্ষে সেই দুর্ল্লভ ঘটনাই ঘটিয়াছে। আমারই আদর্শে গড়া দুইটী জীবন এভাবে অধিক একত্রিত হয় নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে শত সহস্র হইবে। তোমাদের এই মিলন যাহাতে কামের পঙ্কিলতায় দুর্গন্ধপূর্ণ না হইয়া যায়, প্রেমের পবিত্র সৌরভই যেন এই জীবন হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমান হয়, আমি ইহা চাহি।

উভয়ে তোমরা বদ্ধপরিকর হও যে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার তোমরা করিবে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বন্যার জলে ভাসিয়া যাইবে না। উভয়ে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, একজন আর একজনের বল বর্দ্ধন করিবে, উৎসাহ বাড়াইবে, বলহরণ করিবে না। তোমাদের উভয়ের প্রত্যেকটী ভাবের বিনিময়, প্রত্যেকটি চিন্তার বিনিময় ক্লেদ দুর্গন্ধের অতীত পথে চলুক। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস প্রেম দিয়া, কাম দিয়া নয়,—প্রাণ দিয়া, দেহ দিয়া নয়। যেদিন সন্তান-লাভের প্রয়োজন হইবে সেইদিন দেহকে ব্যবহার করিও, কিন্তু আজও সন্তান লাভের সময় আসে নাই।

তোমরা একে অন্যকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিও কিন্তু

কেহ কাহারও নিকটে নির্ল্লজ্জ হইও না। যেখানে ভালবাসা গভীর, সেখানে লাজ, দ্বিধা কুণ্ঠা থাকে না। কিন্তু কামুকতার প্ররোচনা যেন তোমাদের লজ্জা-ভঙ্গের কারণ না হয়। বিবাহিত জীবনের প্রকৃত প্রেমকে উপলব্ধি করিতে হইলে একদিকে যেমন সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ-প্রিয়কে আপন করিতে হয়, অপর দিকে তেমন লজ্জা দ্বারা চিত্তের ভ্রমকে শাসন করিতে হয়। যাহাকে ভালবাস, তাহার ভিতরে পরমপ্রেমময় শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবার প্রয়াস পাইও। তোমার ভিতরে তোমার স্বামী যেন তাঁহাকেই দর্শনের চেষ্টা করে, সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রেরণা তাকে দিতে চেষ্টা করিও। লক্ষ্য রাখিও উচ্চে, জীবন রাখিও সুন্দর।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৫)

হরি-ওঁ
কুমিল্লা
১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বী—, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি নানা স্থান ভ্রমণে আছি, তাই পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। * * * তুমি এক বৎসর কাল পরম-নিষ্ঠায় সংযম-ব্রত পালন

করিতে সমর্থ হইয়াছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমরাই আমার সুখের স্বপ্নকে সত্য করিবে। ভারতে এক মহাদুর্দ্ধর্ষ সংযমী জাতির সৃষ্টি তোমাদেরই আদর্শে ঘটিবে। কিন্তু মা অতীত সাফল্যে স্ফীত হইলে চলিবে না। বর্ত্তমানের নিরাপদ সংযমে আত্মসন্তুষ্ট হইলেও চলিবে না। ভবিষ্যতের জন্য আরও দৃঢ় হও, আরও কঠোর হও, অধিকতর সৎসঙ্কল্পবতী হও। শুধু তাহাই নহে, আরও সাধনশীলা হও। সাধনের বলেই মানুষ দুর্জ্জেয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

(১০৬)

হরি-ওঁ
নোয়াখালী
১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র,—বিবাহের পর হইতে তুমি আমাকে যে কয়খানা পত্র লিখিয়াছ, সবই যেন মধু-ক্ষরণ করিতেছে।

বিবাহের পূর্ব্ব-জীবনে তোমার সহিত আমার একদিনের জন্যও দেখা হয় নাই। বিবাহের পরেও দেখা করিবার একটুকু অবসর পাই নাই। তথাপি যে তুমি আমার চিন্তাগুলি ধরিয়া রাখিয়া দৃঢ়-চরণে পথ চালিতেছ, তাহা দেখিয়া আনন্দের আমার অবধি নাই। তোমার মত মেয়েরাই জগতে অসাধ্য সাধন করিয়া অতুল-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে। অথবা অতুল-কীর্ত্তি অর্জ্জনের কথা বলাও বৃথা। কারণ, কীর্ত্তি-অর্জ্জনকারী সকল সময়েই যে সাত্ত্বিক জীবন-যাপন করেন, তাহা নহে। লোকচক্ষে কীর্ত্তিমান, হওয়া অনেক সময়ে কৌশল-সাপেক্ষ। তোমার মত মেয়েরাই ভারতের ভবিষ্যৎকে গৌরবান্বিত করিয়া গড়িয়া তুলিবে। নিভৃত সাত্ত্বিক জীবন-যাপনকারীরা দেশের জন্য যে সৌভাগ্য সৃষ্টি করেন, যশঃ-সম্বর্দ্ধিত কীর্ত্তিস্থাপয়িতারা অনেক সময়ে তার সহস্রাংশও করিয়া যাইতে সমর্থ হন না।

তোমার স্বামী যেন কখনও তোমার পানে কামদৃষ্টিতে না তাকান, তিনি যেন তোমার নিকটে তাঁর পবিত্রতাটুকু লইয়া আসেন, তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। ইহা পাঠে যে কি পরিমান সুখানুভব করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে। নিশ্চয় আমি শ্রীমান্ ফ—কে তদ্রূপ উপদেশ দিব। কিন্তু এই ব্যাপারে তোমার ব্যক্তিত্বই বেশী কাজ করিবে। চখের দেখা না হইলেও তুমি

আমারই মানসী কন্যা এবং বলিতে কি, তন্মধ্যে তুমি অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে চলিয়াছ। তোমার চরিত্রের তেজ তোমাকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। এই জ্যোতির সমক্ষে পড়িয়া তোমার স্বামীর সকল তামসিকতা আপনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে। অবিরাম শুধু তাহাকে তোমার বাক্য, পত্র ও ব্যবহারের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যে জীবন পাইয়াছ, সেই জীবন ভগবানের কাজে লাগাইবে বলিয়াই বিবাহ-বন্ধনের আশ্রয় নিয়াছ। কুমারীর পক্ষে সতীত্বের রক্ষাকর্ত্তা নাই, তাই তুমি শ্রীমান্ ফ—কে তোমার সতীত্বের রক্ষাকর্ত্তা বরণ করিয়াছ। ইহাই তোমার বিবাহের তাৎপর্য্য।

শ্রীমানের নিকট পত্র লিখিতে তুমি মনের ভিতর কোনও কুণ্ঠা বা অস্পষ্টতা রাখিও না। তোমার চিন্তার ভিতরেও কোথাও কোনও গোঁজামিল থাকিতে দিও না। স্পষ্ট ভাষায় অকপট চিত্তে তোমার প্রাণের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি শ্রীমান্ ফ—র নিকটে উপস্থিত করিবে। বিদেশে বসিয়া ত্রিতল কলেজ হোষ্টেলের দক্ষিণা হাওয়া খাইতে খাইতে যদি তার মন নিজের অজ্ঞাতসারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে তোমার সম্পর্কে কদর্য্য চিন্তা করিবার অভ্যাস করিতে থাকে, তবে সেই অভ্যাসের দাসত্ব হইতে তাহাকে সাক্ষাৎকালে দূরে রাখিবে কি করিয়া? তার মন যদি ঢাকায় তোমার অজ্ঞাতে তোমার সম্পর্কে কাম-চিন্তাসমূহ করিতে থাকে, তবে তোমার কাছে আসিবার পরে লজ্জা বা সঙ্কোচ বশতঃ দুই চারিদিন সে হয়ত ভাল-মানুষটি

থাকিবে, কিন্তু তারপরে আর কিছুতেই নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে না এবং একদিন হঠাৎ তোমার মনকে নীচের দিকে টানিয়া নিবার জন্য মরণ-পণ করিয়া বসিবে। তোমার সম্পর্কে ভোগমূলক চিন্তা যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া চালাইবার সময়ে অবিরাম করিতে থাকে, তবে, পরীক্ষার পর বা ছুটীর সময় বাড়ী আসিলে দুই এক দিন তোমার মুখের দুই একটা পবিত্রতামূলক বাক্য শ্রবণেই কি আর চিত্তবৃত্তিকে শাসন করিতে পারিবে মা? সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে পুস্তক অধ্যয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যাহাতে তোমার চিত্তকে, তোমার পবিত্র চরিত্রকে এবং তোমার উন্নত আকাঙ্ক্ষাগুলিকেও অধ্যয়ন করিতে পারে, তোমার কর্ত্তব্য তার নিকট সেই ভাবে অবিরাম পত্রের উপর পত্র লিখিয়া নিজের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা। তোমার অন্তরের প্রকৃত পরিচয়টা পাইলে শ্রীমান ফ—তোমাকে যখন তখন যা তা ভাবে ব্যবহার করিতে কখনও সাহসীই হইবে না। তোমার ভিতরে দেবভাবের প্রাচুর্য্য দেখিলে তাহার রুচিও শুদ্ধ তথা সুন্দর হইবে। তখন সে সহজে তোমার ভগবৎ-পথের সহায় হইবে।

শুভাশিস জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

(১০৭)

ওঁ শ্রীগুরু

নোয়াখালী

১৭ই আষাঢ়, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, তোমার পত্র ও আসনখানা পাইয়াছি। পত্রখানা যেন মধু বর্ষণ করিয়াছে। পরম-মধুময় শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে মধুময়ী হইয়া যাও, আমার এই আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার তৈরী আসনখানা অতি সুন্দর হইয়াছে। আসনখানাতে আমি অতি আনন্দের সহিত উপবেশন করিয়াছি। প্রথম দিন ত' মায়ের দান বলিয়া আদর করিয়া বালিশের উপরে বিছাইয়া মাথায় দিয়া শুইয়াছি। যেমন শুদ্ধ মনে আসনখানা দিয়াছ, তেমন শুদ্ধ মনে তোমার দেহ-মন-প্রাণ সবই শ্রীভগবানের কার্য্য-সাধনার্থ দিবার জন্য প্রস্তুত হও মা।

আমি কিন্তু মা আসনখানাতে বসিয়াই তুষ্ট হইব না। আমি তোমার হৃদয়াসনে বসিতে চাহি। তোমার হৃদয়-আসন এই আসনটি হইতেও কোটিগুণ সুন্দর, তাহা আমি জানি। সেই আসনে আমি বসিতে চাহি। শত শতদল যেখানে ঈশ্বর-প্রেমের স্পর্শে বিকশিত হইয়া সাহ্লাদে জগতের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে, তোমার সেই হৃদয়-কমলাসনে আমি বসিতে চাহি। যেখানে ভক্তের ব্যাকুলতা ভগবানকে ব্যাকুল

করে, সেই সুদুর্লভ ও সুপবিত্র আসনটি আমাকে তোমার বুকের মাঝে দিও মা।

তুমি লিখিয়াছ, তোমাকে বিবাহ করিয়া বৈ—অৰ্দ্ধেক হইয়া যায় নাই। দ্বিগুণিতই হইয়াছে। এমন সরল আত্ম-বিশ্বাসের কথা আজিকার যুগের মেয়েদের বলিবার অধিকারই যেন নাই। তুমি নিজের সংযম ও পবিত্রতা দিয়া সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছ। তুমি ধন্য, আর তোমার পিতা হইয়া আমিও ধন্য। ঘরে ঘরে কবে সধবা মেয়েগুলি তোমারই মত অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিবে যে, স্বামীকে তাহারা অৰ্দ্ধেক করিয়া দেয় নাই, বরঞ্চ দ্বিগুণই করিয়াছে। যে সকল মেয়ে লালসার জাল বুনিয়া স্বামীগুলিকে বাঁধে এবং চুমুকে চুমুকে তাহাদের শোণিত পান করে, সেই তামসিকী নারীগুলির অন্তৰ্দ্ধান কবে ঘটিবে? কবে দেখিব, ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক সধবা স্বামীর ধৰ্ম্মরক্ষা করিতেছে, স্বামীর পবিত্রতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে, স্বামীর মনুষ্যত্বকে প্রহরা দিতেছে? কবে দেখিব, ভারতের নারী দেবীত্ব পাইয়াছে? বৈ—র প্রতি আমার আদেশ ছিল যে, সে যেন তার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি অবিরাম পত্রযোগে তোমার নিকটে পরিবেশন করে। সে যে আদেশ পালন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তোমার নিকটে তাহার লিখিত পত্রগুলির নকল পাঠে মনে

হইল, তাহার প্রকৃত প্রতিভা যেন ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। আমার হাতের গড়া ছেলে সে, তার প্রতিভাকে আমি চিনি। সে যেন নিজের সমগ্র সত্তাটিকে তার পত্রগুলির মধ্যে ঢালিয়া দিতে পারিতেছে না। তাহাকে লিখিও, সে যেন তোমাকে সত্যই তার সহধৰ্ম্মিণী করিয়া গড়িয়া তুলিতে কৃপণতা না করে। অবসর থাকুক আর না থাকুক, তোমার জন্য তাহাকে একটু ফাঁক করিয়া লইতেই হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মনে যে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, আজ অন্ন-চিন্তা সেই বন্যাকে একেবারে শুষ্ক করিয়া দিবে, ইহা সহনাতীত সংবাদ। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সংসর্গ কত বালক ও কত যুবকের চিত্তে দৈবী প্রেরণা জাগাইত, আজ কি সেই প্রেরণা সে তোমার চিত্তে জাগাইতে পারিবে না? তাহাকে লিখিও যে, তাহাকে ইহা পারিতেই হইবে।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। সর্ব্বদা তোমাদের কুশল দিও। ব্যায়াম ও উপাসনা নিয়মিতভাবে করিবে। উপাসনাকালে শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করিয়া তাঁর চরণে আত্মদান করিতে থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০৮)

ওঙ্কার-গুরু

লাকসাম, ত্রিপুরা
১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনে তোমার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমার ব্রহ্মচর্য্যের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তোমার গর্ভস্থ সন্তান অধিকতর লাভবান্ হইবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যে নারী স্বামী-সহবাস করে, সে তাহার সন্তানের নৈতিক ও মানসিক ক্ষতি করে। এই জন্যই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর সহিত ভগিনীবৎ ব্যবহার করিতে হয়, শয্যাসঙ্গিনী রূপে নহে।

সাধবা স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য একার ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হয় না। তাই, এই সব বিষয়ে আমার স্নেহের বাপধনের সহিত তোমার অকপট আলোচনা আবশ্যক। উভয়ে মিলিয়া যদি দাম্পত্য-সংযমের প্রশংসামূলক বা উপায় নির্দ্দেশক গ্রন্থ নিয়মিত-ভাবে কিছুদিন অধ্যয়ন কর, তবে এই বিষয়ে মতের সাম্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হইবে। * * * শুভাশিস জানিবে। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০৯)

ওঙ্কার-গুরু

ফেণী (নোয়াখালী)
১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্রি—, তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীমতী হি—র সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। তার ভিতরে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে একটু চেষ্টা পাইও। তাঁর স্বামী বিবাহের অন্ততঃ ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমার কাছে আসিয়াছিল, আমার সঙ্গ পাইয়াছিল। ভিতরে তার ত্যাগ ও সংযমের ভাব খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ পাইবে মনে করিয়া সে বিবাহ সম্পর্কে মনঃস্থির করে এবং শ্বশুরের আংশিক সাহায্যে বিদ্যার্জ্জন করে। কিন্তু বিবাহের পরে আর সে স্মরণে রাখিতে পারে নাই যে, তার মত ছেলের জীবন-লক্ষ্য কিরূপ থাকা উচিত।

শ্রীমতী হি—ও এই বিষয়ে সচেতন হয় নাই। কারণ, স্বামীসোহাগ ব্যতীত সধবা-জীবনের যে অন্যতর বৃহৎ কোনও উদ্দেশ্য আছে, এ সংবাদ কেহ তাহাকে দেয় নাই। ভগবৎ সঙ্গের ভিতর দিয়াই যে স্বামী-সঙ্গকে মধুরতর করিতে হয়, এই বার্ত্তা তাহার নিকটে পৌঁছে নাই। তাই, সে সাধারণ মেয়ের মত জীবন-যাপন করিয়াছে এবং এই অল্প বয়সেই

এতগুলি পুত্র-কন্যার জননী হইয়া যৌবনেই বার্দ্ধক্য-ভারাক্রান্তা সাজিয়াছে। তুমি নিজ-জীবন দিয়া যাহা সাধন করিতেছ, হি—র নিকটে তাহার মধুময়ী বাণী পরিবেশন করিতে হইবে। ইহা তোমার নিকটে একটী গভীর কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। শ্রীমতী হি—র ভিতরে একটুকু সংযমানুরাগ আসিলেই তার আত্মবিস্মৃত স্বামীর পুরাতনী স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে,—কত ঊর্দ্ধে সে উঠিয়াছিল, আর কত নীচে নামিয়াছে তাহার সেই খেয়াল হইবে এবং শ্রীমতী হি—র সামান্য সাহায্য পাইলেই তার স্বামী অতি দ্রুত ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পরে অনেক সংযত-চরিত্র ছেলেরাও দ্রুত নীচে নামিতে আরম্ভ করে। তার কারণ অনেক স্থলে এই যে, তাদের নবপরিণীতা পত্নীরা দাম্পত্য-জীবনের কামবর্জ্জিত লালসা-নির্জ্জিত মধুময় জীবনের মোহন আলেখ্য কখনও দেখে নাই, সেই চিত্র তাহাদের মানসপটে অঙ্কিত করিতে কেহ কখনও চেষ্টা করে নাই। স্বামীরা অনেক ক্ষেত্রেই বালক। তাহারাও বুঝিতে পারে না যে, কি ভাবে এই চিত্র স্ত্রীর মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। কোনও কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষ যুবক যখন স্ত্রীর মনে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের চিহ্ন দাগিবার চেষ্টা করিতেছে, তার পরক্ষণেই হয়ত নিজের একান্ত অনভিপ্রায়ে স্ত্রীকে যথেচ্ছ ব্যবহারে জর্জ্জরিত করিয়া

নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হইতেছে। ফলে তার মুখের আদর্শবাণী স্ত্রীর অন্তরে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। কবে সেই দিন আসিবে, যে দিন বিবাহের পূর্ব্বেই মেয়েরা সধবা জীবনের সংযত, শুদ্ধ, পবিত্র আদর্শটার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া তৎপরে পরিণীতা হইবে? পুরুষের স্বভাবেই রহিয়াছে সঙ্কল্পের অস্থিরতা, রমণীর স্বভাবেই রহিয়াছে নিষ্ঠা ও স্থিরতা। পুরুষ সংযমের ব্রত গ্রহণ করিয়াও বারংবার তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হয়, রমণী একবার ব্রত গ্রহণ করিলে লজ্জায়ই হউক, শ্রদ্ধায়ই হউক, সেই ব্রতেই স্থির রহিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই সংযমেচ্ছুক পুরুষের পক্ষে সংযমেচ্ছুকা পত্নী পাওয়ার মত সৌভাগ্য আর কিছু নাই।

যে কথা কেহ কহে নাই, সেই কথাই কি আমি কহিতেছি? তবে জানিও, সেই কথাই আমি কহিতেছি, যাহা দ্বারা অমানুষ জাতি মানুষ হইবে, পাপ-ভারাক্রান্তা ধরিত্রী পুণ্যময়ী হইবে। তোমার প্রত্যেক বান্ধবীকে এই কথা শ্রবণ করাও। সমাগত যুগে নারীকে যত অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কাজই হইতেছে অসুর-সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করা পুরুষজাতির ভিতরে যে কামোন্মত্ত অসুর ধ্বংসলীলা সাধিতে উদ্যত, সেই অসুর নিধনের জন্য ব্রহ্মবলে বলীয়সী হইয়া তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। নারী যদি

জগতে পূজার দাবী করে, তবে সেই দাবী এই পথেই পূর্ণ হইবে।

সমাজ-জীবনে নারীপুরুষের দৈহিক মিলনেরও একটা সম্মানযোগ্য স্থান আছে, অধিকার আছে। কিন্তু নারীপুরুষের মিলন যখন সম্মানের গণ্ডী অতিক্রম করে, তখন তাহা সমগ্র জাতির দেহে মনে বিষাক্ত লালসার বিস্তার সাধন করে। আজ প্রত্যেক নারীকে তোমরা বুঝাও যে, রশ্মি আকর্ষণে সারথি যেমন দ্রুত ধাবমান অশ্বের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি দ্রুত-পতনোন্মুখ পুরুষের দুরন্ত কামোন্মাদনাকে প্রশান্ত ও সুশৃঙ্খলিত করিবার জন্য নারীকেই বাজি-বল্গা ধারণ করিতে হইবে। নারী পুরুষের খেলার পুতুল নহে,—নারী পুরুষের নরকভয়বারিণী, পতন-প্রতিরোধিণী, কল্যাণময়ী মহাশক্তি। মেয়েদের ভিতরে এই তত্ত্ব প্রচারের ভার তোমরা লও।

তোমার প্রতিবেশিনী ভদ্র-মহিলাটীকে তুমি যে উপদেশ দিয়াছ, তাহার মর্ম্ম পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। যাঁহারা বছর বছর নূতন নূতন পুত্রকন্যাদের আবির্ভাবে ত্যক্ত, বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের আর ছেলে-পুলে না হউক,—ইহা প্রার্থনার বিষয় হইতে পারে না। প্রার্থনার বিষয়ই হইবে,—'তাঁহাদের মনে এমন সদ্‌ভাবের উদয় হউক, যাহা তাঁহাদিগকে সন্তান-জনন-মূলক ব্যবহার

হইতে অনায়াসে দূরে রাখিতে পারে।' প্রার্থনার বিষয় হইবে,—'তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূলক হউক যে, সামান্য চেষ্টা করিলেই সাধারণ দম্পতীরাও সংযমের ব্রত অবলম্বন করিয়া যতকাল ইচ্ছা ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় দেহসম্পর্কহীন পবিত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে।' * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১০)

ওঙ্কার-গুরু ফেণী, নোয়াখালী

১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * রজঃস্বলা অবস্থাতেও স্তোত্রপাঠ, গায়ত্রী-পাঠ, নামজপ করিতে পার, কিন্তু আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ করিও না। বলিতে পার অবিরাম তিনি বক্ষের ভিতরে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রেমের স্পর্শ দিতেছেন। কথা সত্য। কিন্তু ঐ স্পর্শ তাঁর চিন্ময় দেহের। তাঁর মৃন্ময় দেহ বা প্রতিমূর্ত্তি সম্পর্কে ভারতীয় আর্য্য-সদাচার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

তুমি তোমার পবিত্রতার সঙ্কল্পকে ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিতেছ জানিয়া আমার আনন্দের অন্ত নাই। লোকে রোগ হইতে উঠিয়াই দুর্ব্বলতার পরিচয় বেশী দেয়। দেহের দুর্ব্বলতা মনের পশুভাবগুলিকে প্রবল হইবার সুযোগ করিয়া দেয়।

সুতরাং তোমার স্বামীর শারীরিক দুর্ব্বলতার সময়েই তোমার বেশী করিয়া সতর্কতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন প্রয়োজন। ভিতরে অহর্নিশ ব্রহ্মতেজের স্ফুলিঙ্গ জ্বালাইতে থাক। তোমার কাম ও তোমার স্বামীর কাম সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হইয়া যাউক। সুস্থ সবল স্বামীকে যেভাবে সৎপথে রাখা সম্ভব হইয়াছে, রুগ্ন দুর্ব্বল স্বামীকে সেই ভাবে রাখা সম্ভব নাও হইতে পারে। মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা সান্ত্বনার সুমোহন রূপ ধরিয়া তোমাকে মোহমূঢ় করিতে পারে। এইবারই তোমাকে তোমার জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষার সমীপবর্ত্তিণী হইতে হইবে। দৃঢ় হও,—কণামাত্র দুর্ব্বলতা যেন তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। সংযম রক্ষা করিয়াও স্বামীর প্রতি তোমার ব্যবহার মধুময় হইতে পারে। বিশেষতঃ এই রুগ্ন দুর্ব্বল স্বামীর পক্ষে ত' তোমাদের সংযম অধিকতর আবশ্যকীয়। সান্ত্বনার ছদ্মবেশে অনুনয় রক্ষার আবরণে যদি দুর্ব্বলতা তোমাকে কবলিত করে, তবে তুমি ত' প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার স্বামীর আয়ুক্ষয়ের ও অকাল মৃত্যুর কারণস্বরূপিণী হইবে। * * * তুমি যদি তোমার দেহমনপ্রাণ আদর্শের পায়েই সমর্পণ করিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পক্ষে আত্মদমন কেন অসম্ভব হইবে? * * * মানুষের মনে অনেক সময়ে সুপ্ত কামনা লুক্কায়িত ভাবে থাকে। ঈশ্বরারাধনায় সেই কামনা আপনি উর্দ্ধমুখ হয় এবং নীচ চরিতার্থতাকে পরিত্যাগ করিয়া

পরমরমণীয় শ্রীভগবানকে বক্ষে ধারণ করে। এই ভাবেই কাম প্রেমে পরিণত হয়।

* * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১১)

হরি-ওঁ

মাদারীপুর (ফরিদপুর)

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা আ—, তোমার বেদনা-মথিত চিত্তের দুঃখমাখা পত্রখানা পাইয়া আমিও দুঃখাভিভূত হইলাম। শ্রীমান্ শ্ব—র এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিবে, ইহা মনে করিতে পারি নাই। স্ত্রীকে একটা থালা, ঘটি, বাটির মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার বস্তু বলিয়া সে মনে করিতেছে ইহাতে আমি বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছি। সাধারণ স্বামীরা যদি মনে করে—"আমার হাতে যখন মেয়েকে দিয়াছ, তখন আমি যা ইচ্ছা তাই করিব, যখন ইচ্ছা তখন, যে ভাবে খুশী তার দেহটাকে নিয়া খেলা করিব" তবে সে কথায় তত ব্যথা হয় না। কিন্তু তোমরা উভয়েই আমার সন্তান, প্রাণের চেয়ে প্রিয় বলিয়া তোমাদিগকে মনে করি, তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে স্বামীর এরূপ যথোচ্ছাচার অতীব অসহনীয় ও অকল্পনীয় ব্যাপার।

অবশ্য, শ্রীমান্ শ্ব—বিবাহের পূর্ব্বেও আমার সংশ্রবে আসে নাই। বিবাহের অল্প পরেও নহে। সংসারী-জীবনে একেবারে ডুবিয়া যাইবার পরে আসিয়াছে। তাই, তাহাকে খুব দোষও দিতে পারি না। যে আচরণকে তার শত শত গুরুভ্রাতারা ঘৃণার্হ মনে করে শ্রীমান্ শ্ব—সেই আচরণকে একবোরে দৈহিক অভ্যাসে পরিণত করিবার পরে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়াছে। তাই, তার পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাসের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। এইখানে সে যে কত বড় একটা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া এখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া-কলহের সূচনা করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাও আমি বুঝি। তাই, তাহাকে নিন্দাও আমি করি না। তুমিও আমার যেমন সন্তান, সেও আমার তেমন সন্তান। আমি উভয়কেই রক্ষা করিতে চাই।

তুমি যে সংযম-ব্রত পালনের একান্ত আগ্রহহেতু তোমার স্বামীকেও সংযত করিতে চেষ্টা পাইতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত তুমি তোমার স্বামীকে সংযত করিয়া তুলিতে সমর্থা হও আর না হও, তাহা তত বড় কথা নহে। তোমার এই প্রশংসনীয় চেষ্টা দ্বারাই প্রতিনিয়ত তুমি মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতেছ। সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়লাভ অবশ্যই শ্লাঘনীয় বটে, কিন্তু শতবার পরাজিত হইয়াও জয়ের আশা পরিত্যাগ না করাই সবচেয়ে বড় কথা। * * * তুমি যে

কিছুতেই আশা ত্যাগ করিতেছ না, হতাশ হইতেছ না, ইহা দ্বারাই তোমার চেষ্টার সার্থকতা সূচিত হইতেছে। তোমার মত মেয়েরা আমার সত্য সত্যই গৌরবের বস্তু। যতবারই ধুলিকাদা তোমার গায়ে লাগুক না কেন, তবু তুমি হাল ছাড় নাই। সত্যই তুমি আমার একান্ত আদরের জিনিষ।

এতকাল শাস্ত্রকারেরাই শুধু অসংযত পুরুষদিগকে সংযত করিবার জন্য রমণী-জুগুপ্সা করিতেন। আজ তুমি নিজে তোমার স্বামীকে বলিতেছ,—"পরমা সুন্দরী রমণীও চিতাভস্মে পরিণত হইবে, এই রমণীয় রমণী-দেহে কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা প্রভৃতি শত প্রকারের ঘৃণনীয় বস্তু বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে, এই দেহের প্রতি আসক্ত হওয়া অতি জঘন্য-কার্য্য ও অতিশয় লজ্জাজনক ব্যাপার।" ঐ কথাতেও শ্রীমানের মন গলে নাই। ঐ সব প্রতিদিন শুনিয়াও সংযমের শীতল সলিল-সিঞ্চনে সে তার কামনার অনল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা পায় নাই। ইহাতে তুমি মর্ম্মাহতা হইয়াছ, কিন্তু হতাশ হও নাই। এই যে হতাশার অভাব, ইহাই তোমার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা। হইয়াছে ত' হউক তোমার দেহ শতবার দেহের বলের কাছে পরাজিত, তাহাতে তোমার মহিমা কণা মাত্রও নষ্ট হয় নাই, তোমার আশার শক্তিই তোমাকে সধবা সমাজের পূজনীয়া করিয়াছে, জানিও।

কিন্তু মা, রমণীর দেহ যে প্রকৃতই রমণীয় নয়, এই

দেহে যে ঘৃণাজনক বস্তু-সমূহ রহিয়াছে, এবং ইহাকে ক্লেদদুর্গন্ধময় করিতেছে, এই কথা বলিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না, যেই ব্যক্তি এই দেহের সাথে অবিরাম ঘনিষ্ঠতা করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অভ্যাসের দোষে ঘৃণনীয় বস্তুতেও ঘৃণা আর জন্মে না। সুতরাং নারী-শরীরের নানা নিন্দনীয় দিক্ প্রদর্শন করিয়াই তুমি যে শ্রীমানকে বিরত করিতে পারিবে, তাহা মনে করিও না।

তুমি অন্য পথ ধর। তুমি উপাসনা করিতে বসিলেও যে ব্যক্তি তোমাকে টানিয়া নিয়া সম্ভোগমুলক কার্য্যে বাধ্য করে, তার কাছে শরীরের অনিত্যতার কথা বলিয়া কোনও ফল হইবে না। তুমি তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় বল যে, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের তুমি কখনই তাহাকে বাধা দিবে না যদি সেই কার্য্যে উদ্যত হইবার পূর্ব্বে নিজেও কতক্ষণ ভগবানের নামজপ করিয়া লয় এবং তোমাকেও কতক্ষণ ভগবানের নামজপ করিয়া লইতে দেয়। তুমি তাহাকে খোলাখুলি বল যে, তার প্রবৃত্তির উদ্দাম তাড়না সে যদি কিছুতেই দমন করিতে না পারে, তবে তার মনে শান্তি আনয়নের কামনাতেই তুমি তাহাকে তাহার ইচ্ছা পূরণ করিতে দিবে, কিন্তু ভোগের সময়েও তাহাকে ভগবানের নাম শরীরের প্রত্যেক আন্দোলনে স্মরণ করিতে হইবে। সে যদি এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারে, তবে জানিও, তোমার পক্ষে দেহ-দান বর্ত্তমান অবস্থায় দোষণীয়

ব্যাপার হইবে না। তুমি অবিরাম তোমার পরমদেবতা পরমাত্মার পাদপদ্ম হৃদয়-শতদলে ধ্যান-যোগে জাগাইয়া রাখিও এবং তোমার দেহটার উপর দিয়া যে ব্যবহারই চলুক, তার প্রতি কণামাত্রও দৃষ্টি না দিয়া পরমাত্মার ধ্যানকেই একমাত্র অবলম্বন করিও। সকলের স্বামী মা একরূপ হয় না। এইজন্যই সকলের জন্য একরূপ উপদেশ দান সম্ভব নহে। তোমার যাহা অবস্থা ও ঘটনাবলী, তাহাতে তোমার পক্ষে ইহাই আপাততঃ একমাত্র পন্থা। শ্রীমান শ্ব—কে যতই বাধা দিতেছ, ততই তার জিদ্ বাড়িয়া যাইতেছে। সে পরস্ত্রী-রমণের ভয় দেখাইতেছে। নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ হইলে মানুষের এই অবস্থা ঘটে। কিন্তু তুমি যখন হতাশ হও নাই মা, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার শক্তি তোমার নিশ্চিন্তই আছে, শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে তুমি নিশ্চিন্তই পারিবে এবং পরিশেষে বিজয়িনীও হইবে। আপাততঃ আর তুমি বাধা দিয়া কলহের সৃষ্টি করিও না। তোমাদের দাম্পত্য কলহের কথা যখন প্রতিবেশীদের কর্ণে পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে, তখন আপাততঃ তাহাকে বাধা দিবার নীতি ত্যাগ কর। অবোধ স্বামী যখন প্রবৃত্তির সেবা করিবে, তখন তুমি দেহটা ষোল আনা তার ইচ্ছার নিকটে ছাড়িয়া দিয়া তোমার সমগ্র দেহমনে তোমার পরমোপাস্যের অবিরাম উপস্থিতি চিন্তা কর, অবিরাম তাঁর ধ্যান চালাও। বাধা দিয়া আর তার মাথায় খুন চাপাইও না, কেবল

তাহাকে অনুরোধ কর, প্রবৃত্তি-সেবার কালেও যেন প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে ভবানের নাম-স্মরণটী সে করে।

এতকাল কলহে কাটিয়াছে। আজ তুমি ঠাণ্ডা মাথায় তাহাকে অধিকার প্রদান করিলেও সে হয়ত' ঠাণ্ডা মাথায় সে অধিকার গ্রহণ না করিতে পারে। ভগবানের নাম-স্মরণরূপ যে পবিত্র সর্ত্তে তুমি তাহাকে তোমার দেহের উপরে অধিকার দিবে, সে হয়ত সেই সর্ত্তের কথায় চটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখানে তোমাকে ধীর ও অচঞ্চল থাকিতে হইবে, দৃঢ় ও কৃতপ্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। অবস্থার দায়ে ঠেকিয়া দেহের উপরে তুমি অধিকার তাকে দিতে পার, কিন্তু সর্ত্ত-পালন না করিয়া সে যদি এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে তোমাকে আমি প্রশংসা করিব না। সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য তাহাকে দিয়া করাইয়া লইতে তুমি কখনও রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করিও না, কোনও বেদনাদায়ক বা অপমানজনক বাক্য তাহাকে শুনাইও না। তার পায়ে পড়িয়া অনুনয় করিয়া বলিও—"ওগো আমি তোমারি আছি, তোমারি থাকিব, আমার দেহ দিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, কোনো বাধা দিব না, কিন্তু যাহা করিলে তোমার প্রবৃত্তি-সেবাও ভগবানের কাজেই পরিণত হয়, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।" বিনয়ের দ্বারা তাহাকে বাধ্য কর আর লড়াই দিতে যাইও না।

আজ এই পর্য্যন্তই। শুভাশিস জানিও। কুশলে আছি, কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১২)

ওঙ্কার গুরু যশোহর
১লা আশ্বিন, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নি—, তোমার ও বাপধন ন—র পত্র অনেক দিন পরে পাইয়া বড়ই সুখানুভব করিলাম। তোমার সম্পর্কে ন—যাহা লিখিয়াছে, তাহাতে আমার আহ্লাদের অবধি নাই। সে লিখিয়াছে যে, তোমার কামের ক্ষুধা নিভিয়া গিয়াছে, ভোগ-সম্ভোগের জন্য ভুলেও তুমি ইচ্ছা প্রকাশ বা ইঙ্গিত কর না, যাহা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, পুনরায় তাহার জন্য ব্যস্ততা দেখিলে তুমি তাহা সমর্থন কর না। ইহা দ্বারা বুঝিয়াছি যে, তোমার ভিতরে সত্যিকারের ভগবৎ-প্রেম স্থান পাইয়াছে। ভগবৎ-প্রেমের অমৃতরস আস্বাদন ব্যতীত দৈহিক কাম-সম্ভোগের লোভ কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই যখন তুমি এক বৎসর স্বামী সহ সংযম প্রতিপালনে সমর্থা হইয়াছিলে, তখনই বুঝিয়াছিলাম

যে, সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তুমি একটু অধিকতর শক্তিসম্পন্না। দীক্ষাগ্রহণের পরে যে তিন বৎসরের সংযমব্রত তুমি অটুটভাবে পালন করিয়া যাইতে পারিতেছ, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তোমার ভিতরে সাধননিষ্ঠা কত তীব্র ও গভীর। তোমার এই সংযম তোমার পক্ষে, তোমার স্বামীর পক্ষে, তোমার ভবিষ্যৎ তেজোবীর্য্যশালী পুত্রকন্যার পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইবে।

কিন্তু তোমার স্বামীর মন এখনও কামচিন্তার নিদারুণ তাড়না হইতে রক্ষা পায় নাই। এই সময়ে স্বামীর চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনে সাহায্যকারিণী-রূপে তোমাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। শুধু মৈথুন-বর্জ্জন করিলেই হইবে না, তোমার স্বামীর মনের মধ্যে মৈথুনের আকাঙ্ক্ষাও যেন না জন্মিতে পারে, তার জন্য তোমাকে পন্থাবলম্বন করিতে হইবে। তোমার প্রতি অঙ্গে যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর (সদ্গুরু) বিরাজিত, এই কথা তুমি তোমার স্বামীর চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা কর। তোমার সমগ্র শরীরে পরমেশ্বরের উপস্থিতিকে তুমি তোমার সচ্চিন্তার শক্তিতে প্রতিভাত কর। তোমার ভোগেন্দ্রিয়েও জগৎকারণ প্রেমময় ভগবান্ (সদ্গুরু) বিরাজিত, এই ধারণা তার মনে জন্মাও। ভোগবাসনা প্রবল হইলে তোমার স্বামী অবিরাম এইরূপ চিন্তা করিতে এবং অফুরন্ত নাম-সেবা করিতে অভ্যস্ত হউক। দৈহিক সংযম যে

আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, তার মানসিক সংযম এই দৈহিক সংযমের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করুক।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১৩)

ওঙ্কার-গুরু যশোহর
১লা আশ্বিন, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা র—, তোমার ও শ্রীমান্ রে—র পত্র পাইলাম। তুমি ও তোমার স্বামী যে তোমাদের দাম্পত্য-জীবনকে সাধারণ জীবনের ঊর্দ্ধদেশে ঠেলিয়া তুলিতে চাহিয়াছ, এই সংবাদ আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-সেবার কলুষিত গহবর হইতে তোমরা উত্থান লাভের চেষ্টা করিতেছ জানিয়া আমার আহ্লাদের অবধি নাই। আমি আমার সকল বিবাহিত পুত্র-কন্যাকেই নিজে সাধিয়া সংযমের সম্বন্ধে উপদেশ দেই না। কিছুদিন পর্য্যন্ত পবিত্র নামের সেবা করিতে করিতে আপনি তাহাদের মনে সংযমের প্রতি রুচি ও অনুরাগ সৃষ্ট হয়। যখন আমি বুঝিতে পারি যে, ভগবানের নাম তাহার পবিত্র প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর সংযমোপদেশ দিতে দেরী করি না। * * * নামের সেবাই

তোমাদের মনে সংযমের প্রয়োজন-বোধ জাগাইয়াছে, নামের সেবাই তোমাদের জীবনে পূর্ণ সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তোমরা তোমাদের এই পবিত্র প্রচেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য নিশ্চিত অর্জ্জন করিবে, প্রাণ খুলিয়া আমি তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

বহু সন্তানের জননী হইয়া তুমি তোমার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য-কার্য্যে গুরুতর বিঘ্ন ও সঙ্কীর্ণতা অনুভব করিতেছ। বাস্তবিকই অল্প বয়সে বহু সন্তানের মা হওয়া গৃহী-জীবনের এক বিষম বিড়ম্বনা। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর বৃথা অনুশোচনা করিয়া বিক্ষুব্ধচিত্তা হইও না। অতীতকে ভুলিয়া যাও এবং ভবিষ্যৎকে গঠনের জন্য প্রস্তুত হও. অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যেরূপ জীবন যাপন করে, তোমাকে সেভাবে চলিলে হইবে না। তোমার জীবনে অপরাপর সধবাদের চেয়ে একটা বিশেষত্ব নিশ্চয় থাকিবে। তোমার সংযমের রুচি ও চেষ্টা, তোমার সংযমের আগ্রহ ও ক্ষমতা তোমাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে পৃথক্ রাখিবে। যে পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, সর্ব্বাংশে সেই মহাদীক্ষার উপযুক্ত হইবার ও উপযুক্ত থাকিবার জন্য উদ্‌যোগ-সম্পন্না হও।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৪)

ওঙ্কার-গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, * * * নিজেকে শাসনে রাখিতে পারিতেছ না? নিজের অন্তরের বাসনাকামনাগুলি কখন কোনটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, অবিরাম তাহা অনুসন্ধান কর। মনে করিও না, কামনাবাসনা পাপ। বয়সের ধর্ম্মে ঈশ্বরাদেশেই অন্তরে কামনাবাসনার উদয় হইতেছে। এইগুলিকে দমনের চেষ্টার মধ্য দিয়া তুমি ভগবানের প্রীতির পাত্রী হইবে, এইগুলিকে শাসনে আনিতে প্রয়াস পাইয়া তোমার ভগবদ্‌ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। যদি কখনও এইগুলিকে দমন করিয়া রাখিতে না পার, মনে মনে ভাবিতে চেষ্টা করিবে যে, কামনা-বাসনার তরঙ্গ-তাড়নের ভিতর দিয়া ভগবান্ তোমাকে তাঁরই বিচিত্র লীলা-মাধুর্য্যের দিকে টানিবার ইঙ্গিত মাত্র করিতেছেন। স্বামী-সম্ভোগে যতটুকু সুখ, ভগবানকে লাভে তার কোটিগুণ সুখ। ইন্দ্রিয়-পরিচালনায় যতখানি তৃপ্তি, ভগবানাকে লাভে তার কোটিগুণ তৃপ্তি। সেই নিখিল-সুখ-স্বরূপ, সেই নিখিল তৃপ্তিরূপী ভগবানের দিকে তোমাকে টানিয়া নিবার জন্যই দুর্জ্জয় বাসনা তাঁর দূতীরূপে আসিয়াছে।

দুতীকে দেখিয়াই এত আনন্দ, এই দূতী যাঁর দৌত্য নিয়া আসিয়াছে, তাঁকে দেখিলে না জানি কত আনন্দ হইত! এইরূপ চিন্তা করিবে এবং এই চিন্তার স্রোতকে নিরন্তর বাড়াইবার জন্য অধ্যবসায় অবলম্বন করিবে। ভগবানকে যে লাভ করিতেই হইবে, এই মধুমাখা কথা নিমেষের তরেও বিস্মৃত না হইয়া চলিতে থাক। ভোগবাসনাকে যতটা পার, দমন কর; যখন সাধ্যের অতীত হইবে, তখন ভোগ-বাসনার মধ্যে ভগবানেরই লীলার অবস্থিতি অনুভব করিতে চেষ্টা কর। জানিয়া রাখ, ভোগসাধনাকে যখন দমন করিতেছ, তখনও তুমি ভগবানেরই জন্য জীবন ধারণ করিতেছ; আবার কিছুতেই যখন আত্মশাসন করিয়া উঠিতে পারিতেছ না, তখনও তোমার জীবন ভগবানেরই জন্য। পতিতপাবন ভগবান্ তোমার ভগবন্মুখতা দেখিয়া আপনিই তোমাকে স্নেহের বুকে তুলিয়া লইবেন,—মায়ার প্রভাব হইতে, অপবিত্রতার প্রভাব হইতে, লালসাতুরতার কবল হইতে উদ্ধার করিবেন। তিনি তোমার, তুমি তাঁর। তিনি তোমার জন্য ব্যাকূল, তুমি তাঁর জন্য ব্যাকুল। শত ভ্রম-ত্রুটীর মধ্য দিয়াও তোমার আর তাঁর মধ্যে এই গভীর সম্বন্ধটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকুক। ইহাই তোমার আত্মোদ্ধারের একমাত্র পন্থা জানিও।

যাহা আজ পারিতেছ না, তাহা ভবিষ্যৎ জীবনেও পারিবে না, এইরূপ মনে করা তোমার ভুল। যাহা পারা প্রয়োজন,

তাহা তোমাকে পারিতেই হইবে। মনের খেয়ালের কাছে। যেমন তুমি নিজেকে ছাড়িয়া দিতে পার না, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি তেমন স্বামীর লালসাতুরতাকে প্রশ্রয় দিতে পার না। মহাশক্তির জাতি তোমরা, স্বামীকে বশ করিতে তোমাদের কতক্ষণ লাগে? স্নেহ দিয়া, আদর দিয়া, তুমি তোমার স্বামীটিকে তোমার সংযমাকাঙ্ক্ষার অনুকূল করিতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। স্বামীর মনে জগৎ-কল্যাণমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাও। সাধারণ গৃহীর মত জীবন যাপন না করিয়া, জগতের হিতে জীবনোৎসর্গ করিবে, এই উদ্দীপনার আগুন ধরাও। দেখিবে, আপনি ভোগাকাঙ্ক্ষা তার কমিয়া যাইবে। স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগান, স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগান। শ্রীমান্—র চিত্তে কর্ত্তব্য-বোধকে প্রবোধিত কর। আজ যাহা তোমার বা তাহার পক্ষে অসম্ভব, কাল তাহা তোমাদের উভয়ের পক্ষেই সম্পূর্ণ সম্ভব হইবে * * *। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৫)

ওঙ্কার-গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * তুমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে চাহিয়াছিলে। বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু মা, এই বিষয়ে তোমার স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা ও সানন্দ সম্মতি ব্যতীত সম্যক্ সফলতা অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। এইজন্য এই বিষয়ে শ্রীমান্ অ—কে সর্ব্বাগ্রে তোমার আকাঙ্ক্ষার অনুকূল করিতে হইবে। স্ত্রী-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিলে নিদ্রাবিকারে বীর্য্য-ক্ষয়ের লক্ষণ কোনও কোনও স্বামীতে প্রকাশ পায়। ইহাতে স্বামীরা অত্যন্ত চঞ্চল ও চিন্তিত হইয়া পড়ে। স্ত্রী যদি প্রবোধবচনে স্বামীর সেই চিন্তা ও চঞ্চলতা দূর করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা লইয়া দাম্পত্য-জীবনে বিষম শান্তিভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। স্বামী মনে করিতে থাকে যে, স্ত্রী তার স্বাস্থ্যের দিকে তাকায় না, স্ত্রী স্বার্থপর ইত্যাদি। স্ত্রীর তখন প্রয়োজন, স্বামীকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাবের ব্যাপারে যেমন কোনও দুশ্চিন্তা করা উচিত নহে, স্বামীরও অজ্ঞাত শুক্রক্ষয়কে তদ্রূপই উপেক্ষার বস্তু মনে করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, স্বামীকে

বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, ইন্দ্রিয়সুখ স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করিয়া সে তার কর্ম্মশক্তিকে অন্যদিকে দ্বিগুণিত গতিতে পরিচালিত করার সুযোগ পাইতেছে। ইন্দ্রিয়চর্চ্চা হইতে নিজেকে যে প্রতিনিবৃত্ত রাখে, অন্য দিকে,—বিশেষতঃ নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সমাজ-হিতমূলক কর্ম্মে,—তার শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়চর্চ্চাকে যথা সম্ভব কমাইয়া আনা দেশ, দশ ও আত্মার দিক্ হইতে সর্ব্বপ্রকারেই লাভজনক। বিশাল বিরাট জগতের অফুরন্ত কর্ম্মনিচয়ের প্রতি যার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভব হইবে, তাকে এই ভাবে সম্যক্ সংযমী করা মোটেই কঠিন কথা নয় মা।

লক্ষ্য যার যত আত্মকেন্দ্রিক, ইন্দ্রিয়-সুখে তার তত বেশী লোভ। লক্ষ্য যার যত পরোপকার-নিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সুখে তার তত অরুচি। ইহা সহস্র সহস্র জীবনে পরিক্ষিত সত্য। শ্রীমান্ অ—কে নিজ ক্ষুদ্র লক্ষ্য হইতে টানিয়া ভুমালক্ষ্যে পরিচালিত কর। সংযমের অনুকূল মনোভঙ্গী হইতেই সৃষ্ট হইয়া যাইবে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১৬)

ওঙ্কার-গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা তা—, * * * যে পত্নী নিজ অবিবেচনার দ্বারা স্বামীকে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ করে, সে তার স্বামীর এমন এক অলক্ষিত অমঙ্গল করে, যাহা সহজে কাহারও চক্ষে পড়ে না। তুমি নিজে ক্রুদ্ধা বা ক্ষুব্ধা না হইলে স্বামীর ভিতরে ক্রোধ বা ক্ষোভের উদয় ঘটিবার কারণ অতি অল্পই থাকে। কেন না, স্বামীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি এতটা গোপনে গোপনে অনুরক্তি-সম্পন্ন যে, স্ত্রীর ক্রোধ দেখিলে বা তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নানা ফন্দী বাহির করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

অজ্ঞান মানবের বুদ্ধি তাহাকে অজ্ঞানতার দিকেই ঠেলিয়া নিয়া চলে। স্বামী ভাবে, নিবিড় আলিঙ্গন ও গভীর রতিদান দ্বারা সে তাহার স্ত্রীর রাগ কমাইতে পারিবে। স্বামীর স্নেহ প্রদর্শনের ইহাই বাহ্য পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ তামসিক ব্যবহারে স্ত্রীর রাগ পড়িয়াও যায়। স্বামী-পত্নীর দৈহিক মিলন কেবলই একটা জান্তব ব্যাপার নহে, কেবলই একটা যান্ত্রিক ব্যাপারও নহে। আঙ্গিক মিলন অনেক সময়ে মনোমিলনের অসাধারণ সহায়তা করে।

যে দৈহিক মিলন দীর্ঘস্থায়ী, গভীর ও প্রগাঢ় দেহসুখ উৎপাদন করে, তাহা অনেক দিনের পুরাতন অসন্তোষ, সন্দেহ-বায়ু এবং দোষারোপপ্রিয়তাকেও দু-চার-দশ দিনের জন্য প্রশমিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী সংযমের সাধনাকে জীবনে সত্য রূপ দানের ব্রত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্থানে এইরূপ উৎকট উপায়ের দ্বারা স্ত্রীর রাগ কমান প্রকৃতই এক মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। সাধারণ নরনারীর পক্ষে ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে, তোমাদের পক্ষে নহে।

এই কারণেই আমি তোমাদিগকে এই একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতে চাহি যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ-বর্জ্জন করিও এবং একজন অপর জনের ক্রোধ বা ক্ষোভের উদ্বেজন হইতে সযত্নে বিরত রহিও। বিবাদ ঘটিলেই জানিবে যে, এই বিবাদ এক সময়ে মিটাইতে হইবে এবং আপোষ মীমাংসার সময়ে দম্পতীর মন এত কোমল ও অসতর্ক হইয়া পড়ে যে, এই সময়েই ব্রত-ভ্রংশ বেশী করিয়া হয়। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১১৭)

ওঙ্কার-গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা অ—, * * * সকল অসুবিধার মধ্য দিয়াও অবিরাম ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া যাও।

তোমার স্বামী চলিতেছে অভ্যাসের পথে। আমার মনে হয় না যে, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছু করে। বহুকালের অভ্যাস ছাড়িতে লোকের যথেষ্ট আয়াস লাগে। তুমি কোনও প্রকারে তাহার সহিত কলহ না বৃদ্ধি করিয়া যতটা সম্ভব স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়া তার অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা কর। ইন্দ্রিয়-সেবা যেখানে জীবনের লক্ষ্য, সেখানে ইন্দ্রিয়-সেবার বিঘ্ন ঘটিলে কলহ অবশ্যম্ভাবী। তুমি তোমার স্বামীর নিকটে তিরস্কার বা বিরক্তি লইয়া উপস্থিত না হইয়া, স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহার মনের মধ্যে এই ধারণার চিহ্ন কাটিতে থাক যে, ইন্দ্রিয়-সেবার ঊর্দ্ধেও বৃহত্তর লক্ষ্য মানবজীবনের আছে। ইন্দ্রিয়চর্চ্চা যদি সে একান্তই করিতে চাহে, করুক কিন্তু জীবনের শ্লাঘ্যতম সেই পরমমহৎ লক্ষ্যের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিয়া চলুক। এই ভাবে চলিয়া তুমি তোমার স্বামীর উপর হইতে অভ্যাসের প্রভুত্ব অপসারিত করিতে চেষ্টা করিও। সে নির্ব্বোধ ছেলে নহে, কাণ্ডজ্ঞানহীনও

নহে। কিন্তু অভ্যাসের দাসত্ব তাহাকে এইরূপ করাইতেছে এবং একমাত্র এই কারণেই ইন্দ্রিয়-সেবায় বাধা পাইলে সে তোমার প্রতি বিরক্ত হইতেছে। তুমি এই পত্র তাহাকে দেখাইও। যুদ্ধ করিবার জন্য নহে, উভয়ে মিলিয়া জীবনকে সুখময় শান্তিময় করিবার জন্যই শান্ত ভাবে সকল কাজের ভাল-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, পরিণাম-অপরিণাম, সময়-অসময় প্রভৃতি সরল ও সহজ মনে আলোচনা করিও। সে বিরক্ত হইলে তুমি তার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিও, তার বিরক্তি দূর করিও এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভগবানের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইও।

এই পত্রের মর্ম্ম তোমরা দুইজন ব্যতীত অপর কেহ জানুক ইহা আমি চাহি না।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১৮)

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

পুপুন্‌কী আশ্রম
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা নী—, তোমার ৫ই অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার এই রুগ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সংযম একান্তই

আবশ্যক। এইজন্যই তোমাকে সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। তুমি যথাসাধ্য সংযম-রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছুকা হইয়াছ জানিয়া আমি বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। যে ইচ্ছা অন্তরে জাগরিত হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহাকে প্রবলতর করিতে থাক। ইচ্ছা যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন তাহা সঙ্কল্পে পরিণত হয়। সঙ্কল্প যখন অতি প্রবল হয়, তখন তাহা চেষ্টায় পরিণত হয়। চেষ্টা যখন অত্যন্ত একাগ্র হয়, তখন সেই চেষ্টা সফলতা অর্জ্জন করে। তোমার এক্ষণে সংযমের ইচ্ছাকে দিনের পর দিন প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে হইবে মা।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কি উপায়ে এই দুর্দ্দম রিপুকে দমন করা যায়। সে উপায় আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিব। কিন্তু মা জিজ্ঞাসা করি, এই ত' সে দিন তোমার বিবাহ হইল, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রিপু-দমন করিয়াছিলে কি ভাবে? কিসের শাসনে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অসংযত কামনাকে নতশির করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলে? আজও তাহার শাসনকে তোমার ভোগেচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠিত কর।

স্বামী যেখানে সংযম পালনে ইচ্ছুক, পত্নী রুগ্না হইয়াও সেখানে সংযম-পালন করিতে চাহিবে না, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। বিশেষতঃ যেখানে রোগের আরোগ্য বারো আনাই নির্ভর করিতেছে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা সাময়িক ভাবে কতিপয় মাস পরিহারের

উপর। কিন্তু এখন তোমার আগ্রহ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আমি সুখী। এখন তুমি তোমাকে বাধ্য কর তোমার এই আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার কাজে সাহায্য করিতে। কোনও যাদুমন্ত্র দিয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিব না। তোমাকে রক্ষা করার শক্তি আমি তোমার ভিতরেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১৯)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা গি—, * * * সংযমের পথে চলা মোটেই কঠিন নহে। তোমার মত আমার আরও শত শত কন্যা সংযমের পথে চলিতে সমর্থা হইয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজিনী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই তোমারই মত অশিক্ষিতা এবং জীবনের বহুপথ পর্য্যটন করিবার পরে সর্ব্বপ্রথম আমার মুখেই সংযমের কথা শ্রবণ করিয়াছে। কিন্তু তবু তারা ইন্দ্রিয় শাসন করিতে পারিয়াছে। আর তুমি তাদেরই ভগিনী হইয়া ইহা পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে। চাই সঙ্কল্পের বল আর চাই নামে নিষ্ঠা।

কুলগুরুগণ শিষ্য-শিষ্যাদিগকে ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিতে রুচি-বোধ করিলেও সাহস পান না। কারণ, গৃহী শিষ্যেরা গুরুদেবের নিকটে নিজেদের পছন্দ-মত কথাগুলিই শুনিতে চাহে। যে গুরু পছন্দ-মত উপদেশ দিবেন না, তাঁহাকে তাহারা আজকাল কথায় কথায় ত্যাগ করে। ত্যাগী গুরুগণ মনে করেন, তাঁহাদের দেওয়া দীক্ষা অনুযায়ী সাধন করিতে করিতে পাত্র-ভেদে সংযমের আবশ্যকতানুযায়ী রুচি এবং সামর্থ্য আসিবে, সুতরাং এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া পরিশ্রম করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি মনে করি, শিষ্যের প্রিয় হউক আর অপ্রিয় হউক, তাহাকে আবশ্যকীয় সংযমোপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, কেননা, একদিকে যাহারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উন্মাদনা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টিত হয়, অন্য শত দিকে তাহাদের কল্যাণ-সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। আমার প্রদত্ত সাধনে তোমাদের ইন্দ্রিয় সংযমের সামর্থ্য বাড়িবে জানিয়াও আলাদা করিয়া সংযমোপদেশ প্রদান করা আমি লাভজনক শ্রম বলিয়া এইজন্য বিবেচনা করি যে, তোমাকে সংযমোপদেশ দিবার কালে আমি যে ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তিকে প্রয়োগ করিতেছি, তাহা প্রত্যক্ষ-ভাবে তোমার উপরে ক্রিয়াশীল হইলেও অজ্ঞাতসারে সহস্র সহস্র চিত্তে ভাবের আলোড়ন সৃষ্টি করিবার জন্য অনন্তকাল বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে থাকিবে এবং যুগে যুগে জীবের অন্তরে প্রেরণা যোগাইবে। তবে দীক্ষার সময়ে কেবল জগন্মঙ্গলের সংকল্পই জাগাইয়া দেই, সংযমের কথা

বলি না। সাধনে সামান্য রুচি আসিয়াছে দেখিলেই আমি তাহাকে শক্ত করিয়া ধরি। তোমাকে আমি শক্ত করিয়া ধরিয়াছি, মনে রাখিও।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২০)

জয় ব্রহ্মগুরু — পুপুন্কী আশ্রম

১লা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শ্যা—, * * * তোমার সংযমের ব্রত ও দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিও। চিত্তকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। মনকে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখ। লক্ষ্য রাখ মহৎ, আশা রাখ বৃহৎ, চেষ্টা কর আপ্রাণ, উদ্যোগ কর অপরিসীম। নিজের ভিতরের মহাশক্তিকে অনুক্ষণ অন্বেষণ কর। নিজেকে আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর সহিত অভেদ বলিয়া জ্ঞান কর। নীচতার সহিত আপোষ করিবে কেন? শুভাশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২১)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মাল—, এবার তোমাদের স্নেহে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ইচ্ছা করে, তোমাদের স্নেহ-প্রেম আমার প্রতি আরও বর্দ্ধিত হউক। কিন্তু যতক্ষণ জীব ইন্দ্রিয়-সুখকে ভালবাসে, ততক্ষণ তার স্নেহ-প্রেম আমাতে আসে না, আসিতে চাহে না। যার যত ইন্দ্রিয়-সেবার বুদ্ধি কম, আমাতে তার প্রেম, তার স্নেহ তত বেশী হয়। আমি চাহি, তোমরা স্বামী স্ত্রীতে জীবনকে সংযমের সুরভিতে পূর্ণ করিবে, পবিত্রতার মধুতে ম্রক্ষিত করিবে। পবিত্র জীবন আমার কত আদরের জিনিষ। যে পবিত্র, তাকেই কোলে তুলিয়া লইতে আমার ইচ্ছা করে।

নিজে পবিত্র হইতে হইলে অপরকেও পবিত্রতায় সাহায্য করিতে হয়, অপরের পবিত্রতা-সাধনের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে হয়, পবিত্র জীবন-যাপন করিতে যাহারা প্রয়াসী, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। তোমার পত্র পাইলে পুনরায় লিখিব। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২২)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সুখ—, তুমি তোমার প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা এবং সর্ব্বোপরি পবিত্রতা দ্বারা আমার প্রাণের এক পরমপ্রিয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছ। যাহারা পবিত্র, তাহাদিগকে এবং আমার গর্ভধারিণী জননীকে আমার অভেদ মনে হয়। দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ চারিটী বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও সংযমের বাঁধন তোমাদের টুটে নাই শুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়াছি। আমাকে আমার প্রত্যেক সংসারী পুত্র-কন্যা নিয়ত এ আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হউক, ইহাই অবিরাম কামনা করি। অবশ্য জোর করিয়া আমি কাহাকেও সংযমী করিবার চেষ্টা করি না। আমি জানি আমার সন্তান আমার স্বভাব অল্প হইলেও পাইবে। কিন্তু যদি পার, তোমার মধ্যমা জা শ্রীমতী মা—র দিকে একটু দৃষ্টি দিও। সে যদি তোমাদের দুই ভগিনীর মত হয়, তবে তোমাদের সংসার সোণার সংসার হইবে। যখন ভগবান সন্তান দিতে চাহিবেন, শ্রীমতী মা—এবং শ্রীমতী ক'—র তখন সন্তান হউক, তাহা সুখের

কথা। কিন্তু গোড়ায় ব্রহ্মচর্য্যটায় আগে তারা সিদ্ধ হউক, ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছা। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা কা—, * * * তোমার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া প্রীত হইলাম। ধর্ম্মলাভে যাহাদের প্রবলা আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের বিবাহের দ্বারা দেশ ও জাতি উন্নত হয়। অধার্ম্মিকের বিবাহ দ্বারা দেশে ও সমাজে অধার্ম্মিকেরই সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কারণ, সাধারণতঃ পুত্র-কন্যা পিতামাতার চরিত্র পায়। তথাপি বিবাহ মঙ্গলজনক, কারণ বিবাহিত জীবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা সহজে প্রশমিত হয়।

কিন্তু তোমার অবস্থা পৃথক্। কুমারী অবস্থাতেই তুমি ভগবানকে চাহিয়াছিলে, সংযম-পালনকে জীবনের একটা পরম সম্পদ লাভ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে। তোমার বিবাহ তোমার মঙ্গলের জন্য হইলে অতি ছাট কথা বলা হইল বা তোমাকে ছোট করা হইল। তোমার বিবাহ দেশ, সমাজ ও জগতের কল্যাণের জন্য।

মাত্র নূতন এই জীবনে প্রবেশ করিয়াছ। সুতরাং তোমাকে প্রতি পদেই নানা অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে। সেই সময়ে ঘাব্‌ড়াইয়া যাইও না, হতবুদ্ধি হইও না। ভগবানের পবিত্র নামের ভিতরে মনকে ডুবাইয়া তখন তুমি তোমার কর্ত্তব্যের বাণী অন্তর-প্রদেশ হইতে শ্রবণ করিও। উত্থান ও পতনে সমাকীর্ণ এই চপল দাম্পত্য জীবনে নিমেষের জন্যও ভগবৎ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইও না।

তোমার স্বামীকে তোমার নিজের পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই দায়িত্ব একাকী তোমার এবং সম্পূর্ণই তোমার। তোমার যে সকল স্বামিবতী ভগিনী ধর্ম্ম-সাধনের পবিত্র যজ্ঞে নিজ নিজ স্বামীকে টানিয়া আনিতে সমর্থা বা চেষ্টিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই বিষয়ে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতে পার কিন্তু এই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য চাই তোমার একারই অধ্যবসায়, একারই পুরুষকার এবং একারই একাগ্রতা।

তোমার স্বামীর পরিচয় জানি না। আশা করি, তিনি তোমার ধর্ম্ম-সাধনার সহকারী হইবেন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উন্নত হও, পবিত্র হও, পরমানন্দ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

(১২৪)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, * * * মাঝে মাঝে তোমার মনের অবস্থা খারাপ হয় বলিয়া একেবারে দুশ্চিন্তায় হতাশ হইয়া পড়িও না। মনের তরঙ্গ কখনও উঠিবে, কখনও পড়িবে, তাহা মনেরই স্বভাব। কিন্তু মন আর তুমি ত' এক বস্তু নহ মা। মন চপল হইলেও তুমি অচপল থাকিবে। মন আতুর হইলেও তুমি স্বস্থ রহিবে।

বিবাহিত-জীবনে একেবারে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা-বিরহিত হইয়া থাকা সহজ নহে, সকলের পক্ষে সম্ভবও নহে, প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজনও নহে। এমন স্থল আছে, যে স্থলে বিবাহিতের ইন্দ্রিয়-সেবা আবশ্যক। সেই সব স্থলে ভোগ-বুদ্ধিকে দূরে রাখিয়া বা খাটো করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে প্রবল করিয়া চলিবে। ইন্দ্রিয়-সেবা না করিবার ফল অমৃত-তুল্য। ভোগবুদ্ধিও নাই, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চাও নাই, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। ভোগবুদ্ধি আছে কিন্তু বিচারের দ্বারা সেই বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়-চর্চ্চাকে দূরে রাখা হইতেছে, ইহা তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থা। ভোগবুদ্ধি আছে ইন্দ্রিয় চর্চ্চাও চলিতেছে ইহা নিকৃষ্টতর অবস্থা। ভোগে আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, সুখ নাই, তথাপি ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা অভ্যাসেরই বশে করা হইতেছে, ইহা নিকৃষ্টতম অবস্থা।

ক্রমশঃ নিকৃষ্টতর অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার দিকে ধাবিত হইবার জন্য চেষ্টা রাখিয়া কণ্টকাকীর্ণ গহন কর্ত্তব্য পথে দৃঢ় পদে অগ্রসর হও। প্রথম-বিবাহিতদিগকে ইন্দ্রিয় বিষয়ক নানা জ্ঞান লাভের জন্য বা নিরর্থক কৌতূহলের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইয়া দিবার জন্যও ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা করিতে হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে যদি কৌতূহল প্রশমন বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জনরূপ কর্ত্তব্যের প্রতি প্রবল লক্ষ্য তাকে, তবে ইন্দ্রিয় চর্চ্চার আংশিক ত্রুটি ক্ষালিত হয়, একথা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সাধবার জীবনে যতটুকু ইন্দ্রিয়-সেবার স্থান আছে, তাহা কাম-মদের অধীনতাপ্রযুক্ত নহে, কর্ত্তব্য-পালন-প্রযুক্ত। এই প্রত্যয় রাখিয়া চল। দেখিবে সকল অন্তর্দ্দাহ ও অন্তর্দ্দাহের কারণনিচয় আপনিই অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২৫)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণকলিতাসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, তোমরা আমার মায়ের ছবি। নিজের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মাকে সকলেই পবিত্র দেখিতে চায়। এই জন্যই তোমাদের জীবনের পবিত্রতাকে এত বড় প্রার্থনীয় বস্তু বলিয়া মনে করি।

সেই পবিত্রতার কুসুম-কোরকে কাম-কীট যদি প্রবেশ করিতে চায়, সিংহীগর্জ্জনে ব্রহ্মনামের দোহাই দিও। পাপ পলায়ন করিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। সংযম-ব্রত-ধারিণী আমার সধবা কন্যাগুলিকে আমি কুমারী ব্যতীত আর কিছু মনে করি না। কুমারী যেমন তাহার ভ্রাতার নিকটে নিষ্পাপ থাকে, তুমিও তেমন তোমার স্বামীর নিকটে নিষ্পাপ থাক।

দীর্ঘ চারি বৎসর পর্য্যন্ত যে ভাবে তোমরা সংযম রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে, তাহা যেমনি অপূর্ব্ব, তেমনি বিচিত্র। তোমাদিগকে প্রশংসার ভাষা আমার নাই। তোমাদিগকে কোলে লইয়া নাচিতে আমার ইচ্ছা করিতেছে। চারি বৎসর আশ্চর্য্য সামর্থ্যের পরিচয় দিয়া সহসা যে একদিনের জন্য চিত্তে চপলতা অনুভব করিয়াছ, এই জন্য অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। মনে চপলতা জাগিলেও দেহকে যে তোমরা তৎক্ষণাৎ শাসনে আনিতে পারিয়াছিলে ইহাও কম প্রশংসার কথা নহে। হতাশ হইও না। বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষাও এখন অধিকতর সাহসী হও।

আমার সন্তান আমারই মত হইবে। আমার জীবন-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-মালার গণনা সম্ভব নহে। জীবৎকালে সে চেষ্টা লোক-রসনা-কণ্ডুয়ক, (কারণ, দুর্ল্লভ দৃষ্টান্ত কেহ

সহজে বিশ্বাস করে না।) দেহাবসানের পরে তাহা হইবে সুদুরূহ, (কারণ, তখন সত্যের সহিত কল্পনার অতি-সংমিশ্রণ হইয়া পড়িবে অবশ্যম্ভাবী) আমি আবাল্য পবিত্রতাকেই জীবনের তপস্যা বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা পবিত্র, তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়াছি। অপবিত্রতাকে প্রাণপণে বর্জ্জন করিয়াছি। আমি জানি, তাহারই ফলে আমি তোমাদিগের মত পুত্রকন্যা পাইয়াছি। পিতা আত্ম-চরিত্রানুয়ায়ী পুত্র-কন্যা পাইবেন, ইহা প্রত্যাশিত ব্যাপার, আশ্চর্য্যজনক কিছু নহে। প্রলোভনে তোমরা টলিবে না, দুর্ব্বলতা তোমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না, কোষ্ঠী-লিখিত নিশ্চিত পরাজয়কেও পদাঘাত করিয়া তোমরা যুদ্ধজয়ী হইবে, জিতকাম হইবে, ধৃতশক্তি হইবে। ইহাই তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

অমৃতময় অখণ্ড-নামের প্রেমমধু দ্বারা চিত্তকে ম্রক্ষিত কর। নামের সুধাপানে যাহারা অমর হইয়াছে, কামের বিষ তাহাদিগকে আর মারিতে পারে না।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২৬)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, * * * সংযমের ব্রত যখন গ্রহণ করিয়াছ, তখন আর হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়াও অসংযমের আনুকূল্য-সৃষ্টি করিও না। মনে পাপ নাই, তবু মুখের পাপ অনেক সময় মনকে দিয়া পাপ করাইয়া লয়। রসিকতা সকল বিষয়েই প্রশ্রয়যোগ্য, কিন্তু সংযম-বিষয়ে নহে। মহাপুরুষেরা গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ সম্পর্কিত কথা কাণে শুনিতেও নিষেধ করিয়াছেন, মুখে বলা ত' দূরের কথা। ঠাট্টা করিয়াও যদি কেহ ঘরে আগুন লাগায়, তবে তাতে তার সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইবে। ঠাট্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়-চপলতা সম্পর্কে কোনও আলোচনা করিতে নাই, জানিও।

শুভাশিস গ্রহণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২৭)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শ—, তোমার দুইখানা সুধামাখা চিঠি আমি পাইয়াছি। তোমার পত্রের প্রত্যেকটা অক্ষর আমাকে মুগ্ধ, অভিভূত ও আন্দোলিত করিয়াছে। চরিত্র তোমার যেমনই মধুর, নিষ্ঠা তোমার তেমনই উজ্জ্বল। এই দৃশ্য দেখিলে কোন্ পিতার না মুখ আনন্দে, গৌরবে, আত্মপ্রসাদে দীপ্তিমান্ হয়? তোমাদের মত কন্যাদের পিতা হইয়া নিজেকে প্রকৃতই ধন্য বলিয়া মনে করি।

সংসারের প্রথা সধবাগুলিকে কামের কিঙ্করী করিয়া রাখিয়াছে। তুমি সেই প্রথার মুখে পদাঘাত করিতে পারিয়াছ। তোমার চাইতে অধিক প্রিয় আমার আর কে হইতে পারে? পবিত্রতার যারা উপাসক ও উপাসিকা, তাদের হৃদয়ের স্পন্দন যে আমি নিজ হৃৎপিণ্ডে অনুভব করি।

তোমরা আমার শরীর, আমি তোমাদের আত্মা। শরীর ছাড়িয়া আত্মা নিজেকে বহুধা প্রকাশিত করেন না, তোমাদের ছাড়িয়া আমি নিজেকে বিকশিত করি না। শুদ্ধ শরীরে আত্মার শুদ্ধতম বিকাশ। তোমাদের শুদ্ধতা এইজন্যই আমার অকৃত্রিম আহলাদের সামগ্রী। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সোহাগ ঢালিয়া দিয়াও তোমাদের লইয়া আমার তৃপ্তি ফুরায় না, তোমরা আমার এত আদরের ধন।

তুমি ঠিকই লিখিয়াছ মা, আমার সন্তানের মৃত্যুভয় থাকা অনুচিত। শত নির্য্যাতন, শত নিপীড়ন, শত অত্যাচার, শত অবিচার সহ্য করিয়াও আমার সন্তান জগতে উন্নতশির রহিবে। বেত্রদণ্ড, পদাঘাত, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার সন্তান তৃণপতনবৎ তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে। দেহমনকে অপবিত্রতার দারুণ অস্পৃশ্যতা হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে অক্লেশে সে প্রাণ-বলি দিবে। আমার সন্তানের নিকটে পবিত্রতার চেয়ে বড় প্রার্থনীয় বস্তু আর কিছু থাকিতে পারে না।

তুমি আরও দৃঢ়া হও। আরও কঠিনা হও, দুর্ব্বলতা যেন তোমার অন্তরে এক কণাও না থাকে। দুর্ব্বলতা যার প্রচ্ছন্ন ভাবেও থাকে, সেই পরাজিত হয়। তুমি জীবনের কোনও যুদ্ধে পরাজিতা হইবে না, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখ। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২৮)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শা—, শ্রীমান্ সু—র পত্রে অবগত হইলাম, তুমি পিত্রালয়ে আসিয়াছ। আশা করি, পিত্রালয়ে এখন কিছু

দিন থাকিবে। এই সময়টাকে তোমার জীবন-গঠনের জন্য বিশেষভাবে ব্যয়িত করিতে চেষ্টা করিও। পিত্রালয়ের প্রভাব তোমার মনের চপলতা প্রশমিত করিতে সাহায্য করুক।

আমার যখন কন্যা, তখন তুমি উপদেশ না পাইলেও জীবনমধ্যে সংযম সাধনা করিতে চেষ্টা পাইবে, একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি পূর্ণযৌবনোদ্যমে স্বামীর সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করিয়া সংযমকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় এবং চেষ্টাকে সদা জাগরূক রাখা, সাধারণতঃ কঠিন। আমার মতে, এই সকল স্থলে মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে বাস করিয়া সেই সময়ের সহযোগে নিজের ভিতরের দৃঢ়তাকে বাড়াইয়া লওয়া সঙ্গত।

ভগবানের জন্য পাগল হইলে মানুষের আর ভোগসুখের দিকে দৃষ্টি থাকে না। এইজন্যই ভগবানের জন্য পাগল হওয়ার এত প্রয়োজন। ভগবান তোমার দেহ, মন, প্রাণ অধিকার করুন, তোমার ভোগবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-লালসা অপহরণ করুন, তোমার নারীত্বকে পশুত্বের নিম্নস্তর হইতে দেবীত্বের মহনীয় মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

পিত্রালয়ে আসিয়া তোমার স্বামীর জন্য তোমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল বোধ করিতেছে, তাহার কাছে থাকিয়াও যখন ভগবানের জন্য প্রাণ এরূপ ব্যাকুল অনুভব করিবে, জানিও তখন তোমার পক্ষে কামদমন ও ইন্দ্রিয়লালসা-

সংযম অতি সহজ কথা, অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ভগবানের জন্যই হও ব্যাকুলা, ভগবানকেই বাস ভাল, ভগবানকেই জানো প্রাণের প্রাণ, জীবনের ধন, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, অন্তরের প্রিয়তম।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২৯)

ওঙ্কার গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যালীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা শৈ—, তোমার ১৭ই ভাদ্রের পত্র পাইয়াছি। তোমাদের সকলের কুশল জানাইয়া সুখী করিও।

এই পত্র তুমি এবং শ্রীমান্ র—উভয়েই পাঠ করিও। দাম্পত্য-জীবনে সংযম-পালনের উদ্দেশ্য অনেকের অনেক প্রকার হইতে পারে। কেহ চাহে জীবনকে নির্ঝঞ্জাট করিতে, কেহ চাহে মহাশক্তির উদ্বোধন সাধিয়া জগতের অপরিসীম কল্যাণ করিতে। যে উদ্দেশ্যই যে চাহুক, দাম্পত্য-জীবনের সংযমের সাধনা জগতে নিত্যকাল শ্রদ্ধায় অভিনন্দিত হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিও।

সংযম-ব্রত গ্রহণান্তে কিছুদিন সফলকামা হইয়া পরে যে অবস্থার তাড়নায় ব্রতভ্রষ্টা হইয়াছ, এইজন্য অনুতাপ করিয়া দিন কাটাইয়া দিও না। আত্মোন্নতির যে পবিত্র অবস্থায় একবার উন্নীত হইয়াছিলে, চেষ্টা কর, অধ্যাবসায় অবলম্বন কর, পরমেশ্বরের কৃপায় পুনরায় ততোধিক উন্নতি তুমি লাভ করিতে পারিবে। হতাশ হইও না। আমার সকল সধবা কন্যাই একদিনেই পূর্ণ-সংযমের অমৃতময় ফল আহরণ করে নাই, কেহ কেহ বারংবার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই পরিশেষে সমর-বিজয়িনী হইয়াছে। বারংবার আহত হইতে পার, কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরুদত্ত পতাকা হস্তচ্যুত হইতে দিও না,—জয়লাভ তোমার অবশ্যম্ভাবী।

স্বামীর সহায়তা ব্যতীত স্ত্রীর পূর্ণ সংযম একটা অতি অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীমান্ র—কে পুনরায় তুমি এই মহাব্রতে সহায়তা করিতে আহ্বান কর। ক্ষণিক সুখের জন্য কেন সে নিজেকে, তোমাকে ও তোমার পুত্র-কন্যাগুলিকে বিপদে ফেলিতেছে? তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, এতকাল ধরিয়া ত' প্রাণপণে স্ত্রী-সম্ভোগ সে করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে স্থায়ী বস্তু কি সে পাইয়াছে? তুমিও জিজ্ঞাসা কর, সেও নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করুক।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনেচ্ছার প্রকৃত মূল হইল আত্মার মিলনের প্রয়োজনের মধ্যে। আত্মায় আত্মা না মিলিলে জীব

অপর্ণ থাকে। পরমাত্মার সঙ্গেই নিজ আত্মাকে মিলাইতে হইবে। কিন্তু অসীম অখণ্ড অনন্ত পরমাত্মা অজ্ঞান দৃষ্টিতে ধরা পড়েন না, তাই তাঁর যেটুকু বিকাশ একটা মানব-শরীরের ভিতর দিয়া ঘটিতেছে, তার সঙ্গে মিলনের প্রয়াস আপনিই ফুটিয়া উঠে। ইহার মূল সুখের লোভে নহে, ইহার মূল মিলনের লোভে। মিলনের লোভে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াই মানুষ যেটুকু সুখ পাইবার পায়, মিলিতে পারিলে পূর্ণ-সুখ পাইত,—যে সুখের ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, মলিনতা নাই, বিকার নাই, প্রতিক্রিয়া নাই, সেই সুখ পাইত। কিন্তু জীবনে দ্বিসহস্রাধিকবার ইন্দ্রিয়মিলন ত' তোমাদের হইয়াছে,—প্রতিক্রিয়াহীন সুখ পাইয়াছ কি? আত্মার মিলন হইয়াছে কি? প্রাণের অভাব মিটিয়াছে কি?

আজ আত্মার জন্য আত্মা ব্যাকুল হউক। দেহের ব্যাকুলতাকে পদতলে চাপিয়া রাখ। দেহের সহস্র উত্তেজনা নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করুক, দেহ ধ্বংস হউক তথাপি আত্মার ধর্ম্ম ছাড়িও না, আত্মার লক্ষ্য ভুলিও না। সহস্র অশান্তি আসুক, সহস্র বেদনা জমুক, কিন্তু দেহকে আর কামুকতার ক্রীড়নকে পরিণত হইতে দিও না।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩০)

ওঁ-শ্রীগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, তোমার ১১ই ভাদ্রের পত্র পাইলাম। তুমি তোমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িও না। সংসারে ঢুকিয়াছ বলিয়াই লেখাপড়ার ইতি করিয়া দিও না। ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ।

মনের গতিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে না আনা পর্য্যন্ত করধৃত খড়্গ পরিত্যাগ করিও না। মহাশক্তি তুমি, শুম্ভনিশুম্ভ বধ তোমাকেই করিতে হইবে। কাম আর ভোগলোভ দুই মহাশত্রুর তুমিই নিপাত সাধিবে।

স্বামীর সুপ্তি-স্খলনকে মোটেই গ্রাহ্য করিও না। তাঁহার মনে দুর্ব্বলতাকে আসিতে দিও না। মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন অনুশোচনা করে না, নিজের অজ্ঞাতসারে শুক্রস্খলন হইলেও তদ্রুপ অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর মাঝে মাঝে সুপ্তিস্খলন হয় বলিয়া যে সব রমণী সেই সুপ্তিস্খলন বন্ধ করিবার ছলে স্বামীকে স্ত্রী-সহবাস করিতে প্ররোচিত করে, তাহারা স্বামীর প্রকৃত মঙ্গলার্থিনী নহে। স্বামীকে দেহে ও মনে পবিত্র থাকিবার জন্য প্রাণপণে উৎসাহ দিবে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পবিত্র দায়িত্ব পালনের

প্রয়োজন ব্যতীত সে যেন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না করিতে চাহে, তজ্জন্য তাহাকে প্রেরণা জোগাইবে। তোমরা মহাশক্তি,—তোমাদের দ্বারাই স্বামীর এই উপকার হওয়া সম্ভব। ইচ্ছা করিলে তোমরা স্বামীর যে সহায়তা করিতে পারিবে, জগতের সকল শাস্ত্রগ্রন্থ আর সদুপদেশ একত্র মিলিয়াও বোধ হয় তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীমান্ ফ—প্রাণপণে পবিত্রতার ব্রত পালন করুক, দেহে মনে পবিত্রতার সেবা করুক, বাক্যে ও চিন্তায় পবিত্রতার তপস্যা করুক,—তার পরেও যদি তার নিদ্রাযোগে বীর্য্যক্ষয় হয়, ত' হউক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

শুধু দৃষ্টি রাখিবে, তুমি যেন তোমার স্বামীর নিকট নিতান্ত একটা ভোগের বস্তু বলিয়া পরিগণিতা না হইয়া যাও। সংসারী-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ভোগমিলনে দোষ নাই, যদি তাহাকে তোমার ভোগের বস্তু বলিয়া মনে না হয়, তোমাকে সে ভোগের জিনিষ বলিয়া মনে না করে। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক ভোগসুখেরও একটা স্থান আছে। কিন্তু তোমাকে তুমি তাহার ভোগেরই উপকরণ বলিয়া মনে করিতে দিও না। এইটুকু মহিমা তোমার চরিত্রে থাকা আবশ্যক।

তোমার স্বামী যেন প্রতিপদে অনুভব করিতে পারে যে, তোমার মত মেয়েকে স্ত্রীরূপে পাইয়া সে প্রকৃতই গৃহীদের

মধ্যে ভাগ্যবান্ পুরুষ হইয়াছে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের আচরণের পবিত্রতা দ্বারা মঙ্গলান্বিত কর। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়াও যেন তোমার স্বামী এই চিন্তা করিতেই চেষ্টা করে যে, তুমি দেহ নহ, তুমি আত্মা, তুমি ক্ষণিকের সাথী নহ, তুমি অনন্ত পথের সঙ্গিনী, তুমি দুই দিনের নহ, তুমি অনন্ত কালের, তুমি তার কামের ইন্ধন নহ, তুমি তার নিষ্কাম প্রেমের জনয়িত্রী, উন্মাদয়িত্রী। এইরূপ অনুধ্যানে তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হইবে।

পবিত্রচরিতা কুমারী বিবাহের রজনীতে যাহা, দুইমাস পরে আর তাহা থাকে না। এক বৎসর পরে আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা স্বভাবেরই গতি। এজন্য তুমি নিজেকে ধিক্কৃত করিয়া নিজ শক্তি কমাইও না। স্বভাবের গতিতে তোমার মনের যে সব অবস্থা আসিবার ছিল, আসিয়াছে। এখন আবার তপস্যার বলে তুমি প্রকৃতিজয়িনী হও। সাধারণ মানব প্রকৃতির বশে চলে, অসাধারণ মানব প্রকৃতিকে বশ করিয়া চলে। তোমার তপস্যা তোমার ভিতরে মহামানবত্বের বিকাশ সাধন করুক। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩১)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বী—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু মা, আমিও যে ইহার মধ্যে তোমার নিকট পত্র দিয়াছি। তাহা কেন পাও নাই, বুঝিলাম না।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি বটে কিন্তু অধিক সুখী হইয়াছি শ্রীমান্ জ্ঞা—র পত্র পাইয়া। তাহার দাম্পত্য সংযমের প্রশংসা করিয়া আমি যে পত্র দিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে সে যাহা লিখিয়াছে, তাহাতে আমি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়াছি। সে লিখিয়াছে,—"আপনার নির্দ্দেশানুযায়ী সংযমব্রত পালনের সক্ষমতায় আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই,* * * ইহাতে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহা সম্পূর্ণ আপনার কন্যার। সে যদি এরূপ শক্ত না হইয়া আমার মত দুর্ব্বল হইত, তবে সংযমের এই বাঁধ কোন্ কালে যে ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহার ঠিকই ছিল না।"

আমার কন্যাদের নিকটে এইরূপ দৃঢ়তারই আমি প্রত্যাশা করি।

পুরুষের চেয়ে নারীর কাম বেশী, একথা শুনিতে শুনিতে

কাণ ঝালাপালা হইবার যোগাড় হইয়াছিল। আমার অনেক কন্যা প্রমাণিত করিতে সমর্থা হইয়াছে যে, এই কথা সত্য নহে। তোমরা দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া অজ্ঞান নর-নারীর ভ্রান্তি বিদূরণ কর।

সহরের বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া কেহ তোমার এই সংযমব্রত পালনের কাহিনী বর্ণনা করিবে না। তোমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের ব্যাপার তোমাদের প্রতিবেশীরাও পর্য্যন্ত অবগত হইবে না। কিন্তু তোমাদের ন্যায় বহু দম্পতীর এই নীরব একনিষ্ঠ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রয়াসের ফলস্বরূপে ভারতে এমন সহস্র সহস্র নর-নারীর জন্ম পরিগ্রহ সম্ভব হইবে, যাঁহাদের নাম মুখে উচ্চারণ করিলেও যুগসঞ্চিত পাপ-তাপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা দুরন্ত রিপুকে শৃঙ্খলিত করিবার অতুল অধ্যবসায় করিয়া যাইতেছ। একশত বৎসর পরের ভারতবর্ষ তাহার শুভফল লাভ করিবে। তোমাদের এই ক্ষণিক-সুখ ভোগে অনাদর ভবিষ্যতের ভারতে জগজ্জনের সমাদরণীয় মহা-মানব ও মহা মানবীদের আবির্ভাবকে সহজতর করিয়া দিবে। তোমরা যাহা করিতেছ, সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাহা ঘোষিত হইবে না, কিন্তু ভারতের ভাগ্য-বিধাতা-তোমাদের প্রত্যেকটি আত্ম-গঠন-চেষ্টার কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে

লিখিয়া রাখিবেন, তাহার সুফল ভবিষ্যতের দেশকে, জাতিকে ও জগৎকে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিবার জন্য।

আমার শরীর প্রায় সুস্থ। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩২)

জয় ব্রহ্ম-গুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার বিষয়ে সকল সংবাদ আমি শ্রীমান্ দ্ব—র পত্রে সুবিস্তারিত অবগত হইলাম। তোমার সন্তান সম্ভাবনার সংবাদে আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত, ব্যথিত বা রুষ্ট হই নাই। তোমরা উভয়ে প্রাণপণ যত্নে পূর্ণ তিনি বৎসরকাল যেরূপ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে সম্যক্ বহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ, তাহাতে তোমার গর্ভে অবির্ভূত হইবার অন্য অনেক সদাত্মা ও মহাত্মা ব্যক্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কারণ, সদাত্মারা সংযম-সুরভি ব্রহ্মচর্য্য-শুদ্ধ জঠরেই আবির্ভূত হইতে ভালবাসেন।

সন্তানের গর্ভ-প্রবেশ কালেও তোমরা নিজেদের মনকে যথাসাধ্য পরামাত্মার পরমপবিত্র অমৃতময় অখণ্ডনামের মধ্যে

ডুবাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে, এই সংবাদও আমি অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রবণ করিলাম। ভগবানের নামের অবিরাম স্মরণ প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষকে তোমার গর্ভের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এখন যাহাতে গর্ভে বাস করিয়াও নবাগত মানবাত্মা ভগবানেরই নাম অনুক্ষণ শ্রবণ করে, তদ্রূপ ব্যবস্থা কর।

তিন বৎসর বহ্মচর্য্য-পালনের পরে সন্তান-লাভে ব্রতী হইয়া আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ব্রহ্মর্চয্য যে পালন করিয়াছে, সন্তান-লাভের ত' তাহারই প্রকৃত অধিকার। অব্রহ্মচারী অসংযমী কামের কুক্কুর ও কুক্কুরীরা সন্তান-লাভে অধিকারী নহে, তাহাদের সন্তান আসে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনভিপ্রায়ে। ভোগলুব্ধতার বশীভূত হইয়া যে তোমরা কিছু কর নাই, সাংসারিক দম্পতীর কর্ত্তব্য হিসাবে যে তোমরা দেহকে সন্তান-লাভ-সহায়ক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলে, ইহাদ্বারা তোমরা ত্রিলোকের প্রশংসার ভাজন হইয়াছ। ইহা দ্বারা তোমরা তোমাদের সন্তানের কল্যাণ করিয়াছ, সমাজের কল্যাণ করিয়াছ। দেশ কামজ সন্তানে পূর্ণ না হইয়া সঙ্কল্পজ সন্তানে উজ্জ্বল হউক, এই কামনা কোন্ দেশহিতৈষী সমাজমঙ্গলকামী ব্যক্তি না করিবেন?

অবিরাম অমৃতময় অখণ্ডনাম জপিতে থাক। এই সময়ে

রুদ্রাক্ষের মালা দ্বারা জপিলে ভাল হইবে। শরীর অসুস্থ বা দুর্ব্বল হইলে, আহারহেতু বা জরায়ুতে সন্তানের আয়তন বৃদ্ধিহেতু উদরের স্ফীতি ঘটিলে, সেই সময়ে শ্বাসে-প্রশ্বাসে বা হৃৎস্পন্দনে মনঃসন্নিবেশন পূর্ব্বক নামজপ কষ্টকর। সেই সময়ে মালা দ্বারা জপিলেই সকল দিক্ দিয়া ভাল হইবে। কোনও বিষয়েই ভয় পাইও না। সব বিপদ দূর হইয়া যাইবে। ভগবান্ সত্য, তাঁর নাম সত্য, তাঁর কৃপা সত্য, তাঁর ভক্তের প্রতি তাঁর অসীম প্রেম সত্য। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩৩)

জয় পরমাত্মা বেলেঘাটা

৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মাল—, জীবনের সত্য লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পথ চল, চরিত্রের মধ্যে সংযম আপনিই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে স্বামীর সাহচর্য্য বর্ত্তমানে তোমার রিপুর উত্তেজনা বিধান করে, জীবনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিলে, তার সাহচর্য্য তোমার ভিতরে আমিত শক্তির ও ধীরতার

উদ্বোধক হইবে। তাকাও তোমরা দুইজনেই, খোলা চোখে তাকাও, মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতার পানে। তাতেই তোমাদের জীবন অমৃত-রসায়নে পূর্ণ হইবে।

ক্ষণজীবী বা ক্ষীণজীবী দুর্ব্বল পুত্রকন্যার পিতা আমি হইতে চাহি না। হও তোমরা বিক্রান্ত, বলবর্দ্ধিত, তেজস্বী। তোমাদের তপস্যা, তোমাদের কামকে ধ্বংস করুক, প্রেমকে মূর্ত্ত করুক, স্বার্থকে কক্ষচ্যুত করুক, জগতের কল্যাণকে জাগরিত করুক। আমার সন্তান তাঁদের দাম্পত্য জীবনেও পিতৃপরিচয়ের শ্লাঘাকে বহন করিয়া চলুক। কামগন্ধপরি পূরিত সূতিকাগৃহসমূহ প্রেম-সুরভিতে পূর্ণ হউক।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩৪)

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে পৌষ, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বী—, তোমাদের পত্রগুলি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমাদের এক একখানা পত্র পাই, আর মনটা যেন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। লোকে বলিত নারী আর পুরুষ যেন অগ্নি আর ঘৃত, যেন খাদ্য আর খাদক। কিন্তু

তোমরা দেখাইতেছ, নারী আর পুরুষ যেন বৃক্ষের মূল আর শাখা, একটী করে প্রাণ বাঁচাইবার রস-আহরণ, আর একটী করে বৃদ্ধি ঘটাইবার আলো-আহরণ। তোমরা আমার আদর্শ পুত্রকন্যাযুগল তোমাদের সাধন-সুন্দর পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছ যে, বিবাহিত হইয়াও কামনার অনলে ইন্দ্রিয় পরিতর্পণের ঘৃতাহুতি না দিয়া সুখে, শান্তিতে, আনন্দে, তৃপ্তিতে উৎসাহ-সমুজ্জ্বল প্রেমরস-মধুর লোভনীয় জীবন যাপন করা যায়। তোমরা গার্হস্থ্য আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসকে যেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।

কতবড় সুখ সেই পিতার, কতবড় গৌরব সেই উপদেষ্টার, যাঁহাদের বিবাহিত পুত্রকন্যারা বৎসরের পর বৎসর এক শয্যায় শয়ন করিয়াও ভোগ-প্রবৃত্তির অধীন হয় না, ভোগেন্দ্রিয়নিচয় যৌবনের পূর্ণ শক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর আদর্শের মুখপানে তাকাইয়া অনায়াসে প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাড়নাকে প্রতিহত করে। আমি যে গৌরবোজ্জ্বল সুমহান্ ভারতবর্ষ গড়িয়া যাইতে চাহি, সেই ভারতবর্ষ শুধু যে আমার কল্পনারই সামগ্রী হইয়া থাকিবে না, ইহা তোমাদের জীবন হইতে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি।

অবশ্যই অত আশাশীল হইতাম না, যদি মাত্র তোমাদের দুইজনের দৃষ্টান্তই দেখিতাম। বাংলার যেখানে যেখানে আমি

আমার প্রিয়তম পুত্রকন্যাদের দর্শন পাইয়াছি, সর্ব্বত্রই লোকবিস্ময়কর আত্মসংযমের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তসমূহ দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত যখন একটী, তখন প্রতিভা হয় ব্যক্তিগত। দৃষ্টান্ত যখন শত শত, তখন প্রতিভাকে মানিতে হইবে সর্ব্বজনীন বলিয়া। আমার পুত্রকন্যাগণ প্রমাণিত করিয়াছে, শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত না করিয়াই ইন্দ্রিয়-সংযম করা যায়, স্বামী পত্নী একত্র বাস করিয়াই আত্মদমন করিতে পারে, সংসারের শান্তি নষ্ট না করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। আধুনিক ধূয়া উঠিয়াছে, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা না করিলে নানা রোগ হয়। ইউরোপের পক্ষে সেই ধূয়া মহাগ্নিতে পরিণত হইয়াছে। অখণ্ডের সাধক অমৃতের পুত্রকন্যাগণের নিকটে সেই ধূয়া প্রথমে ধোঁয়া এবং পরে ছাইতে পরিণত হইয়াছে। তুমি এবং তোমার স্বামী সেই অমৃতের অধিকারীগণের মধ্যে অন্যতম। ইহাই আমার আনন্দের একমাত্র কারণ। এইজন্যই তোমাদের চিঠি একবার পাইলে আর একবার পাইতে ইচ্ছা করে।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩৫)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা অ—, তোমার পিতার পত্রে তোমার বিবাহ-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমার সুখের প্রধান কারণ এই যে, তোমার মত মেয়েরা বিবাহ করিলে স্বামীকে ঈশ্বর-সাধনায় এবং জগদ্ধিত-সম্পাদনে অনুক্ষণ উৎসাহিত করিয়া অভিনব আদর্শ-সংসার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বিবাহিত-জীবন সুখের হউক এবং পবিত্র হউক।

চিরকৌমার্য্যের একটা মঙ্গলময় সঙ্কল্প তোমার অন্তরে দীক্ষা গ্রহণের পর মুহূর্ত্তে হইতেই পরিপুষ্ট হইতেছিল। আমি নিজে কাহাকেও কৌমার্য্য বা সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি না, তথাপি আমার পুত্র বা কন্যাদের মধ্যে এই ভাবগুলি অজ্ঞাতসারে এবং আপনা আপনি প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। কেন এরূপ হয়, তাহার কারণ আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ হয় এবং হইতে বাধ্য। তোমার এইরূপ হইয়াছিল। তোমার সেই কৌমার্য্যের সঙ্কল্প

তোমাকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনে অটল এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাস চিন্তায় অনিচ্ছুক করিয়া রাখিয়াছিল। তোমার জীবনের এই অধ্যায়টুকু তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণের মূলদেশকে দৃঢ় এবং ধ্রুব করিয়া রাখিয়াছে।

বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়া অনেক অপ্রত্যাশিত অথবা অজানিত অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে। তুমি পবিত্রতা-সুন্দর, নির্ম্মলতা-মধুর, নিষ্কামতা-পূর্ণ কুমারী-জীবন যাপন করিয়াছ বলিয়াই সবগুলি অবস্থা ও ব্যবস্থা অত্যদ্ভুত ঠেকিবে। সেই সময়ে হাল ছাড়িয়া দিও না, ভয়ার্ত্ত হইও না, জীবনের ধ্রুবতারার দিকে দৃঢ় লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিও, প্রাণের পবিত্রতম প্রেম দিয়া সংসারের সহস্র কোলাহলকে শান্তরসাশ্রিত আশ্রমের তৃপ্তি এবং আনন্দে পূর্ণ করিও।

তোমার স্বামী নবযুবক। নিশ্চয়ই তাহার চক্ষে আদর্শবাদের দুই এক কণা বিদ্যুতের আলো তুমি খুঁজিয়া পাইবে। তাহার সমক্ষে পবিত্রতার দীপ্তিময় আদর্শ ধরিও। তাহার প্রাণকে শ্রেয়ঃপথে আকর্ষণ করিও। তাহার হৃদয়কে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্পন্দনের সহিত সমভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলিও। দৈবী প্রেরণার বানে, পাশব লালসার মদির চপলতায় নহে, তাহাকে তোমার অন্তরের অন্তর, হৃদয়ের হৃদয়, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা করিয়া লইও। ইহাই তোমার

জীবনকে সর্ব্বপ্রকার ব্যর্থতার সম্ভাবনা হইতে সম্যক্ রূপে রক্ষা করিবে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩৬)

জয়গুরু পরমাত্মা — পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি এবং স্নেহের মা ক—উভয়েই সমপ্রযত্নে আনন্দস্বরূপের আনন্দময় সাধনায় নিমগ্ন আছ জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। নিরন্তর তোমরা ব্রহ্মনামরসে ডুবিয়া থাক, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি।

কুলোকের রসনা কুকথা উচ্চারণ করিবেই। তাহার জন্য তোমরা বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হইও না। স্বামীর এবং সমাজের কল্যাণের দিকে চাহিয়া যে পবিত্র সংযমব্রত অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে দৃঢ়রূপে লগিয়া থাক। নিন্দকের রসনা নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করিবেই। তাহাদের সকল বিদ্রূপকে যে অনায়াসে আগ্রাহ্য করিতেছ, ইহার চাইতে সুখপ্রদ সংবাদ আর কিছু

হইতে পারে না। তোমরা যে জীবন-যাপন করিয়া যাইতেছ, তাহা যে সমগ্র বিশ্বের জন্য কি বিপুল মঙ্গলসমূহ পুঞ্জিত করিয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি আনন্দে বিহবল হইতেছি। যাহারা রসনাকে শাসনে রাখিতে পারে না, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক। যাহারা মনকে শাসনে রাখিতে পারে না, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা ভাবুক। কিন্তু তুমি এবং তোমার জা, তোমাদের উভয়ের স্বামীদের লইয়া সেই জীবনই গঠন করিতে থাক, যাহা একটী মহাবলদুর্দ্ধর্ষ জগৎ-পূজ্য জাতির আবির্ভাবের উপযুক্ত ভূমিকা হইবে।

সংযম-ব্রত গ্রহণ করিবার পর স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিবার চেষ্টা কুবুদ্ধি প্রতিবেশীদের মধ্যে কখনও কখনও দেখা যায়। তোমরা সেই কথাটা জানিয়া রাখ। পল্লীগ্রামের সহজ সারল্য যেমন কবি-মনের ভাবুকতার আহার্য্য যোগাইয়াছে, গ্রাম্য লোকের কুটিল কপটতা তেমন বহু জীবনকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারিয়াছে। তোমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া এই সকল নীচতার পরিবেষ্টন উপেক্ষা করিও এবং আত্ম-শাসনের বলেই সকলের অশাসিত দুর্দ্দম্য কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিও।

ঝগড়া কলহে তোমরা যে লিপ্ত হও না, ইহা তোমাদের চরিত্রের মধুরতাকে উজ্জ্বল করিতেছে। ঝগড়া-কলহের ইচ্ছাও যেন তোমাদের না হয়, ইহাই আমি আশীর্ব্বাদ করি।

তোমাদের সকল ইচ্ছা, সকল তৃপ্তি, সকল প্রশ্রয়, সকল সংশ্রব, সকল আনন্দ, সকল পূর্ণতা একমাত্র তোমাদের ব্রতজীবনকে ঘিরিয়াই দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিণী শাখা-প্রশাখায় প্রবর্দ্ধিত হউক। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩৭)

হরি-ওঁ
পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা বা—, সেই দিন তোমাকে দেখা অবধিই তোমার প্রতি কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছে। তোমাকে দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছে যে, তোমার দ্বারা ভগবান্ কিছু মহৎকার্য্য সম্পাদন করাইবেন।

তুমি নিজেও কি মা একথা বিশ্বাস কর না? তোমারও কি মনে হয় না যে, তোমার উপরে জগতের অনেক মহৎ দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে এবং সেই দায়িত্বভার তোমাকে যথাকালে গ্রহণ করিতে হইবে? অবশ্য এখনও তুমি কোনও বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণের মত যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পার নাই। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, এরূপ যোগ্যতা তোমাকে অবশ্যই অর্জ্জন করিতে হইবে?

আমার মনে হয় যে, এরূপ কথা সর্ব্বদাই তোমার মনে হয়। তারই জন্য তোমার চোখে, মুখে, আচরণে ও ভাষায় মায়াতীত সন্ন্যাসী মায়ার পড়িয়া গিয়াছে।

তোমার অন্তরের সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি হয়ত নানা পারিপার্শ্বিক বিঘ্নে আত্মপ্রকাশ করিতে সাহস না পাইয়া নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তুমি যে বিশেষ কিছু করিবার জন্য মানব-দেহ ধারণ করিয়াছ, এই কথা মা বিশ্বাস কর।

শ্রীমান্ নি—আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, বিবাহিত-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভব কিনা। খুব সম্ভব মা, খুব সম্ভব। স্ত্রী যদি সামান্য সহযোগিতা দেয়, তবে স্বামীর পক্ষে আর অসম্ভব কিছু থাকিতে পারে না। তোমার মত মেয়েরা স্বামীকে আত্মগঠনে সহায়তা দিতেই জন্মিয়াছে, নিজেদিগকে হীন প্রবৃত্তির ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতে দিতে বা স্বামীদিগকে মরীচিকাভ্রান্ত করিতে আবির্ভূতা হয় নাই। তোমার ও শ্রীমান্ নি—র সঙ্কল্প একই রূপ জানিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। অ-সুযোগের মধ্যেও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লও। বিপদের মধ্যেও সম্পদকে কুড়াইয়া লও। প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আনুকূল্য সৃষ্টি কর। ধূলি-মুষ্টির ভিতর হইতে স্বর্ণরেণু বাছিয়া লও।

অন্ধকারের পুঞ্জায়মান আয়োজন হইতেও আলোকরশ্মি চিনিয়া লও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা মাখ—, দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সেই আনন্দ স্বরূপকে অবিরাম ভজনা কর, তাঁকে লইয়া অন্তরের সকল প্রেমকে সার্থক কর, হৃদয়ের বিনিময়ে তাঁকে তোমার সর্ব্বস্ব করিয়া লও। তোমার সেই অপার্থিব প্রেম তোমার স্বামীকেও তোমার সহকারী করিয়া লউক। নিজে ভগবান্‌কে ভালবাস, স্বামীটিকেও সেই অপূর্ব্ব ভালবাসা শিক্ষা দাও। জগতে অনেক রমণী নিজ নিজ স্বামীদের শিক্ষাগুরুর কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভগবানকে ভালবাসিয়াছিলেন। ভগবানকে ভালবাসার অপার্থিব শক্তিই তাঁহাদিগকে স্বামীর কল্যাণ-সাধনে সমর্থা করিয়াছিল। এই কথা মনে রাখ, এই কথা বিশ্বাস কর। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতর ভোগ্যবস্তুতে মানুষের প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি কি করিয়া হইবে? প্রত্যেক ভোগের

জিনিষটী ভোগতৃষ্ণার পক্ষে অপ্রচুর ও নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে। পরমপ্রেমরসস্বরূপ পরমাত্মাই মানুষের সকল ভোগ-পিপাসার পূর্ণ-লক্ষ্য। প্রথমে তাঁহাকে নিজের হইতে পৃথক্‌ বলিয়া মনে হয়, পরে তাঁর সাথে অদ্বৈত সম্বন্ধের স্থাপনা হয়, বিরহের ভিতর দিয়া তাঁর সাথে পূর্ণ মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পরমরসাল প্রেমোৎস শ্রীভগবানকে নিজে ভালবাস মা, স্বামীকে ভালবাসাও। ধরণী পূণ্য হউক, তোমাদের এই দাম্পত্য-জীবনের অপূর্ব্ব কল্যাণচ্ছবি দর্শন করিয়া জগদ্‌বাসী ধন্য হউক এবং বিশ্বাস করিতে বাধ্য হউক যে, ভগবানকে ভালবাসিলে জীবনে আর কামের প্রবেশাধিকার থাকে না। শুভাশিস জানিও। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩৯)

ওঁ-ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৩ই চৈত্র, ১৩৪৪

কল্যাণীয়সু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * আমার কোনও কোনও সধবা কন্যা স্বামীর বিরোধিতায় ভগবানকে ডাকিতে পারে না শুনিয়া আমি প্রকৃতই মর্ম্মাহত। কিন্তু মা, আমার যাহারা

কন্যা, তাহারা কেহই সাধারণ মেয়ে নয় যে, বাধায় বিঘ্নে বিপত্তিতে হাল ছাড়িয়া দিবে। আমার কন্যা বলিয়াই তাহারা বাধাকে পদদলিত করিবে, বিঘ্নকে পরাজিত করিবে, বিপত্তি-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-মালা ভেদ করিয়া নির্ভয়ে পরম লক্ষ্যে পৌঁছিবে। আমার কন্যা বলিয়াই এই বীর্য্য, এই তেজ, এই উৎসাহ, এই উদ্যম, এই সাহস আর এই বিশ্বাস তাহাদের নিকট হইতে আশা করা চলে। তোমরা নির্ভয় হও এবং তোমাদের দুঃখ লাঞ্ছনা-জর্জ্জরিতা ভগিনীগণের প্রাণের ভূমিতে আশার বীজ ছড়াইয়া দাও। আমার সধবা কন্যারা ভারতে যে অপরূপ দৃষ্টান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবে, তাহা জগতে অতুলনীয় হইয়া থাকুক। স্বামীর প্রতি দ্বেষে নয়, পবিত্রতার প্রতি অনুরাগেই এ অসাধ্য সাধন হইবে। স্বামীকে অগাধ ভালবাসা দিয়াই তাহারা স্বামীকে ভগবানের পানে টানিয়া আনিবে।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪০)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই চৈত্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, * * * তোমার পত্রখানা পাইয়া আমি কি যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। আমার সন্তানের লক্ষ্য কখনও ছোট হইতে পারে না। আমার সন্তানের মন কখনও নিম্ন দিকে ধাবিত হইতে পারে না। এই কথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিও মা।

তুমি যে পবিত্র সঙ্কল্প লইয়া তোমার জীবনের সাধনা আরম্ভ করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি তাহা পূর্ণ হউক। নারী-জাতির মহিমা তুমি বর্দ্ধিত কর, ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপিণী হও। সংযমে আর সাধনায়, ত্যাগে আর তপস্যায়, চরিত্রে আর মাধুর্য্যে, জ্ঞানে আর গুণে, প্রেমে আর প্রাণবত্তায় জগতে অতুলনীয়া হও। সহস্র সহস্র রমণী বৃথাই জীবন কাটাইয়াছে, তোমার জীবন তার সফলতার প্রাচুর্য্যে সার্থক হউক।

নিত্য উপাসনা করিবে। অমৃতময় মহামন্ত্র কখনও ভুলিবে না। শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪১)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই চৈত্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, * * * স্ত্রীরা সংযমের ব্রত গ্রহণ করিলে অনেক স্বামীদের ক্রোধ জন্মে। কেহ কেহ ভিন্ন পথে ইন্দ্রিয়ের সুখ খুজে। কিন্তু তোমার চরিত্রের মধুরতা এবং তোমার স্বামীর উচ্চাদর্শপ্রিয়তা এই সকল বিঘ্ন হইতে তোমাদিগকে দূরে রাখিয়াছে। ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। দাম্পত্য-জীবনে স্বামীই প্রধানতঃ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটু বেশী ঝুঁকিয়া থাকে। স্ত্রীর পক্ষে সেই স্থলে প্রয়োজন-মত শক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু সকল নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ বাঁচাইয়া সুকৌশলে স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শক্ত হইতে হয়। গোঁয়ারের মত জিদ্ করিয়া নহে, দেবী প্রতিমার মত নিজ প্রভাবকে স্বামীর উপরে বিস্তার করিয়া শক্ত হইতে হয়। ঔদ্ধত্য ও অহমিকা দিয়া স্বামীকে শরবিদ্ধ করিয়া নহে, প্রেম ও ভক্তি দিয়া তাহাকে স্বমতানুয়ায়ী করিতে হয়। তাহা তুমি পারিয়াছ। * * * তোমার দৃষ্টান্ত সকলে অনুসরণ করুক। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪২)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই চৈত্র, ১৩৪৪

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার ৮ই চৈত্র তারিখের পত্রখানা পাইয়া আমার বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কথা মনে পড়িল। এক সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকটে গিয়াছিলেন সংসারের দারিদ্র্য দূর হইবার বর প্রার্থনা করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—"যা, ঐ মায়ের মন্দিরে যাইয়া যে প্রার্থনা করিবি, তাহাই তোর পূর্ণ হইবে।" কিন্তু বিবেকানন্দ সংসারের দারিদ্র্য-দূরের প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। পরন্তু জগন্মাতার নিকটে সর্ব্বস্বত্যাগের প্রার্থনা করিয়া আসিলেন। তোমার অবস্থাও ঠিক তাই হইয়াছে। তুমি আমার নিকটে আসিয়াছিলে সংসারী কামনা-বাসনা পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া। আমি বলিয়াছিলাম, "আচ্ছা, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, কিন্তু ঠিক্ করিয়া আমাকে বল কি চাই।" এখন তুমি বলিতেছ, ভোগের সুখ তুমি চাহ না, ভোগের শান্তি তোমার প্রাণের শান্তি নয়, পরম প্রভুর মঙ্গল-মধুময় অখণ্ড-নামই তোমার প্রাণের শান্তি, সেই মধুময় নামেই তোমরা স্বামী এবং স্ত্রী ডুবিয়া যাইতে চাহ, মনের ভ্রান্ত ধারণা এবং শরীরের ভ্রান্ত অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত

হইয়া আর তোমরা ভোগ-সুখে প্রমত্ত হইতে চাহ না, বরঞ্চ উভয়ে মিলিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে চাহ। আমি বলিয়াছিলাম,—“যে প্রার্থনা করিবে, তাহাই পূর্ণ হইবে।” সুতরাং তোমার এই প্রার্থনাই পূর্ণ হইবে।

কে বলে, তুমি মূর্খ নারী? বিদ্যার্জ্জন করিয়াও যাহারা অসংযমের দোষ বুঝিল না, তাহারাই মূর্খ। বিদ্যাধ্যয়ন না করিয়াও যাহারা সংযমের মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারাই বিদুষী। তুমি স্কুলে পড় নাই, কলেজ দেখ নাই। কিন্তু মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছ। আমি তোমাকে মূর্খ বলিতে পারিব না। ইচ্ছা করিলেই যেই ভোগাতুরতাকে অনায়াসে সংযত করা যায়, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহারই অধীন করিয়া জীবন ভরিয়া বারংবার দুঃখ ও অতৃপ্তি সঞ্চয় করিবার মত মূর্খতা আর কি আছে? শত শত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সেই মূর্খতার হাত হইতে লোকে মুক্তি পায় না। কিন্তু, তুমি অশিক্ষিতা পল্লী-রমণী হইয়াও সেই মুক্তিপথের সন্ধান করিয়া লইয়াছ। তোমাকে যে কি বলিয়া প্রশংসা করিব, কোন্ ভাষায় স্নেহ জানাইব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ধন্য সেই মঙ্গলময় পরমপ্রভু যিনি তোমার অন্তরের উদ্দাম অবাধ্য সন্তানকামনাকে অনায়াসে বিশ্বস্রষ্টার চরণসেবার শ্লাঘ্যতম আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। আমি জানি

আমার সন্তানের উপরে তাঁর এই অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবেই হইবে। আমি যদি পরমপ্রভুকে পবিত্রতাস্বরূপ জানিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সন্তানের অন্তরে বিনা উপদেশেই সংযমের স্পৃহা জাগরিত হইবে। আমার সন্তানগণের জন্য আমি পরমপ্রভুর সান্নিধ্য হইতে এই সর্ব্বজীব শুভপ্রদ সর্ব্বচিত্তসুখদায়ী বর লইয়া আসিয়াছি।

অথবা কি বলিব, আমাতে আর আমার সন্তানে ভেদ নাই, আমার সন্তানে আর পরমাত্মায় ভেদ নাই, উভয়ে মিলিয়া এক অভেদ পরমসত্তা—ইহা সুনিশ্চিত জানিও। পরমাত্মা পবিত্রতাস্বরূপ, তাই আমিও পবিত্রতা-স্বরূপ, তাই তোমরাও পবিত্রতা-স্বরূপ। নিজেকে যেন চেনে না, অপবিত্র সে-ই হয়। অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত যাহার নয়ন, অপবিত্র সে-ই হয়। জ্ঞানের অঞ্জনে যার নয়নের দীপ্তি খুলিয়াছে, সে সদা-পবিত্র, সর্ব্বত্র পবিত্র, সর্ব্বতোভাবে পবিত্র। জগতে যদি কোন শব্দ থাকে, যাহা পরমাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণপ্রকাশক, তবে তাহা হইতেছে “পবিত্রতা”। পবিত্রতাই সুন্দরতা, পবিত্রতাই পরিপূর্ণতা, পবিত্রতাই শান্তিসুখ-স্বরূপতা। এই পবিত্রতায় তোমাদের স্থিতি নিত্যা হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৩)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা প্র—, অবাল্য কৌমার্য্যের প্রতি সুদৃঢ় সঙ্কল্পশীল থাকিয়া তারপরে যে সব ছেলেরা বিবাহিত জীবন গ্রহণ করে, তাহাদের অবস্থা অপেক্ষা আবাল্য কৌমার্য্যা-কাঙ্ক্ষিণী থাকিয়া যে সকল মেয়েরা দাম্পত্য-জীবন-যাপনে বাধ্য হয়, তাহাদের অবস্থা তুলনায় অধিকতর দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে, ইহা আমি লক্ষ্য করিতেছি। কারণ, বিবাহের পরে এই সকল ছেলেরা নিজ নিজ পত্নীদিগকে বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন-যাপনের দিকে যতটা প্রণোদিত করিতে পারে, এই সকল মেয়েরা নিজ নিজ স্বামীদিগকে তদ্রূপ প্রণোদিত করিতে সমর্থা হইয়া ওঠে না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি তোমার জীবনের দুঃখ এইখানে। অধিকাংশস্থলেই স্বামীরা যখন নিজ নিজ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, তখন পত্নীদিগের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ-তাড়না তাহাদিগের চিত্ততটে আসিয়া পৌছে না; কারণ, অধিকাংশ-স্থলেই ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাবতী হইয়া রমণীরা স্বামীরই প্রবর্ত্তনের অপেক্ষা করে, মুখ ফুটিয়া চিত্তভাব প্রকাশ করিয়া প্রগল্‌ভতার পরিচয়

দেয় না। ইহা স্বামীর আত্মরক্ষার বিষয়ে বিশেষ সহায়ক। কিন্তু পত্নীর পক্ষে ব্যাপারে অন্যবিধ। সে যখন নিজের চিত্তকে ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতে গুটাইয়া আনিয়া প্রশান্ত মহাতত্ত্বে সমাহিত করিয়াছে, তখনও হয়ত তাহার স্বামী নির্ল্লজ্জভাবে নিজের অন্তরের দুরন্ত ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে বাক্যে, ব্যবহারে বা ইঙ্গিতে বারংবার পত্নীর চিত্ত-বেলা-ভূমিতে আনিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিতেছে। ইহারই পরিণামফল গিয়া দাঁড়াইতেছে সংযম-ব্রতানুরাগিণী পত্নীর চিত্তের গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতা।

তোমার পত্র পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই, ইহাই তোমার সকল মানসিক অশান্তির মূল কারণ কিনা। কিন্তু, তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে জানিও, এই অশান্তির সকল প্রতীকার তোমারই হাতে। জীবনের এমন সময় আছে, যখন ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনাকে পাপ বলিয়া মনে করিতে হয়, নতুবা জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু, দাম্পত্য-জীবনের গহন অরণ্যে সর্প-বিবরকেও সময় বিশেষে নিরাপদ স্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বহ্মচর্য্যাবস্থায় যে ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনা মহাপাপ, গার্হস্থ্যাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সার ভিতরে ভগবানেরই আত্মপ্রকাশের তরঙ্গ দর্শন করিতে হয়। দাম্পত্য-সুখ-ভেগের আস্বাদন পাইবার পরে রক্ত-মাংসের তাণ্ডব-নর্ত্তনের সমক্ষে "ইন্দ্রিয়-সুখ কামনা পাপ" এই মন্ত্র আওড়াইলে উত্তেজিত ভুজঙ্গম তাহার মাথা নত করিতে চাহে না। এই

কারণে এই সকল স্থলে মনের সকল উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া ঈশ্বরাভি প্রায়কে দর্শন করিবার জন্য সমগ্র বোধশক্তিকে নিয়োজিত করিতে হয়। এই যে তোমার চপল মন অনুক্ষণ সুখান্বেষণ করিতেছে, এই মন, এই অন্বেষণ, আর এই সুখ, ইহাদের ভিতরে প্রেম-সুন্দর ভগবান্ কি ভাবে বিরাজ করিতেছেন, অবিরাম তাহারই অনুসন্ধান কর। ভোগ-সুখ-কামনা তোমাকে কিরূপ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য না দিয়া, এই ভোগ, এই কামনা, এই উদ্বেগের মধ্যে নিত্য-সুন্দর ভগবান কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান নাও। মুক্তা উত্তোলনকারী ডুবুরী যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ আর স্রোতের দিকে না তাকাইয়া শুক্তির পানেই তাকায়, তুমিও তেমন দেহ-চাঞ্চল্য এবং মনোবৈকল্যের দিকে না তাকাইয়া সকল অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যেও অনুক্ষণ ভগবানকেই খুঁজিতে থাক। খনি-গর্ভে নামিয়া সুবর্ণ-উত্তোলনকারী যেমন পাথর-কাঁকরের জঞ্জাল-রাশি গণনায় না আনিয়া কেবল কাঞ্চন-কণারই খোঁজ করিয়া বেড়ায়, তুমিও তেমনি গার্হস্থ্য-জীবনের অপরিহার্য্য বা নিবার্য্য জঞ্জাল-সমূহের হিসাবের দিকে দৃষ্টি না দিয়া অসীম সিন্ধুর বেলাভূমিতে কোটি কোটি বালুকণাসমূহের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় কোথায় নিত্যযৌবনের অভ্রখণ্ড রহিয়াছে, তাহার অন্বেষণ কর। এইভাবে অনুক্ষণ ঈশ্বরানুসন্ধান করিতে করিতে তোমার জীবনে আপনিই

সংযম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। সুখলোভ আসে আসুক, তোমার লক্ষ্য তিনিই হউন। ভোগবুদ্ধি আসে আসুক, তুমি তোমার লক্ষ্য ভুলিও না। ইহাই পূর্ণ-সংযমের মণিময় সৌধে আরোহণ করিবার পক্ষে তোমার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সোপানমালা। ভগবানের বিশ্বাস, ভগবানে আত্মসমর্পণ, ভগবানের অনুধ্যানে মনোনিয়োজন, ফলাফলের প্রতি উপেক্ষাশীল হইয়া ভালমন্দ, উচ্চ-নীচ প্রত্যেকটী চিন্তা এবং চেষ্টাকে তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া অনুধাবন, ইহাই তোমার পক্ষে সংযম-সাধনার প্রণালী।

শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৪)

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, তোমার নববর্ষের প্রণাম পাইয়া সুখী হইলাম। পত্রে না জানাইলেও তোমাদের প্রত্যেকের ভক্তি-যুক্ত প্রণাম আমি অনুভব করি। কারণ, তোমাদের প্রত্যেকের প্রণামে অনাবিল পবিত্রতা থাকে। পবিত্রতা দিয়াই আমি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চাই,—আমার গুরুগিরি দিয়া নহে। এই জন্য আমি শিষ্য বা শিষ্যার সংখ্যা-বর্দ্ধনে মোটেই

উৎসাহী নহি, হৃদয়ে হৃদয়ে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিবার ভিতরেই আমার সকল ঝোঁক। তোমরা পবিত্র হইতেছ, আর আমার অন্তর আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমার প্রতিবেশিনী চারিটী গুরু-ভগিনী প্রত্যেকেই নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুযায়ী পবিত্রতার সাধনা করিতেছেন, এই জন্যই উহারা অত সুন্দর, অত মধুর। কাফ্রীর সন্তান যেমন তার কালো রং আর কুঞ্চিত কেশ দিয়া চেনা যায়, ইংরেজ তনয়কে যেমন তার শ্বেতবর্ণ এবং পিঙ্গল চক্ষুর দ্বারা চেনা যাইবে, আমার সন্তানকে তেমন হৃদয়ের পবিত্রতা এবং অদম্য কর্ম্মশীলতার দ্বারা চেনা যায়। ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যই তাহাকে যাচাই করিবার কষ্টিপাথর। চিত্তের ঈশ্বরাভিমুখতা এবং বাহুর জনসেবা-পরায়ণতা তাহার পরিচায়ক লক্ষণ। বহুবর্ণ-বিচিত্র ছবির যেমন হরিদ্রাবর্ণটাই দ্রষ্টার চক্ষে আসিয়া বিশেষ ভাবে সর্ব্বাগ্রে পড়ে, ঠিক্ তেমনি আমার সন্তানের সহস্র গুণের মধ্যে পবিত্রতাই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টার চক্ষে আসিয়া পড়িবে।

তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার স্বামীকে সংযমের ব্রতে অনুরাগী করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক, ইহা তোমার হৃদয়বত্তারও পরিচায়ক। কারণ, হৃদয়িকতা দিয়া স্বামীকে সহ-মন সহ-প্রাণ করিতে না পারিলে এই অসিধারা-ব্রত উদ্‌যাপন করা

সহজ কথা নহে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণিত করিয়াছ যে, দাম্পত্য-দিব্যতা সম্বন্ধে বঙ্গমাতা মাত্র একটি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসব করিয়াই বন্ধ্যা হইয়া যাইবেন না, দাম্পত্য-সংযমের আশ্চর্য্য সামর্থ্যের প্রমাণ প্রদর্শনকারী ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত শ্রীরামকৃষ্ণ, শত শত সারদা-মাতা বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। শুধু বাংলার বলি কেন, সমগ্র ভারতের তোমরা গৌরব বর্দ্ধন করিবে এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত ভারতে প্রদেশে প্রদেশে অনুসৃত হইবে। সমগ্র ভারতকে একই পতাকাতলে সমবেত করাইয়া ঐক্যের ভিতর দিয়া মহাভারত রচনা করার চেষ্টা করা হইতেছে। নানাজনে নানাবিধ পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাহারও পতাকা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার, কাহারও পতাকা ভাষা-বৈষম্য নিবারণের, কাহারও পতাকা আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠায়, কাহারও পতাকা একধর্ম্ম স্থাপনের, কাহারও পতাকা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের। আমার পতাকা,—বিবাহিত বা অবিবাহিত সর্ব্ববিধ অবস্থায় নিজ নিজ আশ্রমোচিত পবিত্র জীবন-যাপনের। তোমাদিগকে আমি অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছি, এই পতাকা দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখিবার শক্তি সঞ্চারের জন্য, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। তোমাদের আমি গুরু হইয়াছি এই পতাকা অনন্ত ঊর্দ্ধে উড্ডীন করিবার সামর্থ্য প্রদানের জন্য, অবতার-রূপে পূজা পাইবার জন্য নহে। এই পতাকা, আজ যাহা তোমরা ধারণ

করিয়াছ, দিনের পর দিন ঊর্দ্ধতর গগনে উত্তোলিত হইবে, যেন আলোকরশ্মি-মেখলা এই পতাকার দিব্যজ্যোতি ভারতের এক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নয়নে আকর্ষণময়ী আমন্ত্রণ-বাণী পৌছাইয়া দিতে পারে। ভারতের সেই দিব্যানন্দমুখরা জ্যোতির্ধারা নিখিল-বিশ্বের অন্ধকার দূর করিবে।

বহুপুত্র-কন্যা-পরিক্লিষ্ট পিতামাতার নিকটে আজ জন্ম-শাসনের নানাবিধ কৃত্রিম উপায় ঢাক্কা-নিনাদের সহিত প্রচারিত হইতেছে। ফলে বহুসন্তান-পরিক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জনক-জননীরা সেই পন্থা অবলম্বন করুন বা না করুন, যাহাদের ঐ পন্থায় যাইবার বৈধ অধিকার নাই, যাহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সেবার প্রয়াস সমাজ-বিধ্বংসী এবং ঘোরতর দুর্নীতির প্রশ্রয়দায়ক, যাহাদের নিকটে পূর্ণ পবিত্রতা প্রত্যাশা করিবার অধিকার ও প্রয়োজন সমাজের আছে, যাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়চর্চ্চার আমদানী ঘটিলে মানুষ্য-সমাজে আর পশু-সমাজে পার্থক্য রক্ষিত হয় না, তাহরাই পাশ্চাত্য আলোক-প্রাপ্তির মহিমায় সেই পন্থাতে ত্রস্ত, স্খলিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত চরণে দিগ্‌ বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে নব-শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজের একটা বিশাল অংশ ব্যাধি এবং বন্ধ্যাত্বে, দুর্নীতি এবং দুশ্চরিত্রতাতে ধ্বংস হইয়া যাইবে। উহার জন্য আমরা দুঃখ করিতে পারি কিন্তু এই ধ্বংসের হাত এড়াইবার উপায় নাই।

এই একটা সম্প্রদায় যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, যেমন রোম এবং বেবিলোনিয়ায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল, তখন তোমাদের ন্যায় আদর্শানুরাগী গৃহস্থেরাই সগর্ব্বে এবং সফলতার সহিত সমাজের সেই শূন্য স্থান পূরণ করিয়া জাতিকে রক্ষা করিবেন।

সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া একভাবানুপ্রণিত রমণী-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় চতুর্দ্দিকে সংযম-সুরভিত গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি কর। মেয়েদের ভিতর মেয়েরা অতি সহজে কাজ করিতে পারে। আমি পিতা হইয়াও কন্যার নিকটে যে বাণী প্রকাশ্য ভাষায় প্রচার করিতে পারি না, এমন কি, অনেক সময় ইঙ্গিতে প্রচারও অশোভন হয়, সেই ক্ষেত্রে ভগিনী হইয়া ভগিনীদের মধ্যে অনায়াসেই বিরাট আন্দোলন তোমরা পরিচালনা করিতে পার। যেই সময়ে ভারতের শত শত উচ্চ-শিক্ষিতা কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিতা মহিলা এক একটা বিরাট সম্মেলন আহবান করিয়া ভারতের রমণীদিগকে পাশ্চাত্য-জন্ম-নিরোধ-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে নির্লজ্জ আন্দোলন চালাইতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেই সময়ে তোমাদের মত যাহারা দাম্পত্য-জীবনের সংযমকে পালন করিতে এবং সংযমের মধুকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাদের পক্ষে ঘরে ঘরে যাইয়া তোমাদের জীবনের উপলব্ধ সত্যকে

প্রত্যেক সধবা-রমণীর কর্ণে কর্ণে প্রবেশিত করিয়া দেওয়াইবার প্রয়োজন আছে। এই কার্য্যের জন্য তোমরা বক্তৃতামঞ্চ ব্যবহার কর, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি, ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্য দিয়া তোমাদের চরিত্রের প্রভাব সকল সধবা রমণীর জীবনোপরি বিস্তারিত কর। বক্তৃতামঞ্চের কর্ম্মী তাহার ভাষা এবং যুক্তি দিয়া কাজ করে। বিস্মরণের দ্বারা ভাষা প্রভাববর্জ্জিত হয়, বিরুদ্ধযুক্তির দ্বারা যুক্তি খণ্ডিতমণ্ডিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্য দিয়া তোমরা চরিত্রের যে প্রভাব অপরের উপরে গিয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গে সঙ্গেই তার শিরায় উপশিরায় নূতন রক্তের সঞ্চার করিবে, যাহা বিস্মৃতির বলে নষ্ট হয় না বা যুক্তির প্রভাবে দুর্ব্বলতা পায় না। তোমরা তোমাদের পবিত্র স্পর্শ দিয়া শত শত সধবা মেয়েকে পবিত্র-জীবন যাপনের জন্য উন্মাদিত কর, যেন ইহাদের একাগ্র উন্মাদনা আজ হউক, কাল হউক, ইহাদের স্বামীদিগকেও সংযত জীবন যাপনের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনুরাগী ও অনুগত করিতে পারে। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৫)

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা আ—, তোমার বিবাহের সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইলাম। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নূতন সংসার সুখময় হউক, আনন্দময় হউক। পবিত্র-চরিতা কুমারী মেয়েরা ধারণাই করিতে পারে না যে, বিবাহিত জীবনটা কেমন জিনিষ। এই কারণে একটা দুরন্ত অনিশ্চয়তা তাহাদের মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। আবার কেহ কেহ অপরিসীম সুখোল্লাসের শিহরণ অন্তরে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু অন্তরে ভাব যাহার যাহাই হউক, একথা সত্য যে, দাম্পত্য-জীবনে অবিমিশ্র সুখও নাই, অবিমিশ্র দুঃখও নাই। বিবাহিত জীবনে মহাসুখী ব্যক্তিদিগকেও সংসারের দায়িত্ব, সংসারের সসীমতা, সংসারের সহস্রবিধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইতে হয়। আবার, দুর্ভাগ্যক্রমে এই জীবনে দুঃখ যাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদেরও সন্তান-স্নেহ, পরিজন-প্রতিপালন, সংসারের দশজনের অক্লান্ত সেবা, পরিজন-বর্গের সুখের জন্য নিজের স্বার্থ-বিসর্জ্জন প্রভৃতির মধ্য দিয়া অনাবিল এবং অপরিসীম আনন্দের সুখাস্বাদন হইয়া থাকে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার দাম্পত্য-জীবন নিত্যসুখময়

হউক, দুঃখ ও বেদনার লেশমাত্রও যেন তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুখময় গার্হস্থ্য-জীবন আমাদের সকলের আনন্দ-বৃদ্ধি করুক এবং তোমার ইহ-পরজীবনের নিত্য-সুখের উদ্বোধক হউক। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই নব-গৃহীতব্য জীবন যেন তোমার পিতৃকুল এবং শ্বশুর-কুল উভয় কুলের প্রত্যেক পরিজনের আনন্দ এবং তৃপ্তি বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়।

তুমি সন্ন্যাসীর মানস-সন্তান, অতি বাল্যকালেই গৃহত্যাগীর মুখোচ্চারিত মহামন্ত্র দীক্ষাবাসরে গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং বিবাহের প্রাক্কালে তোমার মনোভাব কিরূপ হইতে পারে, ইহা আমি আংশিক অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আমি খুবই আশা করি যে, এই প্রসঙ্গে তুমি আমার উপদেশাবলীর মর্ম্ম অনুধাবন করিবে। বিবাহিত জীবন সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়, ইহা কর্ত্তব্যের। যে যত কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিবাহিত জীবনে সে তত পূজা-পাত্র। বিবাহিত জীবনকে পবিত্র ভাবে যাপন করিবার চেষ্টা যাহারা করে, জগতে তাহারা নমস্য। বিবাহিত জীবনকে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সেবার জন্য যাহারা ব্যবহার করে, তাহারা সন্ন্যাসীর চেয়ে কম আদরের পাত্র নহে। তুমি তোমার বিবাহিত-জীবনকে ভগবৎ-সেবার উপায়-স্বরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিও। ইহা দ্বারাই তোমার জীবন সুখময় এবং আনন্দময় হইবে।

বিবাহিত অবস্থায় নারীর শক্তি সীমাবদ্ধ। সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, প্রতিকার্য্যে তাহাকে স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে সত্যময় দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতে হইলে বুদ্ধিমতী পত্নীর স্বামীকে আগে হাতের মুঠায় আনিয়া লইতে হয়। সেবার দ্বারা, বিনয়ের দ্বারা, চরিত্র-মাধুর্য্যের দ্বারা স্বামীকে সম্যক্ বশীভূত করিয়া লইয়া তাহাকে ভগবানের পথে, মঙ্গলের পথে টানিয়া লইতে হয়। আমি আশা করি তোমার নব জীবনের এই চির-সাথীটিকে তোমার স্নেহ, প্রেম ও সহানুভূতি এবং নৈপুণ্য দ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠ-সার্থকতার প্রতি আকৃষ্ট, ভক্তিমান্ এবং ব্রতশীল করিতে পারিবে। আমি আশা করি, তোমার সমগ্র প্রতিভার প্রয়োগ করিয়া সংসার গহনারণ্যের এই নিরাপদ পন্থাটীর দুয়ার সর্ব্বাগ্রে উন্মোচন করিয়া লইবে। যাহা কখনও জান নাই, এই জীবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ কত কথা জানিবে, যাহা কখনও ভাব নাই, এমন কত বিষয় এই জীবনে প্রবেশ করিয়া শিখিবে। সেই সকল নূতন চমক্‌দার জিনিষ দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না, মনুষ্য-জন্ম্য দুর্ল্লভ। বিবাহিত-জীবনে আমোদ, আহলাদ, সুখ, ভোগ, প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য স্থান আছে। কিন্তু উহাই সেই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই বিবাহিত জীবন নহে, উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্যই উহা। বিবাহের কন্যাকে কতজনে কতভাবে আশীর্ব্বাদ করে। আমি

আমার প্রাণ-সমা কন্যাকে সংযত-জীবনের মধুরতার কথা শুনাইরা আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলাম। হাল্ ফ্যাসনের মেয়ে হইলে, তুমি ইহাতে বিরক্ত হইতে। কিন্তু আবাল্য তুমি সন্ন্যাসীর মানসী-কন্যা। তাই, তোমার বিরক্ত হইবার অধিকার নাই। স্বামীর যদি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পার, তবে জানিও, তোমার বিবাহিত-জীবনের সুখরাশি অতলস্পর্শ হইবে এবং জানিও, যে আদর্শের ধ্যান করিয়া আবাল্য কাটাইয়াছ, স্বামীর অন্তরে সেই আদর্শের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থা হইয়াই তুমি তোমার দাম্পত্য-জীবনকে পরম-সুখময় করিয়া তুলিবে। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও, নিত্যানন্দের অধিকারিণী হও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৬)

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা র—, তোমার পত্রখানা অনেকদিন হয় পাইয়াছি। দেরীতে উত্তর দিতেছি বলিয়া মা দুঃখ করিও না। এত কার্য্যব্যস্ত আমাকে থাকিতে হয় যে, আমি কোন

প্রকারেই তাড়াতাড়ি করিয়া কাহারও চিঠির জবাব দিতে পারি না।

তোমাদের কথা আমার মনে আছে। প্রতিদিন তোমার স্নেহবিহবল, করুণামধুর, ভক্তির আকর চখ-দুটী আমার মনে পড়ে। তোমার স্নেহমাখা পবিত্র সম্বোধন অনুক্ষণ আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়। জীবনের যে মহদাদর্শ তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ পালন করিয়া উঠিতে সমর্থা হও আর নাই নও, ব্রত-গ্রহণের দ্বারা এবং ব্রতপালনের চেষ্টা দ্বারাই তুমি আমার একান্ত প্রিয় হইয়াছ। তুমি নিজের অন্তরে অনাবিল পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত রহ নাই, তোমার স্বামীর ভিতরেও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিবার প্রচণ্ড প্রয়াস পাইতেছ, ইহা অপেক্ষা প্রীতি ও আনন্দের বিষয় আমার আর কি হইতে পারে মা? তোমার স্বামী পূর্ব্ব অভ্যাসের দুর্নিবার তাড়নায় শরীর ও মনের বিপত্তি জনক আচরণ করিতে উদ্যত হইলে তুমি যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য, প্রয়োজন ও ব্রত স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা পাও, ইহাই তোমার চরিত্রকে এক অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাহারই স্বরূপানন্দের সন্তান, যাহারা নিজেরা পবিত্র জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরকে পবিত্র জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আস্থাবান্ করিতে প্রযত্ন-পরায়ণ। তুমি আমার সন্তানত্বের অধিকার নিজের মধ্যে প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।

জগৎ হইতে দাম্পত্য-সম্বন্ধ তুলিয়া দেওয়া আমার লক্ষ্য নহে। দাম্পত্য-সম্বন্ধকে পবিত্রতার উপরে, আদর্শবাদের উপরে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুস্থির করাই আমার লক্ষ্য। নরনারীর মিলনকে সর্ব্বজনীনভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া কখনও সম্ভব নহে, কারণ, উহা জৈব প্রকৃতির বিপরীত ব্যাপার। কিন্তু নরনারীর মিলনের মূলে মহৎ লক্ষ্য, উচ্চ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ আদর্শ, পুণ্য উদ্দেশ্য এবং পবিত্র পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমি আমার গৃহস্থ পুত্রকন্যাদের জীবনের মধ্য দিয়াই এইরূপ কতকগুলি মূল্যবান্ দৃষ্টান্ত সমগ্র জগতের হিতের জন্য রাখিয়া যাইতে চাহি। তোমরা আমার সেই অভিপ্রায়-সিদ্ধির অল্পাধিক সহায়তা করিতেছ। এইজন্যই তোমরা আমার এত প্রিয়।

সাংসারিক অসুখ অশান্তিতে ক্ষণকালের জন্যও মনকে বিব্রত হইতে দিও না। দুঃখ, বেদনা, সংঘাত ও ব্যাধি, সব কিছুকে তুচ্ছ করিও। প্রাণপেক্ষা প্রিয়জনেরও অসুস্থতায় হৃদয় হারাইও না। প্রাণময় অখণ্ডনাম অবিরাম স্মরণ করিতে থাক। নামের মধ্য দিয়া সত্যস্বরূপের প্রতি আনন্দ-ঘন প্রেম অর্জ্জন কর। প্রেমের ধনে ধনী হইৱা হৃদয় হইতে সকল

বিঘ্ন-বিপত্তির আশঙ্কাকে উন্মূলিত করিয়া দাও। নির্ভর কর, নির্ভয় হও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৭)

জয় ব্রহ্মগুরু পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা আ—, * * বিবাহিত জীবনের পথ খুবই পিচ্ছিল, একথা সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু পিচ্ছিল পথেও সতর্কতার সহিত চলিলে ভগবান্ প্রতি পদে রক্ষা করেন। তোমাদের সকল সতর্কতার উৎস যে শ্রীভগবান্, এই ধারণাটুকু মনের ভিতরে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই সকল বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে।

তোমার বিবাহের সংবাদকে আমি কুসংবাদ বলিয়া মনে করি না। কাহারও বিবাহের সংবাদকেই কুসংবাদ বলিয়া গণনা করিবার আমার রুচি নাই। কারণ, বিবাহের ভিতর দিয়া মানুষের আত্মোন্নতির কিছু বিঘ্ন হইতে পারে সত্য, কিন্তু নিজের শুভসংস্কারকে একটা বংশের মধ্যে স্থায়ী করিয়া যাইবার পথ মিলে। এই কারণেই উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিদের

বিবাহকে আমি অমঙ্গল বলিয়া মনে করি না। আর যাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষ নহে, তাহারা বিবাহ করিলেও যাহা, সন্ন্যাসী হইলেও তাহাই থাকে। সুতরাং তাহাদের বিবাহ বা অবিবাহ আদৌ কাহারো আলোচ্য বিষয় হইবার যোগ্য নহে।

বিবাহের মধ্যবর্ত্তিতায় তুমি যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে, সেই জীবনের প্রত্যেকটী অংশে তুমি তোমার জীবনের আরাধ্য সত্য-স্বরূপ নিত্যানন্দময় পরমপ্রভুকে স্মরণ রাখিও। এই স্মৃতিকে অনুক্ষণ জাগাইয়া রাখিও, কখনও যেন স্মৃতির প্রদীপশিখা উৎসাহের ঘৃতাভাবে নিবিয়া যাইতে না পারে। ইহাই তোমার সকল সঙ্কটে আপদুদ্ধারক ও বর্ম্মস্বরূপ হইবে। * * * আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন সুখময় হউক, প্রেমময় হউক, মধুময় হউক, আনন্দময় ও নিত্যাভয় হউক। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৮)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্কী আশ্রম

১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা সু—, তোমার পত্র পাইলাম। তোমাকে ও

তোমার স্বামীকে আমি সমান ভালবাসি। কম বেশী নাই। তবে, ব্রতপালনে যখন যার দৃঢ়তা বেশী হয়, তখন তার প্রতি ভালবাসাই একটু অধিক ধাবিত হয়। তোমরা উভয়েই পুণ্যময় জীবন যাপন করিতে দৃঢ়ধী হও। জানিও, তোমাকেই সকল বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে হইবে; কারণ, বাহিরে পুরুষ যত পরাক্রমীই হউন, গৃহ-মধ্যে নারীরাই নেত্রী। পবিত্রতার দ্বারা তোমার এই নেত্রীত্ব তুমি অক্ষুণ্ণ রাখিও। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪৯)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট, ২৪-পরগণা

২০শে ভাদ্র, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার ২০শে শ্রাবণ তারিখের পত্রের উত্তর এত-দেরীতে দিতেছি বলিয়া অভিমান করিও না। কেমন? সুদূর পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে আমার যে এমন একটী ভক্তিমতী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালিনী মেয়ে আছে, তাহা হঠাৎ জানিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিস্মিত হই নাই, যেহেতু আমি জানি এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারতের প্রান্তে প্রান্তে

ছড়াইবে, ভারতের বাহিরেও যোগ্য আধার বুঝিয়া নিজের অধিষ্ঠান রচনা করিবে। কারণ, সত্য চিন্তার মৃত্যু নাই।

বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তোমার স্বামী আমার চিন্তার সহিত পরিচিত ছিলেন, জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার চিন্তাধারা তোমার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া ততোধিক সুখী হইলাম। জন্মদাতা পিতামাতা জীবনগঠনের এই সকল ইঙ্গিত প্রদান করিবার অবসর পান নাই বলিয়া তাঁহাদের উপরে অভিমান করিও না মা, তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র-কন্যার জন্য যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তোমরা তাহা নিজ নিজ সন্তানসন্ততির জন্য সম্পাদন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হও। তোমাদের পুত্র-কন্যাগণ যেন তোমাদেরই মত ক্ষুব্ধকণ্ঠে পিতামাতার অমনোযোগিতার অভিযোগ উত্থাপন করিতে না পারে।

এখনও তোমাদের কোনও ছেলেপিলে হয় নাই জানিয়া সুখী হইয়াছি। যতদিন পুত্র-কন্যার আবির্ভাব না ঘটিতেছে, ততদিনই নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্যানকে লইয়া একাগ্র চিত্তে থাকার সুবিধা। সুতরাং পুত্র-কন্যার জন্য তোমরা এখন অত্যধিক ব্যস্ত হইও না। পবিত্র-জীবন ও সংযত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে থাক। ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদের দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা সৃষ্ট হউক। প্রেমের অতল গভীরতা ইন্দ্রিয়-লিপ্সাকে অন্তর হইতে দূর করিয়া

দেউক। তখন শারীরিক তাড়নায় নহে, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় পুত্র-কন্যার জনক-জননী হইতে চেষ্টা করিও। উহার ফল সংসারে, সমাজে, দেশে ও জগতে সকল দিক্ দিয়া শুভপ্রদ হইবে।

স্বামী বিদেশে থাকেন বলিয়া স্বামীর জন্য তোমার অত্যধিক ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। ইহা কিছু অনুচিত ব্যাপার নহে। একজন আর একজনকে ভালবাসিবে বলিয়াই ত' দাম্পত্য ঘন্ধন গ্রহণ করিয়াছ। ভালবাসাই তোমাদের উভয়ের মিলনের প্রকৃত সেতু। ভালবাসাহীন বিবাহ বিবাহই নহে। উহা সংসারের আবর্জ্জনা-স্তূপে সঞ্চিত মৃত মূষিকের পচাগলা দুর্গন্ধময় দেহ মাত্র। বিবাহিত-জীবনের ভিতরে প্রেমকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা আবশ্যকীয়। ইহা মঙ্গলজনক। ইহা পূর্ণতা-বিধায়ক। কিন্তু প্রেমের নামে বীভৎস প্রেতলীলা আসিয়া স্থান লাভ না করে, ভালবাসার ছদ্মবেশে দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়লালসাই তোমাদের অন্তরকে অধিকার করিয়া না বসে, এই বিষয়ে চাই একটু সতর্ক দৃষ্টি। প্রবাসী-স্বামী গৃহে আসিলে তোমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবেই ত'। ইহাই ত' স্বাভাবিক। কিন্তু এই ওজুহাতে তোমার রক্ত-ক্ষুধা না অনুচিত প্রশ্রয় পায়, তার দিকে রাখিও একটু লক্ষ্য। গৃহ হইতে স্বামী বিদেশে যাইবার প্রাক্কালে চিত্তে বিষাদ ত' আসিবেই। কিন্তু এই বিষাদের ছায়া প্রকারান্তরে তোমাদের উচ্চলক্ষ্যতাকে ম্লান করিয়া না দিতে পারে, তার দিকে রহিও সাবধান। মিলনের পরে বিরহ

আর বিরহের পরে মিলন, এই উভয় সময়ই প্রকৃত প্রেম আর দেহের উচ্ছৃঙ্খলতা পরস্পরে জগাখিচুড়ি পাকাইয়া ফেলিতে চাহে। এই সময়ই সন্ধানী চক্ষের প্রয়োজন। * * * শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫০)

ওঁ ব্রহ্মগুরু

মগ্রাহাট, ২৪-পরগণা,
২৩শে ভাদ্র, ১৩৪৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গে বাস করিয়াও কি করিয়া সংযত জীবন-যাপন করিতে হয়, তাহার উপায় অনেককাল এ জাতি খুঁজিতেছে। সেই শাশ্বত অন্বেষণ-প্রবৃত্তি তোমার প্রাণেও জাগিয়াছে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

স্বামীকে একটা দেহ বলিয়া মনে করিলে মন নিম্নগামী হইবেই। স্বামীকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিও। সেই আত্মা আর পরমেশ্বর এক বস্তু। সেই আত্মা সর্ব্বত্র-বিরাজিত। তিনি নিজেকে একটা নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। সেই আত্মা একটা নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির মধ্য দিয়া তোমার নিকট ধরা দিয়াছেন। সেই আত্মাই পরম-প্রেমের আস্পদ।

সেই আত্মাই তোমার সকল ভালবাসার আধার। সেই আত্মাই তোমার আত্মসমর্পণের ক্ষেত্র। সেই আত্মা তোমার অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতাবিধায়ক। এই জ্ঞান নিয়া স্বামীর সঙ্গ করিবে। ইহা হইতেই সকল অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইয়া যাইবে।

স্বামীর প্রতি তোমার যে দৃষ্টি হইবে, তোমার প্রতিও তোমার স্বামীর যেন সেই দৃষ্টি হয়। তিনিও যেন তোমার ভিতরে ভগবানকে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন। ভগবান্ জানিয়া স্বামীকে ভালবাসিবে, ভগবান্ জানিয়া তিনি যেন তোমাকে ভালবাসেন। তাহা হইলেই অসংযমের কোলাহল থামিয়া যাইবে। তুমি ত' মা দেহ নও। দেহের ভিতরে তুমি রহিয়াছ, তাই দেহের যত আদর। * * * শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫১)

জয় ব্রহ্মগুরু

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৩ই পৌষ, ১৩৪৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা কি—, তোমার দেহ-মন-প্রাণ সংযমের অভিমুখী হউক। মানুষ যেমন ভগবানের ইচ্ছায় ভোগে রত হয়, ঠিক তেমনি তাঁহার ইচ্ছাতেই ভোগপথ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে। তোমার স্বামীর মনে ত্যাগের ভাব আছে।

যতটুকু পার, তাহার ত্যাগের ভাবে সহযোগিতা দিও। বিবাহিত জীবনে ত্যাগ এবং ভোগ উভয়েরই সম্মানিত স্থান আছে। অতটুকু কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিও মা। চিত্তে যখন ভোগের তৃষ্ণা প্রবল হইবে, তখন ভগবানের নামে যতটুকু পার, মনকে শাসন করিও। যেখানে মন শাসনের অতীত হইবে, সেখানে ভগবৎ স্মরণ করিতে করিতেই ভোগে লিপ্ত হইবে। ভগবানকে ছাড়িয়া ভোগও হয় না, ত্যাগও হয় না। ত্যাগে ভোগে সর্ব্বাবস্থাতে তোমরা ভগবানেরই সেবক-সেবিকা হইয়া বিরাজ কর। শরীরকে তার কাজে রাখিয়া সুখটুকু ভগবানে অর্পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

অধিকার সংযম

ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

অ ভি ক্ষা

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সধবার সংযম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সধবার সংযম

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

অ ভি ক্ষা

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ